Boighar.com
বইঘর নিবেদন
ওয়েস্টার্ন
শিকারী
হিফজুর রহমান
বইঘর
সেবা
প্রকাশনা
বইঘর
বইঘর

Boighar.com

বইঘর নিবেদন
একখন্ডে সমাপ্ত ওয়েস্টার্ন উপন্যাস
শিকারী
হিফজুর রহমান

অজ্ঞাতনামা শিকারীর স্বপ্ন ঃ বাথান গড়বে।
তাই টাকার জোগাড়ে আজ সে বাউন্টি কিলার।
কুখ্যাত ডাকাতদের মেরে
নগদ পুরস্কার সংগ্রহ করে।

কর্নেল হ্যারল্ড উইলসন সেনাবাহিনীর একজন
প্রাক্তন অফিসার। ক্রোধের আগুন জ্বলছে তাঁর বুকে—
একমাত্র আদরের ছোট বোনটিকে যে খুন করেছে,
খুঁজে বেড়াচ্ছেন তাকে।

এন্টেরিক, পশ্চিমের দুর্ধর্ষ আউট-ল।
ওর পরিকল্পনা ঃ দুর্ভেদ্য ব্যাংক অভ এল-পাসো
লুঠ করবে।
মুখোমুখি হলো তিনজন। তারপর ?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা-২
শো-রুম ঃ ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১

বইঘর

সেবা প্রকাশনীর

আরো ক'টি ওয়েস্টার্ন

কাজি মাহবুব হোসেন আলেয়ার পিছে, পাতকী, রক্তাক্ত খামার, জ্বলন্ত পাহাড়, ভাগ্যচক্র, মানুষ শিকার, আর কতদূর বাঁধন, রাইডার, এপিঠ ওপিঠ আবার এরফান।

খোন্দকার আলী আশরাফ কাঁটাতারের বেড়া, লড়াই, ডাইনী।

রওশন জামিল ফেরা, ওয়ানটেড, জলদস্যু, নীলগিরি, বসতি।

শওকত হোসেন প্রতিপক্ষ, দখল, প্রহরী, ঘেরাও।

আলীমুজ্জামান মরুসৈনিক।

জাহিদ হাসান স্বর্ণবিবর।

রকিব হাসান তৃণভূমি।

ওয়েস্টার্ন-২৮

শিকারী

একখণ্ডে সমাপ্ত রোমাঞ্চোপন্যাস

হিফজুর রহমান

প্রকাশক :
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা-২

লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর, ১৯৮৬

রচনা : বিদেশী কাহিনীর ছায়া অবলম্বনে

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : শরাফত খান

মুদ্রণে :
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা-২

যোগাযোগের ঠিকানা :
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা-২
দূরালাপন : ৪০৫৩৩২
জি পি ও বক্স নং ৮৫০

শো-রুম :
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১

SHIKAREE
by Hifzur Rahman

BOIGHAR.COM

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

EXCLUSIVE

বই ঘর

SCAN

EDIT

Visit Us at boighar.com

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

শিকারী

হিফজুর রহমান

ওয়েস্টার্ন

শিকারী

হিফজুর রহমান

SCAN & EDITED BY:

BOIGHAR

WEBSITE:

WWW.BOIGHAR.COM

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Boighar-বইঘর

We Always Encourage Buying The Original Book.

এই বইয়ের প্রতিটি ঘটনা ও চরিত্র কাল্পনিক।
জীবিত বা মৃত ব্যক্তি বা বাস্তব ঘটনার সাথে
এর কোনও সম্পর্ক নেই।

॥ লেখক ॥

এক

টুকুমকারি।

শেরিফের অফিসে সকালের আড়মোড়া ভাঙেনি এখনো। সকালের ডাকে অলসভঙ্গিতে চোখ বুলাচ্ছেন। ডাকের মধ্যেই মোটামুটি নিমগ্ন। হঠাৎ ঘরে দ্বিতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি অনুভব করলেন। ডাক থেকে মুখ তুলে চমকে উঠলেন ভূত দেখার মতো এক আগন্তুক দাঁড়িয়ে, শেরিফের ডেস্কের একটু সামনেই।

ভূত দেখে ভয় পাবার লোক নন উনি। আর তাছাড়া কোন আগন্তুককে দেখে ভয় পাবারও কথা নয় তাঁর। চমকে ওঠার কারণ অন্য। শেরিফের কাছে যারা আসে, তারা কাঠের মেঝেতে বুটের শব্দ তুলে আসে। কিন্তু এই লোকটা এতোই নিঃশব্দে এসেছে যে, মনে হয় বাতাসে মিশে ঘরে ঢুকে তারপর মানুষের আকার ধারণ করেছে। কিন্তু এটা তো শুধুমাত্র আরব্যোপন্যাসেই সম্ভব।

লোকটা ওঁর দিকে পিছু ফিরে, দেয়ালে সাঁটা একটা পোস্টার দেখছে নিবিষ্ট মনে। পোস্টারে একটা কাটখোট্টা চেহারার ছবি ছাপা। নিচে লেখা : রেড কাভানাকে চাই জীবিত অথবা মৃত। পুরস্কার দুই হাজার ডলার।

অনেক কষ্টে বিরক্তি দমন করলেন শেরিফ লোকটার পিঠের দিকে তাকিয়ে আছেন। কিন্তু এদিকে কোনরকম নজর আছে বলে মনে হয় না। এজন্যেই তিনি বিরক্তি বোধ করছেন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছেন ওকে। বেশ লম্বা, ছয় ফুট চার ইঞ্চি বা আরো বেশি হতে পারে। একহারা চমৎকার গড়ন। গায়ে মেক্সিকান ঢঙের পনচো আলখাল্লার মতে পোশাকটার মাঝখানে একটা ফোকর। ওই ফোকর দিয়ে মাথাটা গলিয়ে দিলেই পোশাক পরা কমপ্লিট। সামনে-পেছনের কোণার ঝুল প্রায় হাঁটু পর্যন্ত। পনচোটা শাদা জমিনে বাদামী ছিট। হ্যাটের কিনারা বেশ চওড়া এবং টেক্সাস স্টাইলে ঈষৎ বাঁকানো।

একটু স্বস্তি বোধ করলেন শেরিফ। লোকটার উরুর সাথে কোন হোলস্টারের উপস্থিতি দেখা যাচ্ছে না। সাধারণত পশ্চিমের গান ফাইটাররা উরুতে বাঁধা হোলস্টার ব্যবহার করে এবং তাদের হাতও থাকে রিভলভারের বাঁটের কাছাকাছি। কিন্তু এ লোকটার মধ্যে গান ফাইটারের কোন ভঙ্গি নেই। তবে প্রয়োজনে অসম্ভব ক্ষিপ্র হয়ে উঠতে পারে এর চলাফেরা, তা দেহের গঠন দেখেই বোঝা যায়।

গলা খাঁকারি দিলেন, 'কি চাই?'

কোন জবাব দিলো না ও। ভাব দেখে মনে হচ্ছে, এখন পোস্টার দেখাটাই একমাত্র কাজ। আবার বিরক্তি দানা বেঁধে উঠতে লাগলো ওঁর মনে। রাগও হচ্ছে একটু। 'এই যে, মিস্টার, কি চাই?'

ঘুরলো লোকটা, ক্ষিপ্র ভঙ্গিতে অথচ নিঃশব্দে। বেড়ালের মতো। বয়স তিরিশ বা তারো কম। দৃষ্টি দেখে মনে হয় একে-

Boighar.com

বারে বুকের ভেতর গেঁথে যাচ্ছে। দৃঢ় সংঘবদ্ধ চোয়াল বলে দেয়, লোকটা ভীষণ একগুঁয়ে। খোঁচা খোঁচা দাড়ি-গোঁফ ঢেকে রেখেছে মুখ। তাসত্ত্বেও মুখশ্রী বেশ সুন্দর। তবে মুখমণ্ডল ভাবলেশহীন। এ কারণে তাকে ইণ্ডিয়ান বলে ভুল হতে পারে। শুধু চোখ দু'টো যেন কথা বলছে। ওই চোখের সামনে শেরিফও অস্বস্তি বোধ করছেন।

নীরবে লোকটা তাকিয়ে আছে ওঁর দিকে গভীর দৃষ্টিতে। পলক পড়ছে না। পনচোর সামনের অংশ বাঁ কাঁধের ওপর তুলে দিলো ঝট করে। এবার রিভলভারটা চোখে পড়লো। ওপরে, অনেকটা কোমরের কাছে বাঁধা হোলস্টার ভারি পয়েন্ট ফোর ফোর ক্যালিবারের রিভলভার। ঝকঝকে গ্রিপ, অনেক ব্যবহারে মসৃণ, স্পষ্ট বোঝা যায়।

কোন কথা বলছে না ও। ভেড়ার চামড়ার ভেস্টের ভেতরে হাত ঢোকালো, পনচোর নিচেই পরা। তার নিচে শার্ট। শার্টের পকেট থেকে হাত বেরিয়ে আসতে দেখা গেল একটা মেক্সিকান সিগার ধরা। শেরিফের ডেস্ক থেকে দিয়াশলাই তুলে নিয়ে ধরালো সিগারটা। ভালোরকম ধরে ওঠার পর কথা বললো সে।

'কাভানা এখনো বেঁচে আছে?'

পাল্টা প্রশ্ন করলেন শেরিফ, 'আপনি, বাউন্টি কিলার?'

'কিলার না বলে,' শুধরে দিলো ও, 'শিকারী বলুন।'

'ওই, একই হলো।' শেরিফ আসল কথায় এলেন, 'না, কাভানাকে এখনো কেউ আনতে পারেনি।'

'শেষ খবর কবে পেয়েছেন?'

বইঘর.কম

আবারো বিরক্তি বোধ করলেন শেরিফ। 'কাল পর্যন্ত জানি, কেউ কাভানাকে মারতে পারেনি। তবে ওকে কায়দা করা সহজ নয়। এই এলাকার কেউ তো সাহসই করবে না

'পুরস্কার কি নগদ?' সময় কথা কোনোটাই বেশি খরচ করছে না লোকটা।

'হাতে হাতে,' শেরিফও সংক্ষিপ্ত জবাব দিলেন

'কোথায় পাওয়া যাবে ওকে?'

'শুনেছি হোয়াইট রকস-এর দিকে আছে। তবে,' চোখ বড় বড় করলেন শেরিফ, 'সত্যিই যাবেন ওদিকে! আমি হলে কিন্তু যেতাম না, বাবা!'

'ধন্যবাদ।'

'থামুন!' শেরিফ তাড়াতাড়ি ড্রয়ার থেকে পেন্সিল বের করলেন, 'আপনার নামটা?'

'কেন?'

'রেকর্ড রাখতে হবে। আপনি পুরস্কার পেলে, আমাকে রিপোর্ট করতে হবে কাকে পুরস্কার দিলাম। আর না পারলে···' পেন্সিলের শিসটা মুখে চুষতে চুষতে মাথা নোয়ালেন। ড্রয়ার আঁতি পাতি করে খুঁজছেন কি যেন। 'নামটা জানা দরকার, কারণ কবরের গায়ে লিখে রাখতে হবে।'

কোন উত্তর নেই তবু। শেরিফ খেপে উঠলেন। কাগজটা খুঁজে পেয়েছেন। বের করছেন ড্রয়ার থেকে। তুলতে তুলতেই বলতে লাগলেন, 'প্রত্যেকেরই একটা নাম থাকে। এতো কথা ভালো লাগছে না। নিজের নাম বলতে না চাইলে, যে-কোন একটা নাম

Boighar.com

বলুন। আমার খাতায় লিখে রাখতে···

মাথা তুলেই অবাক হয়ে গেলেন শেরিফ। কথা থেমে গেল তাঁর। অফিসে কেউ নেই। ফাঁকা অফিসে বকে মরছিলেন এতক্ষণ। লোকটা চলে গেছে, নিঃশব্দে। ঠিক যেভাবে এসেছিল, সেভাবেই। দরজার পাল্লা দু'টো নড়ছে শুধু।

খিস্তি করে উঠলেন শেরিফ। খাতায় ফর্মের ওপরে লিখলেন, রেড কানাডা—দুই হাজার ডলার পুরস্কার। নিচে লেখা, নাম না জানা বাউন্টি শিকারী।

দুই

ফসল কাটা শেষ। ন্যাড়া দেখাচ্ছে জমিগুলো। এছাড়া হোয়াইট রকস নামের কোন সার্থকতা নেই। পশ্চিমের হাজারো টাউনের সাথে এর নেই কোন অমিল। দু'টো ওয়াগন ট্রেইলের চারপাশ ঘিরে কিছু ঘরবাড়ি আর দোকানপাট। পশ্চিমের যে কোন টাউনেই এরকম দেখা যায়। সব চেয়ে বড়ো বাড়িটাই সেলুন। ভেতরে পিয়ানোর বাজনা, গ্লাসের টুং টাং শব্দের সাথে সঙ্গত করছে যেন। সেই সাথে শোনা যাচ্ছে, অনেকগুলো মাতালের হুল্লোড়। সামনে হিচরেইলের সাথে বাঁধা বেশ ক টা ঘোড়া।

শহরের প্রান্তে এসে থামলো শিকারী। ঘোড়ার পিঠে বসে চোখ বুলালো চারদিকে। চেহারা আগের মতোই ভাবলেশহীন। আকাশে মেঘ করেছে অনেকক্ষণ। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে থেকে থেকে। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি শুরু হলো। শিকারীর গালে পড়লো একটা ফোঁটা।

ওর ঘোড়াটা দেখতে চমৎকার দীর্ঘ পায়ের বে। চার পায়ের খুরের ওপরে খানিকটা অংশ শাদা। পুরো শরীর তেল চকচকে বাদামী। ঘোড়া থেকে অনায়াস ভঙ্গিতে নামলো ও। লাগামটা

ডান হাতে জড়িয়ে নিয়ে, বাঁ হাতে বের করলো সিগার। দাঁতে আঁকড়ে ধরলো চলতে লাগলো মাথা নত করে। যেন চিন্তার ভারে নুয়ে পড়েছে। নিশ্চিন্ত চলার ভঙ্গি। কিন্তু নিশ্চিন্ত মনে চলা আর হলো না, বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল পুরোদমে, সেই সাথে ঝড়।

মাথা নিচু করে ছুটলো শিকারী। সঙ্গে ঘোড়াও। পৌঁছে গেল সেলুনের কাছে। তাড়াতাড়ি লাগামটা বাঁধলো হিচরেইলের সাথে। সেলুনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে গা ঝেড়ে নিলো ভালো করে। খুব একটা ভেজাতে পারেনি বৃষ্টি শুধু পনচোটা সামান্য ভিজেছে। ডান হাতটা মুছে শুকিয়ে নিলো ভালো করে। গান ফাইটারের ভেজা হাত, আর হোলস্টার খালি থাকা একই কথা।

সুইং ডোরের সামনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করলো মিনিটখানেক। দরজার ওপর দিয়ে সেলুনের ভেতরটা দেখছে। গিজ গিজ করছে লোক সিগারেটের ধোঁয়ায় ভর্তি সেলুন, সেই সঙ্গে হৈ-চৈ। কয়েকজন কঠিন চেহারার মানুষ আড্ডা মারছে কিন্তু ওদের কাউকেই রেড কাভানা বলে মনে হচ্ছে না। ঘরের ভেতর কয়েকটা মেয়ে ছোটাছুটি করছে, হাতে ট্রে। ট্রেতে নানা ধরনের পানীয়। মেয়েদের পরনে সংক্ষিপ্ত ঝুলের স্কার্ট, ওপরে লো-কাট ব্লাউজ। দেহের অধিকাংশ অনাবৃত। ভিড়ের মধ্য দিয়ে চলার সময় মাতালদের কেউ কেউ ওদের গায়ে ঢলে পড়ার চেষ্টা করছে। তবে ওরা এঁকে বেঁকে বেরিয়ে যাচ্ছে কায়দা করে।

লম্বা বারের পরই কয়েকটা সিঁড়ি, যুক্ত হয়েছে একটা ছোট্ট প্লাটফর্মের সাথে। রেলিং দিয়ে ঘেরা। প্লাটফর্মে একটা পোকার

বইঘর.কম

টেবিল। কয়েকজন টেবিল ঘিরে তাস খেলায় মগ্ন। একজন লোক টেবিলের চারদিকে ঘুরছে ধীরে ধীরে সবার তাস দেখছে ও। মুখে মোটা সিগার। শার্টের পকেটে ঝুলছে ব্যাজ। শেরিফ।

শেরিফ কিছু বলাতে হেসে উঠলো জুয়াড়িরা। প্লাটফর্ম থেকে নিচে নামলেন শেরিফ। অজ্ঞাতনামা লোকটাও স্যুইং ডোর ঠেলে ভেতরে ঢুকলো। মুখোমুখি হলো শেরিফের। কৌতূহলী দৃষ্টিতে শেরিফ তাকালেন নবাগত লোকটার দিকে।

পকেট থেকে হাত বেরিয়ে এলো শিকারীর। হাতে আধপোড়া সিগার। জিজ্ঞেস করলো, 'আগুন হবে?'

একটু অবাক হলেন যেন শেরিফ। অনিচ্ছা সত্ত্বেও জ্বলন্ত সিগার বাড়িয়ে দিলেন। শিকারীর দীর্ঘদেহ ঝুঁকলো একটু। জোরে কয়েকটা টান দিতেই আধভেজা সিগারটা জ্বলে উঠলো। সোজা হয়ে দাঁড়ালো ও। সরাসরি শেরিফের চোখের দিকে দৃষ্টি।

'রেড কাভানা আছে এখানে?'

চোখে অন্ধকার নামলো শেরিফের। কিছুক্ষণ পর আস্তে আস্তে ঘাড় ঘোরালেন প্লাটফর্মের দিকে। 'ওই টেবিলে, তাস খেলছে। তোমার দিকে পিঠ দিয়ে আছে, ওই রেড।' প্রায় ফিসফিস করে বললেন শেরিফ।

কোন কথা বললো না দীর্ঘকায় লোকটা। ঋজু ভঙ্গিতে এগিয়ে গেল প্লাটফর্মের সিঁড়ির দিকে। শেরিফ দেখলেন ওর এগিয়ে যাওয়া, তারপর দ্রুত দরজা ঠেলে বেরিয়ে গেলেন প্রায় দৌড়ের ভঙ্গিতে। পিয়ানো বাদকেরও চোখ ছিলো এদিকেই। একটা মাত্রা ভুল করলো সে।

Boighar.com

রেড কাভানাকে অবিকল একটা ষাঁড় বললে ভুল হবে না। বিশাল দেহ। দেহের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ মাথা। বেলে রঙের চুল। এলোমেলো। কপালের ওপর পড়ে আছে একগোছা। নীল চোখ। তাস কেটে দিলো রেড। বেঁটে দেয়ার জন্যে হাত বাড়ালো পাশের জন। ওদের মাঝখানে দাঁড়ালো শিকারী। বাঁ-হাত রাখলো তাসের ওপর।

কার্ড ডিলার খেপে উঠলো, 'কি, হচ্ছে কি এখানে? ফাজলামি পেয়েছো···' শিকারীর চোখের দিকে চেয়ে থেমে গেল ওর কথা। চাহনি চিনতে ভুল হয়নি।

কাভানা মুখ তুলে তাকালো। আগন্তুকের কাণ্ডকারখানায় অবাক হয়ে গেছে। লোকটার চাউনি সুবিধের নয়। সঙ্গীদের দিকে তাকালো একবার। জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট দুটো ভেজাবার চেষ্টা করলো। নীল চোখজোড়ায় সতর্কতা।

সেলুনের মূল অংশে থেমে গেছে মাতালদের হৈ চৈ। গভীর নিস্তব্ধতার মাঝে নাক ডাকার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। এক মাতাল ঘুমিয়ে পড়েছে টেবিলের ওপর মাথা রেখে। ভয়ঙ্কর নাক ডাকছে ওর।

কাভানার টেবিলের জুয়াড়িরা চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লো। কেটে পড়ছে সবাই একে একে। শুধু বসে আছে ও নিজে। একটা চেয়ারের ওপর পা তুলে দিলো শিকারী। দৃষ্টি কাভানার চোখের ওপর। তাস তুলে বাঁটা শুরু করলো। একটা কাভানাকে দিচ্ছে, একটা নিচ্ছে ও নিজে। কারো মুখে রা নেই। কিন্তু চরম উত্তেজনা ভর করেছে যেন টেবিলে। শুধু তাস পড়ার শব্দ হচ্ছে।

পাঁচটা করে তাস বাটার পর বাকিগুলো রেখে দিলো। তুলে নিলো নিজের পাঁচটা তাস। দুটো টেক্কা, একটা আট, একটা পাঁচ এবং অন্যটা সাত। রেড এতোক্ষণ চেপে রাখা নিঃশ্বাস ছাড়লো আস্তে আস্তে, ঠোঁট দুটো আবার ভেজাবার চেষ্টা করলো। তুলে নিলো নিজের তাস।

বাম হাতে টেক্কা দু'টো আলাদা করে নিলো লোকটা। কল দিলো, 'টু কার্ডস।' তারপর দুটো তাস টেনে নিয়ে আগের দু'টো রেখে দিলো। অপেক্ষা করতে লাগলো কাভানার কলের জন্যে।

এখন একটু চাঙ্গা মনে হচ্ছে কাভানাকে। বিজয়ীর হাসি হাসলো সে কোন কল না দিয়ে হাতের কার্ডগুলো ছড়িয়ে দিলো টেবিলের ওপর। তিনটে বাদশাহ, একটা দশ, একটা রানী। প্রতিপক্ষের দিকে তাকালো উজ্জ্বল মুখে।

শিকারী নীরবে ওর হাত ছড়িয়ে দিলো। কাভানা দেখলো, তিন টেক্কা, একটা কুইন একটা সাত।

জিভ সরছে না কাভানার। ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে তাস-গুলোর দিকে। হঠাৎ করে ও যেন মূর্তি হয়ে গেছে। শুধু গালের পেশী কাঁপছে তিরতির করে। অনেকক্ষণ পর ও প্রতিপক্ষের দিকে মুখ তুলে তাকালো।

'বাজির কথা কিছু বলোনি তুমি!'

ঠোঁট থেকে সিগার নামালো শিকারী। একবার দেখলো ওটা, তারপর মেঝেতে ফেলে বুট দিয়ে পিষে দিলো। মৃদু হাসি ফুটে উঠলো মুখে।

Boighar.com

'তোমার প্রাণ, রেড।'

প্রথমে যেন বুঝতে পারেনি কথাগুলো। প্রতিপক্ষের দিকে ফাঁকা দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে কাভানা। সহসাই যেন প্রাণ ফিরে পেলো ও। হুঙ্কার দিয়ে এক লাফে উঠে দাঁড়ালো। লাথি মেরে সরিয়ে দিলো চেয়ার, ঘুষি চালালো দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে। ডান হাতের কনুই দিয়ে ঘুষিটা ঠেকিয়েই শিকারী সজোরে জড়িয়ে ধরলো কাভানাকে। সঙ্গে সঙ্গে কাভানার দু'হাত চেপে বসলো শিকারীর গলায়।

কাভানাকে ল্যাং মেরে ফেলে দিলো শিকারী। হাত ছুটে গেল কাভানার। বাঘে মোষে লড়াই যেন। গড়াগড়ি করতে করতে দু'জনেই প্লাটফর্মের রেলিং ভেঙে নিচে পড়লো। এবার শিকারী কাভানার ওপর। ওদের পতনের ধাক্কায় কাঠের সেলুনটা কেঁপে উঠলো। শিকারীর ডান হাত মুগুরের মতো আঘাত হানলো কাভানার গলায়। ককিয়ে উঠলো সে। উঠে দাঁড়ালো দু'জনেই। ফের শুরু হলো মারামারি।

কাভানার দেহে মোষের শক্তি, কিন্তু মাথায় বুদ্ধি নেই। ফলে বেশির ভাগ ঘুষিই বাতাসে আঘাত হানছে। তবে শিকারীর প্রতিটি ঘুষি রক্তাক্ত করে তুলছে কাভানার মুখ। কিছুক্ষণের ভেতর বীভৎস হয়ে উঠলো চেহারা, টলছে শিকারীর শেষ আপার কাটে কাটা গাছের মতো ধরাশায়ী হলো কাভানা। হতভম্ব হয়ে গেছে ও ওঠার চেষ্টা করছে আবার। এতোক্ষণে যেন রিভলভারের কথা মনে পড়লো ওর।

প্রায় অর্ধেক বের করে এনেছে, হঠাৎ জোর লাথি পড়লো

বইঘর.কম

হাতের ওপর। গড়াতে গড়াতে চলে গেল রিভলভার ঘরের এক কোণে। বুকের কাছে শার্ট চেপে ধরে কাভানাকে তুললো শিকারী। চেপে ধরলো চুল। সজোরে বারে ঠুকে দিলো মাথা।

পেছনে সেলুনের স্যুইং ডোর খুলে গেল, শীতল কণ্ঠে নির্দেশ এলো, 'ছেড়ে দাও ওকে।'

ধীরে মাথাটা শুধু একবার ঘোরালো শিকারী। তিনজন লোক দাঁড়িয়ে, দরজার সামনে। প্রত্যেকের হাতেই রিভলভার। দু'পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছে, দেখেই বোঝা যায় গান ফাইটার। উরুর সাথে বাঁধা হোলস্টার। ঠাণ্ডা চোখে চেয়ে আছে অজ্ঞাতনামা লোকটার দিকে।

ওদের মধ্যে যে লম্বা, সে আবারো বললো, 'ছেড়ে দাও ওকে।' কাভানার উদ্দেশে বললো, 'সরে যাও ওখান থেকে, মাথা নিচু করে রাখো। ওকে দেখে নিচ্ছি আমরা।'

শিকারীর মাঝে কোনরকম ভাবান্তর নেই। মুখটা পাথরের মতো কঠিন। কাভানার ঘাড়ের ওপর দিয়ে চেয়ে আছে নবাগত-দের দিকে। পরবর্তী ঘটনা ঘটলো চোখের পলকে। কাভানাকে ছেড়ে দিয়েই বিদ্যুৎ বেগে ঘুরলো সে। হাতে বেরিয়ে এসেছে পয়েন্ট ফোর ফোর। বাঁ হাতে হ্যামার টানলো আর সেই সাথে চললো ট্রিগার, অত্যন্ত দ্রুত। হয়েছে তিনটে গুলি অথচ শোনালো একটাই।

গুলির ধাক্কায় তিনজনই ছিটকে পড়লো স্যুইং ডোরের ওপর, তারপর গড়াতে গড়াতে রাস্তার কাদায় ট্রিগারে চাপ দেয়ার সুযোগ পায়নি ওরা, এতো দ্রুত শিকারীর অ্যাকশন।

Boighar.com

সেলুনের সবাই চার দেয়ালে সেঁটে আছে। ওদের চোখে আতঙ্ক, বিস্ময়। সামনের একজনের দিকে শিকারীর দৃষ্টি পড়লো। লোকটা চেয়ে আছে ওর পেছন দিকে। চোখে স্পষ্ট ভয়।

শিকারীর হাত থেকে ছাড়া পেয়ে কাভানা দ্রুত হামাগুড়ি দিয়ে লাইন অভ ফায়ার থেকে সরে গেছে। শিকারীর পেছনে চলে গেছে ও। রিভলভারটাও পেছনে। শিকারীর মনে আছে কোথায় পড়েছিল ওটা।

এবার সেলুনের সব লোক স্তম্ভিত হয়ে গেল কাণ্ড দেখে। অবিশ্বাস্য এক ঘটনা ঘটলো ওদের চোখের সামনে। লোকটা না ঘুরেই বাঁ-বগলের নিচ দিয়ে গুলি করলো পেছনে, পরপর দুটো। তারপর ঘুরলো। ততোক্ষণে কাভানা শেষ। ওর ডান হাত রিভলভারে। দুটো গুলিই মাথার খুলি ভেদ করে গেছে।

হোলস্টারে ওর রিভলভার পুরলো। কোমরের বেল্ট ধরে হেঁচড়ে নিয়ে চললো কাভানার ভারি দেহ। বেরিয়ে এলো সেলুন থেকে। বাইরে বৃষ্টি থেমে গেছে।

হোয়াইট রকের শেরিফের মুখ শাদা হয়ে গেছে। শিকারী দেখছে ওঁকে। কপালে ঘামের কয়েকটা ফোঁটা চিকচিক করছে।

'শেরিফের আরো একটু সাহসী আর সৎ হওয়া দরকার,' বললো সে।

'ই-ইয়েস,' তোতলাতে তোতলাতে স্বীকার করলেন শেরিফ।

আর কোন কথা না বাড়িয়ে শেরিফের বুক থেকে ব্যাজটা খুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিলো সামনে অপেক্ষমান ভিড়ের দিকে।

বইঘর.কম

, বললো, 'আপনাদের একজন নতুন শেরিফ দরকার।' তারপর কাভানার লাশ ঘোড়ায় চাপিয়ে নিজেও উঠে বসলো।

চলতে শুরু করলো নাম না জানা লোকটা। পেছনে রেখে গেল অনেক গল্পের খোরাক। ও জানে, এই গল্প বহু বছর লোকের মুখে মুখে ফিরবে।

Boighar.com

তিন

ট্রেনটা দক্ষিণে ছুটছে। রেল লাইনের দু'দিকে খরাদগ্ধ জমি। প্রথম কোচে মাঝামাঝি জায়গায় দু'জন মুখোমুখি বসে। একজন বেঁটে, মুখে দাড়ি। ভদ্রলোক অনেকক্ষণ ধরে উসখুস করছেন তাঁর সামনের জনের সাথে কথা বলবার জন্যে। কিন্তু যাত্রার শুরু থেকেই সামনের লোকটা একটা বাইবেল খুলে বসেছেন, সেটা আর বন্ধ করার নাম নেই। সামনের সিটে বসা ভদ্রলোকের দীর্ঘ একহারা দেহ। পরনে দামী পোষাক। সঙ্গে একটা কার্পেটের ব্যাগ। জুলফির কাছে কাঁচা পাকা চুল, মাঝবয়েসী।

কণ্ডাকটর এলো টিকেট চাইতে। ছোটখাট লোকটা ভেস্টের পকেট থেকে টিকেট বের করে দিলেন। সামনের জনও টিকেট বের করলেন, কিন্তু মুখের ওপর বাইবেল ধরা আছে তেমনি। বাইবেলের আড়াল থেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'টুকুমকারি কত দূর, কণ্ডাকটর?'

কণ্ডাকটর তার সোনার পকেট ঘড়িটা বের করে দেখলো, 'আর মিনিট চারেকের ভেতর আমরা টুকুমকারি পার হবো।'

বইঘর.কম

'ধন্যবাদ।'

বেঁটে যাত্রী ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, 'মাফ করবেন, রেভারেণ্ড,' সহযাত্রীকে পাদ্রী বলে ধরে নিয়েছেন তিনি, 'আপনি বোধ হয় ভুল করছেন। এ ট্রেন তো টুকুমকারি থামবে না। এর পরের স্টেশন আমারিলো। আপনাকে ওখানে নেমে আবার টুকুমকারি ফিরে আসতে হবে…'

এবার বইবেলটা নামলো। এতোক্ষণে সহযাত্রীর চেহারা ভালো করে দেখার সুযোগ পেলেন ভদ্রলোক। রোদে পোড়া চেহারা, খয়েরি চোখ। রেভারেণ্ডের মুখে একটা বাঁকানো বুলডগ পাইপ। চিকন নীলচে ধোঁয়া উঠছে।

ট্রেন টুকুমকারি থামবে না শুনেও কোনরকম প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না তাঁর চেহারায়। ছোটখাট মানুষটার দিকে তাকিয়ে আছেন এমনভাবে যেন ক্ষুদে কোন পোকা দেখছেন। ঘাবড়ে গেলেন ভদ্রলোক, 'স-সত্যিই বলছি। এই ট্রেন টুকুমকারি থামে না।'

বাইবেলটা বন্ধ করে কার্পেট ব্যাগে ঢোকালেন দীর্ঘকায় ব্যক্তি। জানালা দিয়ে একবার বাইরের দিকে দেখলেন, তারপর উঠে দাঁড়ালেন। এর ফলে ওঁর ফ্রক কোটের সামনের দিকটা খুলে গেল। এতোবড়ো রিভলভার কখনো দেখেননি ছোটখাট লোকটি। কমপক্ষে চোদ্দ ইঞ্চি লম্বা ব্যারেল। তাই এর রেনজ প্রায় রাইফেলের কাছাকাছি। বাঁ-দিকে কোমরের কাছে বাঁধা হোলস্টারে কোনাকুণিভাবে রাখা রিভলভারটা। ক্রস বেলি ড্রয়ের সুবিধের জন্যে এভাবে বাঁধা হয়েছে। এতে রিভলভার বিদ্যুৎ গতিতে তুলে নেয়া যায়। ছোটখাট মানুষটা এখনো অবাক চোখে

boiRboi.com

চেয়ে আছেন তাঁর সহযাত্রীর দিকে। এ কেমন লোক! হাতে বাইবেল, কোমরে রিভলভার!

পাইপটা মুখ থেকে নামালেন দীর্ঘকায় ব্যক্তি এবং এই প্রথম মুখ খুললেন, 'এ ট্রেনই টুকুমকারি থামবে।' বলেই এগিয়ে গেলেন ইমার্জেন্সি কর্ডের দিকে। সিলিং থেকে ঝুলছে ওটা। নীরবে কর্ড ধরে টান দিলেন। ইঞ্জিন থেকে জোরেশোরে ঘণ্টা বেজে উঠলো। ট্রেন থামলো ঘ্যাঁচ করে, সিট থেকে পড়তে পড়তে বেঁচে গেল যাত্রীরা। লাইনের সাথে চাকার জোর ঘর্ষণের সাথে যোগ হলো বাষ্প বের হবার গর্জন।

ছোটখাট মানুষটি টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেছেন মেঝেতে। কোনমতে উঠে দেখলেন, দীর্ঘকায় সহযাত্রী গায়েব।

ইঞ্জিন থেকে লাফ দিয়ে নামলো ইঞ্জিনিয়ার আর ফায়ারম্যান। পেছনের কোচ থেকে নেমে এলো কণ্ডাকটর। ছুটতে ছুটতে আসছে সে। 'কি, কি হয়েছে? এইভাবে ট্রেন থামালে কেন?' ইঞ্জিনিয়ারকে জিজ্ঞেস করলো কণ্ডাকটর।

'কেউ ইমার্জেন্সি কর্ড টেনেছে।'

'কোন শালা···' থেমে গেলো কণ্ডাকটর। ব্যাগেজ ওয়াগনের দরজা খুলে গেছে। কাঠের পাটাতনটা নেমে এলো। পরক্ষণে দেখা গেল ফ্রক কোট পরা লোকটি বেরিয়ে আসছেন। হাতে একটা কালো ঘোড়ার লাগাম।

কণ্ডাকটর এগিয়ে গেল, রাগে লাল হয়ে গেছে মুখ। 'দেখুন, মিস্টার, ইচ্ছে মতো যেখানে সেখানে ট্রেন থামাতে পারেন না আপনি। টুকুমকারি থামতে হলে অন্য ট্রেন···'

বইঘর.কম

দীর্ঘকায় লোকটি ঘুরলেন ওদের দিকে। কণ্ডাকটরের চোখে পড়লো ভয়াল দর্শন রিভলভারটি। রাগ উবে গেল। সেই জায়গায় দেখা দিলো শঙ্কা। এবার একটু নরম কণ্ঠে বললো, 'আমি বলছিলাম কি, স্যার, আপনি আগে জানালে আমরাই ট্রেন থামবার ব্যবস্থা করতাম।'

'ট্রেন থেমেছে,' উনিও বেশ নরম সুরে বললেন, 'আমিও নামতে পেরেছি। সুতরাং, আপনাদের ধন্যবাদ।' এক লাফে ঘোড়ায় চড়ে নিজের পথে চলতে শুরু করলেন ভদ্রলোক।

হাঁ করে দেখছে কণ্ডাকটর অপসৃয়মান লোকটিকে। জানতেও পারলো না ওর পরিচয়। কর্নেল হ্যারল্ড উইলসন প্রখ্যাত লোক। রেগে ওঁর সঙ্গে কথা বলে না কেউ। সেনাবাহিনীতে যথেষ্ট সুনাম কুড়ানোর পর কর্নেল উইলসন হঠাৎ করেই চাকরি ছেড়ে দেন। সেই থেকে একজন বাউন্টি কিলার হিসেবে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন তিনি।

টুকুমকারি ডিপোর সামনে থামলেন কর্নেল উইলসন। দেয়ালে একটা পোস্টার সাঁটা। জন গ্যালাওয়ে, জীবিত অথবা মৃত। পুরস্কার এক হাজার ডলার। কেউ রসিকতা করে পেন্সিল দিয়ে এক হাজারের পাশে আরো কয়েকটা শূন্য বসিয়ে দিয়েছে।

টিকেট ঘরের জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে মোটা মত একজন লোক বললো, 'জন নিজেই ওই শূন্যগুলো বসিয়েছে। এতো কম পুরস্কার ঘোষণায় ওর রাগ হয়েছে ভীষণ। তবে পুরস্কার যাই হোক না কেন, জনকে মারা কারো পক্ষে সম্ভব নয়।'

ঠাণ্ডা চোখে ওর দিকে তাকালেন কর্নেল। খুব সাবধানে

Boighar.com

পোস্টারটা তুলে ফেললেন দেয়াল থেকে। রোল করে ফ্রক কোটের ভেতরে ঢোকালেন।

টুকুমকারিতে সেলুন একটাই। কর্নেল উইলসন স্যুইং ডোর ঠেলে ঢুকলেন ভেতরে। খদ্দের প্রায় নেই বললেই চলে। বারটেণ্ডার ঝিমুচ্ছে। কর্নেলকে দেখে ওর মুখে হাসি ফুটে উঠলো। হুইস্কির বোতল আর গ্লাস তুলে নিলো। হাত তুললেন কর্নেল, ফ্রক কোটের ভেতর থেকে পোস্টারটা বের করে বারটেণ্ডারের সামনে মেলে ধরলেন, 'কোথায় পাওয়া যাবে একে।'

বারটেণ্ডারের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। শ্রাগ করলো, বিড়-বিড় করে বলতে চাইলো কিছু, কোন আওয়াজ বেরুলো না।

'কি হলো? জবাব দিচ্ছো না কেন?'

বারটেণ্ডার নীরবে ঘুরলো। পেছনে শেলফ থেকে ট্রেতে করে অনেকগুলো গ্লাস নিয়ে এলো। কর্নেলকে দেখছেই না যেন। কাছে আসতেই বাঁ-হাতে ওর কলার চেপে ধরলেন উইলসন। টেনে প্রায় টেবিলের ওপর তুলে ফেললেন। ঝাঁকুনি খেয়ে ও কর্নেলের চোখের দিকে তাকালো। জ্বলজ্বল করছে, বাঘের মতো।

'কোথায়?' একরোখা প্রশ্ন।

বারটেণ্ডারকে ছেড়ে দিলেন কর্নেল। সোজা হয়ে দাঁড়ালো সে। ঘামে ভিজে গেছে পুরো শরীর। ঢোক গিললো একবার। চারদিকে তাকালো, ভয়চকিত দৃষ্টিতে। কয়েকবার চোরা চাউনি হানলো ওপর দিকে।

কর্নেল হাসলেন একটু, তারপর ঘুরে সিঁড়ির দিকে চললেন। হাতে পোস্টার। ওপরে উঠে এক মুহূর্ত থামলেন। সারি সারি

বইঘর.কম

ঘর দু'পাশে। সব দরজা বন্ধ। একটা ঘরে কথা-বার্তার আভাস পাওয়া যাচ্ছে। পা টিপে টিপে কর্নেল চললেন ওদিকে।

পুরুষ কণ্ঠে ধমক, 'চুপ করে বসে থাকো।'

'আঃ, জন, কি করছো?' নারী কণ্ঠের প্রতিবাদ।

'বলছি, চুপ করে বসে থাকো।'

'ব্যথা পাচ্ছি তো!'

হা হা করে হাসলো পুরুষটা। মেয়েটা চিৎকার করে উঠলো, 'কি, কি ওটা! জন, দ্যাখো···'

পোস্টারটা দরজার নিচ দিয়ে ঢুকিয়ে দিয়েই কর্নেল সরে গেছেন এক পাশে। দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়েছেন।

কিছুক্ষণ কোনো সাড়াশব্দ নেই ভেতরে। তারপর হঠাৎ ফেটে পড়লো লোকটা। খিস্তি শুরু করলো, সেই সাথে দরজার মাঝ বরাবর গুলি ছুটে এলো পরপর কয়েকটা। কেউ দাঁড়িয়ে থাকলে বুক ভেদ করে চলে যেতো ওগুলো। থামলো গুলি। প্রায় সাথে সাথেই বাইরের দিকের জানালা খোলার শব্দ ভেসে এলো।

বিশাল রিভলভারটা কর্নেলের হাতে শোভা পাচ্ছে এখন। দড়াম করে সবুট লাথি কষালেন দরজার গায়ে। ভেঙে পড়লো দরজা। ঘরে বিছানার ওপর বসে আছে এক যুবতী। ফ্যাকাসে চেহারা, চোখে আতঙ্ক। একটা হাত খোলা স্তন দুটো ঢাকার চেষ্টা করছে, অন্য হাত তলপেটের নিচে। দেহে একটা সুতোও নেই। কর্নেল ছুটে গেলেন জানালার দিকে। ঝুঁকে দেখলেন, একটা লোক ব্যালকনি থেকে লাফ দিয়ে পড়েছে। কাঁধে স্যাডলব্যাগ হাতে জ্যাকেট। বিল্ডিংয়ের কোনায় হারিয়ে গেল লোকটা।

Boighar.com

আবার দরজা দিয়ে ছুট লাগালেন কর্নেল। মেয়েটাকে পেরোনোর সময় মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, 'স্যরি, ম্যাডাম।'

কয়েক লাফে সেলুন থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি। ওদিকে তাঁর শিকার ঘোড়ায় চেপে পালাচ্ছে। বেশ খানিকটা দূরে চলে গেছে জন গ্যালাওয়ে। কর্নেল ছুটে গেলেন তাঁর ঘোড়ার দিকে। একটা ক্যানভাসের রোল টেনে নামালেন। ওটা খুলতেই বেরিয়ে পড়লো দুটো বন্দুক। একটা শটগান এবং অন্যটা ভারি বাফেলো গান। তুলে নিলেন একটা, কক করেই গুলি ছুঁড়লেন জন-এর ঘোড়াটা হুমড়ি খেয়ে পড়লো ধুলোর ওপর।

ঘোড়ার সাথে সাথে জনও পড়েছে। বোকা বনে গেছে ও। ঝটিতি উঠে দাঁড়ালো, হাতে রিভলভার। কর্নেল বন্দুক তুললেন আবার।

বন্দুক তুলতে দেখেই মাথা নিচু করে ছুট লাগালো গ্যালাওয়ে। গর্জে উঠলো কর্নেলের বন্দুক। আবারো মাটি কামড়ে ধরলো গ্যালাওয়ে। কর্নেল ঘুরলেন, বন্দুকটা ক্যানভাসের ওপর রেখে আবার রোল করলেন, ধীরে। ঘোড়ার পিঠে আগের জায়গায়ই রেখে দিলেন ওটা।

ঘুরে দেখলেন, গ্যালাওয়ে দাঁড়িয়ে। ওর বাঁ কনুইয়ের ওপর শার্ট রক্তে ভেজা। চামড়ার ওপর আঁচড় কেটেছে শুধু। এবার আতঙ্ক নয়, অন্ধ ক্রোধ এসে বাসা বাঁধলো জন গ্যালাওয়ের মাঝে।

চেঁচিয়ে উঠলো জন, 'তোকে খুন করে ফেলবো, খোদার কসম!' বলেই গুলি করলো। কর্নেলের প্রায় কয়েক ফুট সামনে ধুলো ওড়ালো ওটা। কর্নেল জায়গাটা দেখলেন ভালোমতো। বের

করলেন নিজের রিভলভার। সেই সঙ্গে কাঠের হোলস্টারটা। ওটার আকার রাইফেলের স্টকের মতো। ধীরে-সুস্থে ওটার সাথে ফিট করলেন রিভলভারের হ্যাণ্ডগ্রিপ। ব্যস, তৈরি হয়ে গেল একটা ছোটখাট রাইফেল।

আবারো গুলি করলো জন, সেই সাথে চলছে গালির ঝড়। এবার কর্নেলের বুটের ছয়ফুট সামনে ধুলো ওড়ালো বুলেট। উইলসন নড়লেন না একটুও। ধীরে ধীরে ভয়ঙ্করদর্শন অস্ত্রটার বাঁট কাঁধে ঠেকিয়ে চোখ রাখলেন সাইটে। এমন সময় তৃতীয় বুলেটটা আঘাত করলো ওঁর কয়েক ইঞ্চি সামনে।

আরেকটু সময় নিয়ে ট্রিগার চাপলেন কর্নেল। গ্যালাওয়ের দু'-চোখের মাঝখানে শিবনেত্রের মতো তৃতীয় চোখ তৈরি হলো। ধড়াস করে পড়লো জন। আবার ধীরে-সুস্থে বাঁটটা বিচ্ছিন্ন করলেন কর্নেল, হোলস্টারখানা জায়গামতো বেঁধে রিভলভারটাও রাখলেন সেখানে।

মৃত গ্যালাওয়ের বেল্ট ধরে টানতে টানতে শেরিফের অফিসে পৌঁছুলেন তিনি। দরজা খোলার শব্দে লাফিয়ে উঠলেন শেরিফ।

'পুরস্কারের টাকাটা পাবো এখন?'

টুকুমকারির শেরিফ বললেন, 'আমি তো ভেবেছিলাম, এই এক হাজার ডলারের পুরস্কার নিতে কেউই আসবে না।' কোণের আয়রন সেফের দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি।

টাকাটা পকেটে ঢোকালেন উইলসন, চোখ দেয়ালের একটা পোস্টারের ওপর। 'রেড কাভানার পুরস্কার কেউ নিয়ে গেছে নাকি?' জিজ্ঞেস করলেন কর্নেল।

Boighar.com

'না এখনো কেউ নিতে পারে নি। তবে গতকাল একজন হোয়াইট রকের দিকে গেছে, রেডকে ধরবার জন্যে।'

'নাম কি লোকটার?'

'বলেনি।'

'ধন্যবাদ, শেরিফ। আবার দেখা হবে আমাদের।'

টুকুমকারি থেকে বেরিয়ে সোজা হোয়াইট রকে রওনা হলেন কর্নেল উইলসন। রেড কাভানাকে পেতেই হবে এমন কোন কথা নেই। তাঁর পকেটে এখন করকরে এক হাজার ডলার। তাছাড়া এই পেশায় এসে দীর্ঘ পথ চলেছেন তিনি, অর্থও কামিয়েছেন প্রচুর। কিন্তু যার কারণে আজ বাউন্টি কিলারে পরিণত হয়েছেন, তাকেই খুঁজে পাননি। এর জন্যে—আরো পথ চলতে আপত্তি নেই কর্নেলের। এক সুতীব্র প্রতিহিংসা তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে তাঁকে। একদিন না একদিন তাঁর ইচ্ছাপূরণ হতেই হবে।

চার

ভোরের আলো ফোটেনি এখনো।

বিস্তৃত মরুভূমির ওপর দাঁড়িয়ে আছে কারাগারটা, রোদে পোড়া এবড়ো-খেবড়ো দেহ। অন্ধকারে দূর থেকে জানালা-দরজাগুলো বিন্দুর মতো মনে হচ্ছে। এর বাড়ন অপরিকল্পিত। কয়েদির সংখ্যা বেড়েছে যেমন, ঘরের সংখ্যাও বেড়েছে তেমনিভাবে। ঘরগুলোর আকার এবং উচ্চাতারও ঠিক নেই। তাই ছাদে চলাফেরা করা একমাত্র পাহাড়ী ছাগলের পক্ষেই সম্ভব। প্রতিটি কামরার বাইরের দিকে সংকীর্ণ ব্যালকনি। ওটা একমাত্র বেড়াল চলাচলের জন্যে উপযুক্ত।

তবে প্রহরীর সংখ্যা এবং তাদের যোগ্যতার মাপকাঠিতে সাউথ-ওয়েস্টের সব চেয়ে দুর্ভেদ্য কারাগার এটি। ভেতরে, বাইরে গার্ড পোস্ট—এমনকি ছাদেও আছে। গরাদেগুলো বেশ মোটা। ওগুলো কাটতে যে কোন কাটিং মেশিন ফেল হয়ে যাবে। চার-দিকের দেয়াল চওড়ায় দুই ফুটের বেশি। ডিনামাইটেও কাজ হবে না। এই কারাগারে নিরাপত্তা কখনো বিঘ্নিত হয়নি। ফলে গার্ডরাও আজকাল কর্তব্যে ঢিলে দিয়েছে।

এই প্রিজনের দোতলায়, আরো দুর্ভেদ্য এক কক্ষে আছে এন্টেরিক—আঠারো মাস ধরে অবশ্য ওর জন্যে বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন আছে। এই ডাকাত সর্দার এন্টেরিকের আরেক নাম নির্মম, নৃশংস দিলে অত্যুক্তি হবে না। তার সম্পর্কে যতো গুজব বাজারে প্রচলিত আছে, তার খানিকটাও যদি সত্যি হয় গায়ের লোম দাঁড়িয়ে যাবার কথা। ওর অপরাধের তালিকা দীর্ঘ, কয়েকবার ফাঁসিতে ঝোলালেও শোধ হবার নয়। কিন্তু আইনরক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ নিজেদের প্রাণ বাঁচানোর তাগিতে ওকে কারাদণ্ড দিয়েই ক্ষান্ত হয়েছেন। কারণ ও ধরা পড়লেও দলের অন্যরা বাইরেই রয়ে গেছে। ডাকাতি, খুন, ধর্ষণ এমন কোন কুকর্ম নেই যা তার দল করেনি।

ভোরের আলো ফুটছে ধীরে ধীরে। বাঙ্কে শুয়ে আছে এন্টেরিক, লম্বা হয়ে। হাত দু'টো আড়াআড়িভাবে বুকের ওপর বাঁধা। হ্যাট দিয়ে মুখ ঢাকা। শ্বাস-প্রশ্বাসের তালে তালে চওড়া বুক ওঠানামা করছে। দেখে মনে হয় গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। কিন্তু হ্যাটের নিচে চোখ খোলা, সেলের অপর কয়েদিকে লক্ষ্য করছে। সাপের মতো জ্বলছে এন্টেরিকের চোখ।

ওই কয়েদি একজন বৃদ্ধ। সারা মুখ চুল-দাড়িতে ঢাকা। মুখের খুব অল্পই চোখে পড়ে। বৃদ্ধও তার বাঙ্কে শুয়ে। তার চোখেও ঘুম নেই। এন্টেরিককে দেখছে কম্বলের ফাঁক দিয়ে, দৃষ্টিতে সন্দেহ, সংশয় দুটোই।

অনেকক্ষণ দেখার পর নিশ্চিত হলো, এন্টেরিক ঘুমিয়ে পড়েছে। একটু ইতস্তত: করে কম্বলের তলা থেকে ছোট কি একটা জিনিস

বইঘর.কম

বের করলো সে। এই অন্ধকারেও ওটাকে ফ্যাকাসে শাদা দেখাচ্ছে। ছোটখাট, পাতলা ইঁটের মতো। ওপরের দিকে বেশ কিছু আঁকিবুকি। কয়েক জায়গায় বিশেষ কিছু চিহ্ন, সব কিছু মিলিয়ে বেশ রহস্যময়।

চোরাচাউনিতে আবারো এন্টেরিককে দেখলো বুড়ো, নিঃসাড়ে ঘুমোচ্ছে। এবার আরো নিশ্চিন্ত হয়ে বাকস্কিনের পাউচ থেকে বের করলো খানিকটা শাদা গুঁড়ো। থুতু দিয়ে ভালো করে ভিজিয়ে আটার গুলির মতো বানালো। ইঁটের মতো শাদা জিনিসটার ওপর ভালো করে লেপে দিলো ওই গুলিটা। তারপর আঙুল দিয়ে চেপে চেপে সমান করতে শুরু করলো।

হঠাৎ বন্ধ জানালার ওপাশে কারো চাপা গলা পাওয়া গেল। জমে গেল বুড়ো। তাড়াতাড়ি শাদা জিনিসটা লুকিয়ে ফেললো কম্বলের ভেতর। বাঙ্ক থেকে সন্তর্পণে নেমে পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল দরজার দিকে। সামনেই ব্যালকনি, কিন্তু বুড়োর চোখে পড়লো না কিছুই।

এন্টেরিকও শুনতে পেয়েছে ওই শব্দ। হ্যাটের নিচে তার চোখ খানিকটা বড়ো হলো, কিছুটা যেন বিস্ময়ে ঠোঁটে চিকন হাসি। বুড়ো আবারো ফিরে এলো ওর বিছানায়। একটু ঘাবড়ে গেছে যেন। একবার এন্টেরিকের দিকে দেখছে, আরেকবার দরজার দিকে। চোখে স্পষ্ট শঙ্কা।

জেলখানার ছাদের প্রান্ত ঘেঁষে এক রক্ষী হাঁটছে, ক্লান্ত পদক্ষেপ। সারারাতের ক্লান্তি ভর করছে ওর পায়ে। চোখে ঘুম ঘুম ভাব। কাঁধে রাইফেল ঝুলছে। আকাশ অনেকটা পরিষ্কার

Boighar.com

হয়ে এলেও ছাদের এই প্রান্তে খানিকটা ছায়া ধরে রেখেছে অন্ধকার। ঠিক তার পেছনেই একটা তামাটে হাত খামচে ধরলো ছাদের কিনারা। রক্ষী টের পেলো না কিছুই। আকাশ দেখছে ও। বদলির সময় হয়ে এলো। তারপর বিশ্রাম, সারাদিন।

এক হাতের ওপর ভর রেখে ঝুলে থাকা লোকটা আরেক হাত দিয়ে পকেট থেকে একটা পয়সা বের করলো। ছুঁড়ে দিলো ছাদের আরেক প্রান্তে। ঠুন ঠুন শব্দ তুলে পড়লো পয়সাটা। পাঁই করে ঘুরলো রক্ষী ওদিকে। রাইফেল চলে এসেছে হাতে।

এই সুযোগে দোল খেয়ে নিঃশব্দে ছাদে উঠে পড়লো লোকটা। রক্ষী ওর দিকে পেছন ফিরে আছে। বেড়ালের মতো নরম পায়ে ঠিক ওর পেছনে পৌঁছে গেল লোকটা। ডান হাতে বিশাল ছুরি। লোকটার বাঁ-হাত এক ঝটকায় চেপে ধরলো রক্ষীর নাক-মুখ। ছুরিটা ঢুকে গেল পিঠে। কয়েক মুহূর্ত জোর ছটফট করলো বেচারা, তারপর আস্তে লোকটার হাতের ওপর নেতিয়ে পড়লো। লাশটাকে সাবধানে শুইয়ে দিলো ছাদের ওপর। আবার কিনারায় ছুটে এলো সে। আরো দু'জন ঠিক নিচেই অধীরভাবে দেয়ালের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। দুই সহযোগীকে ছাদে উঠতে সাহায্য করলো লোকটা। মাথা নুয়ে তিনজনেই ছুট লাগালো সামনের দিকে। পুরো ব্যাপারটা ঘটে গেল একেবারে নিঃশব্দে।

তিনজনই ভয়ঙ্কর। চেহারাই বলে দেয়, দয়ামায়া বলে কোন জিনিস নেই ওদের মাঝে। প্রত্যেকের ডান উরুর সাথে একটু নিচু করে বাঁধা হোলস্টারে রিভলভার ঝুলছে। কোমরের বেল্টে গোঁজা ছুরি এবং একটা করে বাড়তি পিস্তল। কাঁধ থেকে

বইঘর.কম

ঝোলানো ক্রসবেল্টে রিভলভার-পিস্তলের গুলি। এরা রিভলভার হাতে বাঁচে, মরে। একমাত্র সোনা ছাড়া পবিত্র কিছুই নেই এদের কাছে।

সামনের বিল্ডিংটা সামান্য উঁচু। বিল্ডিং যখন উঁচু, ছাদ তো উঁচু হবেই। তিনজনই একছুটে এসে পৌছুলো উঁচু ছাদের কিনারায়। সাবধানে মাথা তুললো। দেখলো, আরেকজন রক্ষী হাঁটছে তাদের উল্টো দিকে মুখ করে। বিন্দুমাত্র সাবধানতার ছাপ নেই ওর চলায়। একজন এক ঝটকায় উঠে পড়লো ছাদের ওপর, দৌড়ে ছাদের মাঝামাঝি চিমনির পাশে চলে গেল। রক্ষী টের পায়নি কিছু। ছাদের শেষ প্রান্তে পৌঁছে আবার ঘুরলো এদিকে। চিমনির কাছাকাছি আসতেই লুকোচুরি খেলার ভঙ্গিতে লোকটা অন্যদিকে সরে যেতে লাগলো। রক্ষী চিমনি পার হয়ে আসছে। চিৎকার করে উঠলো লোকটার অন্য দুই সঙ্গী। রক্ষী ছুট লাগালো চিৎকারের উৎসের দিকে। চিমনির পেছন থেকে লোকটা দ্রুত অথচ নিঃশব্দ কয়েকটা পদক্ষেপে পৌঁছে গেল তার পেছনে। লোক দু'জনকে দেখলো রক্ষী, চেঁচাবে বলে মুখ খুললো, কিন্তু কোনো আওয়াজ বেরুলো না। লম্বা ছুরিটা ওর পিঠ দিয়ে ঢুকে হৃদপিণ্ড ছুঁয়েছে। মাথা হেলে পড়লো পেছনে। মুখ খোলা। হাঁটু ভাঁজ হয়ে পড়ে গেল সে, তার কর্তব্য পালন করতে পারলো না। ছুরিটা বের করে লোকটা গার্ডের জ্যাকেটে ভালো করে মুছে ফেললো।

ওর জ্যাকেটের পকেট থেকে বের করলো চাবির গোছা। তারপর বাঁকা হ্যাটখানা ঠিক করে নিয়ে ছুট দিলো। অন্য দু'জনও

Boighar.com

অনুসরণ করলো তাকে। বেড়ালের মতো ক্ষিপ্রগতিতে দৌড়ে ছাদের এক কোনায় পৌঁছুলো ওরা। তাকিয়ে দেখলো নিচে, খোলা ব্যালকনি বিল্ডিংয়ের ভেতর দিকটা ঘিরে আছে। কোনো গার্ড নেই। ছাদ থেকে বড়জোর আট ফুট নিচে হবে ব্যালকনিটা। সতর্কচোখে চারদিক দেখে নিলো একবার। লাফিয়ে পড়লো ব্যালকনিতে, একে একে তিনজনই, প্রায় নিঃশব্দে।

এন্টেরিকের সেল। চাবি ঘোরানোর শব্দে বুড়ো ধড়মড় করে উঠে বসলো বিছানায়। তিন আগন্তুককে দেখে স্পষ্ট বুঝতে পারলো ওদের পরিচয়। প্রত্যেকের চোখে হিংস্রতা, পাশাপাশি খেলা করছে কৌতুক। গানবেল্ট, কোমরে গোঁজা পিস্তল, ছুরি সব বলে দিচ্ছে ওরা ভয়ানক লোক। সবশেষের লোকটা বিশালদেহী। বেল্টের ওপর দিয়ে ভুঁড়ি উপচে পড়তে চাইছে। বাঁ-চোখ থেকে একটা গভীর শুকনো ক্ষত নেমে হারিয়ে গেছে দাড়ির অরণ্যে। এক মাথা কালো চুলে কোনদিন চিরুনির আঁচড় পড়েছে বলে মনে হয় না। গোঁফের দুই প্রান্ত বাঁকিয়ে ওপরের দিকে ওঠানো। ভেস্টে ঘাম ও রক্তের দাগের পাশাপাশি ধুলোর আস্তরণ স্পষ্ট। এক কথায় নাংরা।

উঠে বসলো এন্টেরিক। 'ওয়াল্টার,' গরিলা সদৃশ সহকারীর উদ্দেশে বললো সে, 'কেমন আছো তোমরা।'

'ভালো। আবারো দেখা হলো আমাদের,' বললো ওয়াল্টার।

'কিন্তু,' একটু বিরক্তি প্রকাশ করলো এন্টেরিক, 'এতোদিন লাগলো এখানে পৌঁছতে?'

'তোমার ব্রেন ছাড়া, সব প্ল্যানই কার্যকর করতে দেরি হয়।'

বইঘর.কম

অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো এন্টেরিক 'যা বলেছো!' হাসির সাথে সাথে হাত দিয়ে চাপড় মারছে নিজের উরুতে।

ওয়াল্টারের সহযোগীদের একজন কোমর থেকে বাড়তি রিভলভার খুলে নিয়ে এন্টেরিকের দিকে ছুঁড়ে দিলো। খপ করে ধরলো ও সিলিণ্ডার চেক করলো। গুলিভরা। উঠে দাঁড়ালো এন্টেরিক। আর কোনো কথা না বলে সোজা এগিয়ে গেল বুড়োর দিকে। চোখ জ্বলছে তার। বুড়ো দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে আছে। কাঁপছে ভয়ে। এন্টেরিককে ওর দিকে আসতে দেখে হাসবার চেষ্টা করলো। হাসি এলো না, মুখ বিকৃত হলো শুধু।

এন্টেরিক হাসলো একটু। বুড়োর অবস্থা দেখে হাসছে। কেউ কিছু বোঝার আগেই রিভলভার তুলে একেবারে সামনে থেকে গুলি করলো ওকে। খুব কাছ থেকে গুলি করায় বুড়োর শার্টে আগুন লেগে গেল ক্ষতস্থানের চারপাশে শার্টটা একটু পুড়িয়ে দিয়ে নিভে গেল আগুন। চেঁচানোর সুযোগ পায়নি বুড়ো। গুলি একেবারে হৃদপিণ্ড ভেদ করে দেয়ালে গিয়ে বিঁধেছে। নিঃশব্দে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে সে।

সামনের দিকে ঝুঁকে, বুড়োর শার্টের ভেতরের পকেট থেকে ভাঁজ করা একটা কাগজ বের করলো এন্টেরিক। কম্বলের নিচ থেকে বের করলো শাদা ইঁটের মতো জিনিসটা, ছুঁড়ে দিলো ওয়াল্টারের দিকে, 'জীবন দিয়ে হলেও ওটা রক্ষা করবে, ওয়াল্টার।' মাথাটা ঝাঁকালো একবার এন্টেরিক, তারপর নির্দেশ দিলো, 'চলো এবার যাওয়া যাক।' রওনা হলো সবাই। সবাই নীরব, প্রশ্ন নেই কোনো। এন্টেরিকের হুকুম মানতেই যেন ওদের জন্ম। তবে

Boighar.com

বুড়োকে মেরে ফেলার ব্যাপারটা দুর্বোধ্য ঠেকছে।

এন্টেরিক গুলি করায় চুপচাপ পালিয়ে যাওয়া অসম্ভব হয়ে উঠেছে। তাই আর কোনো সাবধানতা নেই ওদের মধ্যে। ব্যাল-কনি ধরে সিঁড়ির দিকে বুটের শব্দ তুলে ছুটে চললো ওরা। সংকীর্ণ প্যাঁচানো সিঁড়ি। নিচেও বুটের শব্দ। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কম্যাণ্ড শোনা গেল একটা।

তিনজন গার্ড ওদের সামনে পড়লো। সবার হাতে রিভলভার, প্রস্তুত। কিন্তু গুলি ছোঁড়ার সুযোগ পেলো না ওরা। এক ঝাঁক বুলেটের সাথে ধাক্কা খেলো গার্ড তিনজন। ধপাস করে পড়লো সিঁড়ির ওপর। তার আগেই প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেছে। মৃতদেহ টপকে এন্টেরিক সদলে দ্রুত নেমে এলো নিচে। চওড়া বারান্দা। সামনে বড়ো একটা গেট। ছয়জন গার্ড তাড়াতাড়ি ওটা লাগিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে।

গুলি চললো। আওয়াজে কান ফাটার জোগাড়। সব কজন গার্ড মাটিতে লুটিয়ে পড়লো, শেষ হলো না তাদের কাজ। গেট পেরিয়ে এলো সবাই। ডানেই একটা লোহার দরজা। ওপরে লেখা ওয়ার্ডেনস্ অফিস। এন্টেরিক হাত তুলতেই সবাই থেমে গেল। দরজায় টোকা দিলো সে।

ভেতর থেকে ভারি কণ্ঠে প্রশ্ন ভেসে এলো, 'কে? কি হচ্ছে ওখানে?'

'ব্রোড্রিওয়েজ, সিনর,' নরম কণ্ঠে বললো এন্টেরিক, 'একটু গোলমাল হয়েছিল, অবশ্য থেমে গেছে। আপনার কাছে রিপোর্ট করতে পাঠিয়েছে আমাকে।'

বইঘর.কম

কিছুক্ষণ নীরবতা। অধৈর্য হয়ে উঠেছে এন্টেরিকের সাঙাতরা। খানিক পর দরজার গায়ে ওপরের দিকে একটা ছোট্ট প্যানেল খুলে গেল। প্যানেলে ওয়ার্ডেনের মুখটাই শুধু দেখা যাচ্ছে। মধুর করে হাসলো এন্টেরিক এবং সঙ্গে সঙ্গে ওয়ার্ডেনের দুই চোখের মাঝখানে গুলি ঢুকিয়ে দিলো একটা, কিছু বুঝে উঠবার আগেই মারা পড়লো ওয়ার্ডেন। হাসলো এন্টেরিক।

দরজার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো ও। রিভলভারের নল থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে এখনো। ওয়াল্টারের ব্যাণ্ডোলিয়র থেকে গুলি নিয়ে আবার লোড করলো রিভলভারটা। অন্যরাও ভরে নিলো।

স্বল্প বিরতি দিয়ে ফটকের দিকে ছুটলো সবাই ওই একটা মাত্র বাধা সামনে। দু'জন গার্ড পড়লো। অবিশ্রান্ত গুলির শব্দে ওরা হতভম্ব হয়ে গেছে। ওয়াল্টারের রিভলভার গর্জে উঠলো দু'বার। পলক ফেলবারও সুযোগ পেলো না গার্ড দু'জন। খালি বস্তার মতো লুটিয়ে পড়লো ওরা। রক্তে ভিজে গেল মাটি।

গেট খুলে গেল। গার্ড রুমের পেছনে কে যেন ককাচ্ছে শব্দ পেয়েই ছুটলো এন্টেরিক। হাতে উদ্যত রিভলভার। একজন আহত গার্ড। বুকে, কোমরে গুলি বিঁধেছে। রক্তে মাখামাখি পোশাক। হেলান দিয়ে আছে দেয়ালের গায়ে। চোখে ব্যথা ও ভয়ের মিশেল। এন্টেরিককে দেখে হতবাক হয়ে গেছে সে।

গার্ডের কলার চেপে একটু টেনে তুললো এন্টেরিক। রিভলভারের নল চেপে ধরলো কপালের পাশে। মৃত্যুর জন্যে তৈরি হলো গার্ড। চিৎকার করবার শক্তিটুকুও অবশিষ্ট নেই ওর ভেতর।

Boighar.com

অসহায়ের মতো তাকিয়ে আছে এন্টেরিকের কঠোর মুখের দিকে।

ওকে ছেড়ে দিলো এন্টেরিক। মাটিতে পড়ে গেল আবার। ব্যথায় ককিয়ে উঠলো হাসলো ডাকাত, 'তোকে ছেড়ে গেলাম। সবাইকে বলবি, এন্টেরিক আর তার দল কি করেছে! এন্টেরিককে ধরার সাহস যাতে আর কারো কোনদিন না হয়!'

ঘুরেই ছুট দিলো সে, পৌঁছে গেল অপেক্ষমাণ ওয়াল্টারদের কাছে। ওর সহযোগীরা এতোক্ষণে কাছেপিঠে লুকোনো ঘোড়াগুলো নিয়ে এসেছে। এন্টেরিকের প্রিয় ঘোড়াটাও আছে।

লাফ দিয়ে স্যাডলে চাপলো সবাই। ওয়াল্টার জিজ্ঞেস করলো, 'কোনদিকে যাবো, চীফ?'

'এটা একটা প্রশ্ন হলো নাকি, গাধা?' ধমকে উঠলো এন্টেরিক। 'রক্তপাত তো সবে শুরু হলো, এখন প্রতিশোধ নেয়ার পালা।'

পাঁচ

ছোট্ট বাড়ি। কামরা মোটে একটা। খড়ের চালা। একটাও জানালা নেই ঘরে। বিশাল প্রান্তরের এক কোণে পড়ে আছে বাড়িটা। খুব একটা চোখেও পড়ে না। প্রখর সূর্যে জ্বলছে প্রকৃতি। বাড়ির উত্তর দিকে একফালি ছায়ার মধ্যে একটা বাগান। কয়েক গজ দূরে চারটা খুঁটির ওপর একটা খড়ের ছোট্ট চালাঘর চালার নিচে একটা ঘোড়া এবং কয়েকটা মুরগী। একটা হতশ্রী বাকবোর্ডও পড়ে আছে অযত্নে।

'না,' মন্তব্য করলো এন্টেরিক, 'আমাদের ধনী বন্ধু টমাশোর জন্যে এই ম্যানসনটা ঠিক মানানসই হয়নি, কি বলো?'

দূর থেকে দেখছিল সবাই। কারো জবাবের অপেক্ষা না করে এগিয়ে গেল এন্টেরিক। দরজা একটাই, বন্ধ। এন্টেরিক মৃদু টোকা দিলো। খুলে গেল দরজা। সামনেই দাঁড়িয়ে এক সুন্দরী যুবতী। কোলে একটি ছোট্ট শিশু।

এন্টেরিক ও তার দলকে দেখে মহিলার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল ভয়ে। এক ধাক্কায় ওকে সরিয়ে দিয়ে এন্টেরিক ঢুকে পড়লো ভেতরে। অন্যরা অনুসরণ করলো।

Boighar.com

ঘরের ভেতর বেঞ্চে বসে আছে এক যুবক। একহারা ছিপছিপে গড়ন। পশ্চিমের অধিকাংশ খেটে খাওয়া মানুষের মতোই গায়ের রং পোড়া তামাটে। সটান দাঁড়িয়ে গেল ও। থমকে গেছে যেন, মুখ খোলা অথচ কোনো শব্দ বেরুচ্ছে না। চোখে নগ্ন আতঙ্ক। 'মাদার অব গড,' তোতলালো লোকটা, 'এ-এন্টেরিক!'

'এতো তাড়াতাড়ি আমাকে দেখবে আশা করোনি, তাই না, টমাশো?' জিজ্ঞেস করলো এন্টেরিক। তার কণ্ঠ অস্বাভাবিক রকম নম্র। দ্রুত পায়ে এসে পড়লো ওর কাছে এন্টেরিক। সজোরে ঘুষি মারলো টমাশোর মুখে। ছিটকে দেয়ালের গায়ে পড়লো টমাশো। ওখান থেকে নিচে, মেঝেতে। ঝর ঝর করে রক্ত পড়ছে নাক থেকে। হামাগুড়ি দিয়ে ওঠার চেষ্টা করছে।

কিন্তু এন্টেরিকের দুই চ্যালা গিয়ে ধরে ফেললো ওকে। এক-জন চুল ধরে পেছনের দিকে টেনে ধরলো মাথাটা। এতো জোরে টেনে ধরেছে যে, কণ্ঠার হাড় বেরিয়ে পড়তে চাইছে। আরেকজন ওর দু'হাত এক গোছা খড় দিয়ে কষে পিছমোড়া করে বাঁধলো। হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে বসে আছে টমাশো।

টাশ করে চড় কষালো এন্টেরিক। আর্তনাদ করে উঠলো টমাশো।

'টাকার জন্যে,' নরম কণ্ঠে বলে চলেছে এন্টেরিক, 'শুধু টাকার জন্যে এমন কাজ করলে, টমাশো!'

আতঙ্কের প্রথম ধাক্কা সামলে ফেলেছে মেয়েটি। ছুটে এসে দাঁড়ালো এন্টেরিক আর টমাশোর মাঝে। ঠেলে সরাবার চেষ্টা করছে এন্টেরিককে, 'না না, দয়া করো, প্লিজ!' আর্তনাদ করে

বইয়ের কম

উঠলো ও। এন্টেরিকের অন্য দুই চ্যালা ওর দু'বাহু ধরে হেঁচড়ে দেয়ালের কাছে নিয়ে গিয়ে চেপে ধরলো। ডুকরে কেঁদে উঠলো বাচ্চাটা। মেয়েটির হাতেই ধরা আছে ও।

'টাকার জন্যে, কেবল টাকার জন্যে বিশ্বাসঘাতকতা করলে তুমি।' একটু ঝুঁকে এন্টেরিক থুতু ফেললো টমাশোর রক্তাক্ত মুখে। 'আমাকে খাঁচায় পুরতে সাহায্য করলে,' অস্বাভাবিক নরম কণ্ঠে বলছে ও, 'এর চেয়ে বরং মেরে ফেললেই ভালো করতে, টমাশো···' সোজা হয়ে দাঁড়ালো সে '···এবং ওদের জন্যেও ভালো হতো।' মেয়ে ও শিশুটিকে দেখালো ইঙ্গিতে। ওর কথার সাথে মুখভঙ্গির মিল নেই মোটেও।

হঠাৎ টমাশোর স্ত্রীর দিকে ঘুরলো এন্টেরিক। কোলের বাচ্চাটা কাঁদছে এখনো। ভেস্টের পকেট থেকে একটা সোনার বড়ো পকেট ঘড়ি বের করলো। গোপন বোতামে চাপ দিতেই খুলে গেল সামনের ডালা। সেই সঙ্গে শুরু হলো টুংটাং শব্দে কোমল বাজনা। এন্টেরিক চেনের একপ্রান্ত ধরে ঘড়িটা ঝুলিয়ে রাখলো বাচ্চাটার চোখের সামনে। কান্না থেমে গেল ওর সুন্দর খেলনাটা দেখে।

গর্বিত পিতামহের মতো করে একটু হাসলো এন্টেরিক। নরম কণ্ঠে টমাশোর স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলো, 'কতো বয়েস ওর?'

মেয়েটি আতঙ্কে থরথর কাঁপছে। অতি কষ্টে বললো, 'আঠারো মাস।'

'আঠারো মাস,' এন্টেরিক উচ্চারণ করলো, 'আচ্ছা, আমি জেলে যাবার পরপরই ওর জন্ম!' বদলে গেল ওর চেহারা। মুখে

Boighar.com

আবার স্বভাবসুলভ হিংস্রতা ভর করেছে। ঘুরে দাঁড়ালো টমাশোর মুখোমুখি। 'আমাকে ধরিয়ে দেবার পুরস্কার নিয়ে সুন্দর সংসার গড়ে তুলছিলে, তাই না! সুতরাং ওদের ওপর আমারও অধিকার আছে।' কুৎসিত হাসি হাসলো সে, 'আমার অংশ এখনই নিয়ে নেবো।'

এন্টেরিক মাথা ঝাঁকালো ওয়াল্টারকে উদ্দেশ করে। ওর প্রতিটি অঙ্গভঙ্গি বুঝবার এক অসামান্য ক্ষমতা আছে ওয়াল্টারের নিজের বেল্ট থেকে অতিরিক্ত রিভলভারটা নিয়ে একটু ঝুঁকে টমাশোর শূন্য হোলস্টারে গুঁজে দিলো। হাঁটু গেড়ে বসে আছে ও এখনো। সোজা হয়ে ওয়াল্টার মেয়েটার ডান হাতের কব্জি চেপে ধরে টানতে টানতে দরজার দিকে নিয়ে চললো। প্রায় ছেঁচড়ে বাইরে প্রখর রৌদ্রালোকে নিয়ে গেল মেয়েটাকে। বাঁ হাতে শিশুকে আঁকড়ে ধরে আছে মা। চেঁচিয়ে কেঁদে চলেছে শিশু

চিৎকার করে উঠলো টমাশো, 'না, এন্টেরিক, না।' ওরা নির্দোষ। তুমি তো ভালো করেই জানো, ওরা নির্দোষ। দোষ আমি করেছি, আমিই তোমাকে ধরিয়ে দিয়েছি। যা শাস্তি দেবার আমাকেই দাও, ঈশ্বরের দোহাই।' ঝাঁকুনি দিয়ে ছুটবার চেষ্টা করলো ও পাগলের মতো।

কোনো শব্দই যেন এন্টেরিকের কানে ঢোকেনি। চেহারা ভাবলেশহীন। দৃষ্টি যেন অনেক দূরে প্রসারিত।

ঘড়ির ডালাটা আবারো খুললো সে। টুংটাং শব্দে বেজে উঠলো মিউজিক। ঘাড় কাত করে দাঁড়িয়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনছে, চোখ আধবোজা। সঙ্গীতের মাঝে যেন বিভোর হয়ে

বইঘর.কম

গেছে।

বাইরে, চিৎকার করে উঠলো মেয়েটা অসহায়ের মতো। বাচ্চার কান্না ছাপিয়ে বেজে উঠলো ওর কণ্ঠ। তারপর দু'টো গুলির শব্দ। গভীর নৈঃশব্দ্য নেমে এলো বাইরের পৃথিবীতে।

ঘরের ভেতর, এন্টেরিকের ঘড়িটা বেজেই চলেছে। বিভোর ও, কোনদিকেই খেয়াল নেই। হঠাৎ ডালাটা বন্ধ করে দিলো। থেমে গেল টুংটাং শব্দ। টমাশোকে দেখছে এখন। ফোঁপাচ্ছে টমাশো, ভেঙে পড়েছে একেবারে।

'এখন,' নরম কণ্ঠে বললো এন্টেরিক, 'আমার ওপর যথেষ্ট ঘেন্না জন্মেছে নিশ্চয়ই। নইলে খেলা জমবে কি করে!'

ঝাঁকুনি খেয়ে বাস্তবে ফিরে এলো টমাশো। সোজা হয়ে দাঁড়ালো। চোখের পানি শুকিয়ে গেছে। কোটটা খুলে ফেললো এন্টেরিক, ছুঁড়ে দিলো কাছেই দাঁড়ানো এক সঙ্গীর দিকে। অন্য-জনের দিকে তাকিয়ে কি একটা ইশারা করলো। লোকটা তাড়া-তাড়ি ওর গানবেল্ট খুলে দিয়ে দিলো এন্টেরিককে। কোমরে পরলো ওটা।

'তুমি খুব ভাগ্যবান, টমাশো। খুব কম লোকই নিজের ভুল শোধরাবার সুযোগ পায়। আমাকে খুন না করে তুমি ভুল করে-ছিলে। আমি তোমাকে আরেকটা সুযোগ দিচ্ছি।' নির্দেশ দিলো এন্টেরিক, 'ওর হাতের বাঁধন খুলে দাও।'

একজন আউট-ল টমাশোর হাতের বাঁধন কেটে দিলো। অন্য সবাই সরে গেল দেয়ালের দু'ধারে। এন্টেরিক ও টমাশো দাঁড়িয়ে মুখোমুখি। টমাশোর হোলস্টারে রিভলভারটা ঝুলছে,

Boighar.com

বাঁচার খানিকটা আশা হয়ে।

'এখন আমরা প্রস্তুত,' বললো এন্টেরিক। সোনার পকেট ঘড়িটা তার এক চ্যালার হাতে দিলো। 'ঘড়িটা খুললেই টুংটাং মিউজিক শুরু হবে,' প্রতিযোগিতার নিয়মাবলী বলছে যেন, ঘণ্টা-ধ্বনি শেষ হওয়ামাত্র আমরা শুরু করবো।' টমাশোর দিকে তাকালো এন্টেরিক কৃত্রিম উদ্বেগ নিয়ে। 'পারবে তো, টমাশো? তোমার চেহারা অবশ্য ভালো দেখাচ্ছে না!'

কোনো জবাব দিলো না ও। কিন্তু চোখে ফুটে উঠেছে স্পষ্ট ঘৃণা। হাসির দমকে কেঁপে কেঁপে উঠলো এন্টেরিক, 'বাঃ এইতো! এবার জমবে খেলা।' হঠাৎ করে হাসি থেমে গেল ওর। মুখে আবার সেই হিংস্রতা ফিরে এসেছে। নড করলো এন্টেরিক। ঘড়ির ডালা খুলে গেল, শুরু হলো মিউজিক।

টুংটাং স্বরে ঘণ্টা বাজছে। ঘাম জমে উঠেছে টমাশোর রক্তাক্ত মুখে। ক্রমশ ধীর হচ্ছে ঘণ্টার লয়। একসময় থেমে গেল। মুহূর্তে সব কিছু জীবন্ত হয়ে উঠলো আবার। ঘণ্টা সম্মোহিত করে রেখেছিল যেন সবাইকে।

ঘৃণা এবং বাঁচবার আপ্রাণ চেষ্টা টমাশোর মধ্যে এনে দিয়েছে প্রচণ্ড গতি দ্রুত গতিতে রিভলভার তুললো ও হোলস্টার থেকে। কিন্তু এই গতিও যথেষ্ট নয় এন্টেরিকের তুলনায়। দুটো গুলি প্রায় এক সঙ্গে হলো। এন্টেরিকেরটা টমাশোর হৃদপিণ্ড ভেদ করে গেছে। ধপাস করে পড়লো ওর দেহ। আক্ষেপে কেঁপে উঠলো কয়েকবার। তারপর, সব শেষ। এন্টেরিক হোলস্টারে রাখলো রিভলভার। টমাশোর গুলি লেগেছে মেঝেতে। এন্টেরিকের

বইঘর.কম

চেহারা আবার ভাবলেশহীন। দৃষ্টি ফাঁকা।

হঠাৎ ধমকে উঠলো, 'আউট, আউট! লাশটাকে বাইরে নিয়ে যাও।'

মাথা নিচু করে নির্দেশ পালন করতে লেগে গেল সবাই। টমাশোর দু'হাত ধরে দু'জন টেনে নিয়ে চললো বাইরে। এণ্টেরিক বেঞ্চের ওপর বসলো ধপ করে। দ্রুত হয়ে গেছে ওর শ্বাস-প্রশ্বাস। বিশাল দেহটা কাঁপছে থিরথির।

একটু বাদে শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে এলো। উপুড় হয়ে সামনের টেবিলে মাথা ঠেকিয়ে রেখেছে এণ্টেরিক। মাথার ওজন বইতে পারছে না যেন। কি এক রক্তের নেশা তাড়া করে ফিরছে ওকে। ওয়াল্টার ঢুকলো ঘরে, একেবারে নিঃশব্দে। কাগজে তামাক পেঁচিয়ে একটা সিগারেট বানিয়ে গুঁজে দিলো এণ্টেরিকের দু'ঠোঁটের ফাঁকে। ধরিয়ে দিলো ওটা দেশলাই দিয়ে। তারপর যেমন এসেছিল, তেমনি বেরিয়ে গেল।

সিগারেট পুড়তে পুড়তে ঠোঁটে ছ্যাঁকা লাগতেই সম্বিত ফিরে পেলো এণ্টেরিক। উঠে দাঁড়ালো। ফেলে দিলো সিগারেটটা। নতুন জন্ম হয়েছে যেন ওর। বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। সবাই অপেক্ষা করছে ওর জন্যে।

'চলো,' নির্দেশ দিলো এণ্টেরিক, 'এখন আমাদের হেড কোয়ার্টারে যাবো। সবাইকে খবর দাও। নতুন কাজ আছে।'

'নতুন কোন প্ল্যান, চীফ?' জিজ্ঞেস করলো ওয়াল্টার।

'অবশ্যই। এবারের অভিযান আমাদের ধনীলোক বানিয়ে দেবে। এতো ধনী যে তোমরা কখনো স্বপ্নেও ভাবতে পারবে

Boighar.com

না।'

ছুটলো সবাই খুরের শব্দ তুলে। পেছনে পড়ে রইলো টমাশো, ওর স্ত্রী এবং শিশু সন্তানের মৃতদেহ।

বইঘর.কম

ছয়

এন্টেরিকের পালানোর খবর গোটা এলাকায় দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়লো টেলিগ্রাফের টরে-টক্কা আর বিভিন্ন এলাকার যাত্রীদের মুখে জেল হত্যার কাহিনী। ছড়াতে থাকলো চারদিকে ভীতি, আশঙ্কা সবাইকে গ্রাস করলো। ব্যবসায়ীদের কেউ কেউ দোকান-পাট বন্ধ করে দিলো। আবার অনেকে অস্ত্রধারী গার্ড ভাড়া করেও ভয়ে ভয়ে দিন গুনতে লাগলো। র‍্যাঞ্চাররা ঘর থেকে বেরুচ্ছে না আর। সবাই নিজ নিজ এলাকা ও লোকজন সামলাবার চেষ্টা করছে।

জেলখানার গার্ডদের মৃতদেহ কবর দেয়ার আগেই এন্টেরিককে ধরিয়ে দেবার জন্যে পুরস্কার ঘোষণা করে পোস্টার ছাপা হলো। পুরস্কার দশ হাজার ডলার। জীবিত বা মৃত। তার ক জন সাঙ্গ-পাঙ্গের জন্যেও পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। তবে ওদের পরি মাণ এন্টেরিকের তুলনায় অনেক কম। একশ-দেড়শ মাইলের ভেতর প্রতিটা শহরের দেয়ালে দেয়ালে সাঁটা হয়েছে পোস্টার। তাতে এন্টেরিকের ছবি পাগলের মতো হাসছে।

লস গ্যালোস-এর শেরিফ শেষ পোস্টারটা লাগিয়ে অফিসের

দিকে ফিরছেন। দরজার কাছাকাছি পৌছার পর তাঁর চোখে পড়লো, কে যেন শহরে আসছে উত্তর দিক থেকে। খেয়াল করলেন, ঘোড়সওয়ারের মুখ দাড়ি-গোঁফে ঢাকা। বেশ দীর্ঘদেহী একহারা গড়ন। গায়ে বাদামী রঙের পনচো। ঘোড়াটা একটা চমৎকার বে। খুরের ওপরে খানিকটা অংশ শাদা। শেরিফ আরো কিছুক্ষণ লোকটাকে দেখে মাথা ঝাঁকিয়ে ঢুকে পড়লেন অফিসে।

লোকটা সদ্য সাঁটা পোস্টারগুলো দেখছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। ঘোড়া থেকে নামলো একলাফে। চোখ জ্বল জ্বল করছে, ঠোঁটের কোণে হাসি।

সিগার বের করলো পকেট থেকে। সাবধানে ধরালো। সিগারে টান দেবার ফাঁকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে পোস্টারে ছাপা ছবিগুলো। মনের মধ্যে গেঁথে নিলো। তারপর পা বাড়ালো শেরিফের অফিসের দিকে। হঠাৎ মত পরিবর্তন করে ধুলোভরা রাস্তা মাড়িয়ে চললো সেলুনের দিকে। হিচরেইলের সাথে বাঁধা অনেকগুলো ঘোড়া। ওর ঘোড়াও বাঁধলো সেখানে। কোন তথ্য, তা যা-ই হোক, জানার জন্যে সেলুনই আদর্শ জায়গা।

লস গ্যালোস থেকে চল্লিশ মাইল দূরে, কর্নেল হ্যারল্ড উইলসনও তাঁর বড়ো কালো ঘোড়াটা বেঁধে রাখলেন হিচরেইলের সাথে। নতুন একটা পোস্টার দেখে এগিয়ে গেলেন ওটার দিকে। চমকে উঠলেন উইলসন। চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠলো। রীতিমতো অস্বাভাবিক দেখাচ্ছে ওঁকে। পুরস্কারের অঙ্কের দিকে নয়, যার জন্যে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে তারই ছবির দিকে চোখ তাঁর।

বইঘর.কম

এই সেই মুখ যাকে একবার দেখবেন বলে কর্নেল মাইলকে মাইল পাড়ি দিয়ে চলেছেন। রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে এই মুখ।

ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর খুব ব্যস্ত। সামনে বসা এক কর্মচারীকে বলছেন, 'হিসেবে গরমিল আছে। তুমি বরং এটা মিলিয়ে দেখো আরেকবার ' লেজারটা ঠেলে দিলেন সামনের দিকে।

মাথা ঝাঁকিয়ে বিদায় নিলো কর্মচারী। এমন সময় ডিরেক্টর দেখলেন, ফ্রককোট পরিহিত দীর্ঘদেহী এক লোক ঢুকছে তাঁর চেম্বারে। লোকটার কাপড়-চোপড়, ভঙ্গি সবই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন তিনি। সন্তুষ্ট হলেন আগন্তুককে দেখে।

'গুড আফটারনুন, স্যার। কি সাহায্য করতে পারি?'

'আমার নাম উইলসন, হ্যারল্ড উইলসন।'

'ওঃ, কর্নেল উইলসন! আসুন, আসুন!' সৌজন্যের পরাকাষ্ঠা দেখালেন ডিরেক্টর। উঠে গিয়ে বন্ধ করে দিলেন চেম্বারের দরজা। 'ভার্জিনিয়া থেকে আসছেন, তাই না?'

'ক্যারোলাইনা,' শুদ্ধ করে দিলেন কর্নেল।

'তাই, ক্যারোলাইনা। আমি আগেই খবর পেয়েছি, আপনি আসছেন। টাকা-পয়সার ব্যাপারে কি যেন আলাপ আছে আপনার···

মাথা ঝাঁকালেন কর্নেল অনুমোদনের ভঙ্গিতে। ডিরেক্টর আবারো বললেন, 'বসুন, স্যার, বসুন। সিগার?'

ডিরেক্টর নিজেও বসতে গেলেন চেয়ারে, তড়াক করে দাঁড়িয়ে পড়লেন আবার। দরজা খুলে কে যেন উঁকি দিচ্ছে। 'দুঃখিত,' কর্নেলকে উদ্দেশ করে বললেন, তারপর ডাকলেন লোকটাকে,

Boighar.com

'এসো, হ্যারী।' চেম্বারে ঢুকলো লোকটা। চেম্বারের পেছন দিকে বড়োসড়ো একটা সেফ। ডিরেক্টর এক গোছা চাবির মধ্য থেকে একটা বেছে নিয়ে খুললেন সেফের দরজাটা। এক ট্রে ভর্তি সোনার টুকরো বের করে দিলেন হ্যারীকে। তারপর দরজা বন্ধ করে আবার বসলেন চেয়ারে।

'কি সাহায্য করতে পারি, কর্নেল?' জিজ্ঞেস করলেন ব্যাংকার।

'আমি একটা প্রথম শ্রেণীর ব্যাংক খুঁজছি।'

থমকে গেলেন ডিরেক্টর। একটু ইতস্ততঃ করে বললেন, 'আমার ব্যাংককে আপনি প্রথম শ্রেণীর ব্যাংক বলতে পারেন।'

'না, এই এলাকার সবচেয়ে বড়ো এবং নিরাপদ ব্যাংক।'

'কর্নেল, আমার ব্যাংক সব দিক থেকেই নিরাপদ। যে কোন অঙ্কের টাকা আপনি এখানে রাখতে পারেন।'

'কোন সন্দেহ নেই তাতে,' বললেন কর্নেল, 'কিন্তু ধরুন, আমি একজন ডাকাত···'

মুখ শুকিয়ে আমসি হয়ে গেল ডিরেক্টরের। চোখে-মুখে শঙ্কা। প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন, 'ডাকাত!' বড়ো করে ঢোক গিললেন। ভয়ে ভয়ে তাকালেন সেফের দিকে।

'ভয়ানক ডাকাত,' বললেন কর্নেল, 'এখন ধরুন, এরকম অবস্থায় কোন ব্যাংকটা সবচেয়ে বেশি নিরাপদ, এই এলাকায়?'

আশ্বস্ত হলেন ডিরেক্টর। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'এক্ষেত্রে আমি এল পাসো ব্যাংকের কথাই বলবো। এমনকি এন্টেরিকও ওই ব্যাংক ডাকাতির কথা চিন্তা করতে পারবে না। এটাকে ব্যাংক বললে ভুল বলা হবে। বরং একটা দুর্গ বলা যায়।

বইঘর.কম

উঠে দাঁড়ালেন কর্নেল, 'এল পাসো যাবার ট্রেন বোধ হয় পাওয়া যাবে এখনো।' হাত বাড়ালেন ডিরেক্টরের দিকে, 'সাহায্যের জন্যে ধন্যবাদ। যা জানতে চেয়েছিলাম, জানা হয়ে গেছে।'

হাত মেলালেন ডিরেক্টর, 'এটাই আমার কাজ কর্নেল। যাই হোক, আমি এল পাসোর ব্যাংক ম্যানেজারকে আপনার কথা জানিয়ে দেবো, কেমন!'

সকালের সূর্যের আলোয় এল পাসো ঝলমল করছে। সূর্যাতপের প্রখরতা বাড়েনি এখনো। ঘোড়ায় চড়ে অজ্ঞাতনামা লোকটা ঢুকলো শহরে। তার জানা শহরগুলোর মধ্যে এটাই বড়ো। বেশ ক'টা উঁচু দালান। কাঠামোও বেশ মজবুত। সকালের এই সময়ে রাস্তাটা মোটামুটি ফাঁকা বললেই চলে।

তামাটে চেহারার কয়েকটা ছেলে রাস্তার ধুলোয় খেলাধুলা করছে। ওদের চোখে পড়লো, নতুন একজন লোক ঢুকছে তাদের শহরে। একটা ছেলে ছুটে এলো ওর দিকে। পালের মধ্যে ওই বড়ো, দেখে মনে হয়, একটু চালাক-চতুর। জোরেশোরে কথা বলা শুরু করলো ও, 'হেই, মিস্টার, ক্যাপ্টেন, জেনারেল, স্বাগতম। স্টেবল লাগবে, ঘোড়া রাখার জন্যে? সুন্দর রুম? আমার নাম ফার্নান্দো। এখানেই স্টেবল আছে, আর হোটেলটা ওই ওখানে,' বলে একটু সামনের দিকে দেখালো।

শিকারী নীরবে রাস্তাটা দেখলো আরেকবার। তাকে যে হোটেলটা দেখিয়েছে ছেলেটা, ঠিক তার বিপরীতে আরেকটা হোটেল। ছেলেটার দিকে তাকালো ও, 'ওই হোটেলে থাকা যায় না?'

Boighar.com

ছেলেটা হতাশার ভঙ্গি করলো, 'ওটা পছন্দ হবে না আপনার। তেলাপোকার সাথে যুদ্ধ করেই সারারাত কাটাতে হবে ওখানে।'

'তাই ?' হালকাভাবে বললো শিকারী।

'তাছাড়া, এই হোটেলে ভাড়াও খুব কম···

'তাছাড়া, এই হোটেল তোমাকে ভালো পয়সা দেয় দালালীর জন্যে, তাই না ?'

একটুও লজ্জা পেলো না ছেলেটা। মাথা ঝাঁকালো, 'যাই বলুন না কেন।' এবার একটু গলা নামিয়ে বললো, 'তবে এই হোটেলের মালিক একজন মহিলা এবং যুবতী।'

'বিবাহিতা ?'

'হ্যাঁ, কিন্তু তাতে কিছুই আসে যায় না। অতিথি সেবার জন্যে মহিলা তার স্বামীকেও পাত্তা দেন না।'

ঘোড়া থেকে নামলো শিকারী। স্যাডল ব্যাগটা নিয়ে বাঁ কাঁধের ওপর ফেললো। ঘোড়ার লাগাম ধরিয়ে দিলো ফার্নান্দোর হাতে। 'ভালো করে দলাই-মলাই করতে বোলো, কিছু ওটও যেন দেয় খাবার জন্যে।'

রাস্তার অপর প্রান্তের ভবনটা একবার দেখলো ও। বেশ বড়ো, চারকোনা। শাদা রং। জানালা দরজায় মোটা মোটা শিক। দেখে মনে হবে জেলখানা। কিন্তু ভবনশীর্ষে বড়ো বড়ো অক্ষরে লেখা 'ব্যাংক অভ এল পাসো'।

ফার্নান্দো লোকটার দৃষ্টি অনুসরণ করছে, বললো, 'ওটা ব্যাংক, স্যার। কিছু টাকা পেলেই আমি ওই ব্যাংকে রাখবো।'

শিকারী এবার ফার্নান্দোকে দেখলো ভালো করে। ছেলেটা

বইঘর.কম

এঁচড়ে পাকা। তবে এধরনের ছেলেরা তাই হয়। রাস্তায় রাস্তায় ঘোরা, নতুন কেউ এলে তার সেবা করে কিছু পয়সা রোজগার, এটাই এদের ধান্দা। ওর চোখে-মুখে বুদ্ধির ঝলক। 'ব্যাংকে টাকা রাখতে হলে, ফার্নান্দো, আগে তোমাকে আয় করতে হবে।' বলে পনচোর ভেতর হাত ঢুকিয়ে একটা পঞ্চাশ সেন্টের নতুন মুদ্রা বের করে আনলো সে।

আরো কাছে এগিয়ে এলো ফার্নান্দো। ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলো, 'কাকে, মারতে চান, স্যার?'

শিকারীর শক্ত ঠোঁটে হাসি ছড়িয়ে পড়লো, 'শহরে নতুন কোন লোক দেখা মাত্রই আমাকে খবর দেবে।'

'ওই হোটেলটা দেখুন,' উল্টোদিকের হোটেলটা দেখালো ফার্নান্দো। কিন্তু এর মধ্যেই পঞ্চাশ সেন্টের মুদ্রাটা প্রায় ছিনিয়ে নিলো ও।

ধীরে মাথা ঘোরালো শিকারী। ফ্রককোট পরিহিত লম্বা এক লোক বারান্দায় দাঁড়িয়ে। রাস্তার এদিক-ওদিক দেখছে। ভাব দেখে মনে হচ্ছে, নতুন লোক, শহরটা চেনার চেষ্টা করছে। কিছুক্ষণ পর ঢুকে গেল হোটেলের ভেতর, ঋজু ভঙ্গিতে। হাঁটার ঢং বিউগল ও ড্রামের তালের কথা মনে করিয়ে দেয়।

ফার্নান্দো যোগ করলো, 'ওই হোটেলেই উঠেছেন ভদ্রলোক। এই শহরে নতুন, অন্তত: আমার চোখে আগে আর পড়েননি।' হাসলো ও, 'কোন রুমে আছেন এটাও জানতে চান নিশ্চয়ই।' দেখলো, লোকটার চোখ ছোট হয়ে এসেছে, মুখে হাসি নেই। চট করে বললো, 'না, এর জন্যে আর কোন পয়সা দেয়া লাগবে

Boighar.com

না। দোতলায়, ঠিক ফ্রন্ট ডোরের ওপরের রুমটাই ওর।'

'চারদিকে চোখ রাখো, ভালো করে,' শীতল কণ্ঠে নির্দেশ দিয়ে নিজের হোটেলের দিকে রওয়ানা হলো শিকারী। মুখে আবার কাঠিন্য ফিরে এসেছে। ফার্নান্দো ওকে চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। ফ্রককোট পরা আগন্তুকের ভাবভঙ্গি সুবিধের নয়। সে-ও ব্যাংক অভ এল পাসোর দিকে তাকিয়েছিল। কাকতালীয় ব্যাপার হতে পারে, তবু নজর রাখতে হবে।

হোটেল ডেস্কের পেছনে দাঁড়ানো এক মহিলা। মাথার চুল তামাটে। চোখে পড়বার মতো দেহ। লেজারে কিছু লিখছে। তার কালো সিল্কের গাউনটার নেকলাইন বেশ নিচে। তার ওপর একটু ঝুঁকে থাকায় ভেতরের অনেকটাই দেখা যাচ্ছে।

নিঃশব্দে হোটেলে ঢুকলো অজ্ঞাতনামা শিকারী। মেয়েটা টেরও পায়নি কেউ এসেছে। ওর হাতের কাছেই একটা ঘণ্টা। ওটা বাজালো শিকারী। চমকে উঠলো মেয়েটা। পেছনের দরজা ঠেলে বেরিয়ে এলো এক লোক। ছোট মুখ, স্টীল রিমের চশমা চোখে। হাতে ঝাড়ন। তাড়াতাড়ি ডেস্কটা একবার ঝেড়ে নিলো লোকটা।

'কোন সাহায্য?' জিজ্ঞেস করলো। ওর ধারনা আগন্তুক 'না' বলবে।

'ইয়েস,' নিরুত্তাপ কণ্ঠে বললো শিকারী, 'একটা রুম চাই। ঠিক আপনার এই ডেস্কের ওপরেরটা।'

'দুঃখিত,' বোঝা গেল এই লোকটাই হোটেলের মালিক, 'ওই রুমে লোক আছে। আসলে, গোটা হোটেলে একটা কামরাও খালি নেই। তবে যেটার কথা বললেন, ওটাই আমাদের সেরা।'

বইঘর.কম

অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে শিকারী হোটেল মালিকের দিকে, 'কে আছে?'

একটু ঘাবড়ে গেল হোটেল মালিক আগন্তুকের দৃষ্টিতে। চট করে বললো, 'মেরী, রেজিস্টারটা দেখ তো!'

মেয়েটা প্রথম থেকেই বেশ আগ্রহভরে দেখছিল আগন্তুককে। লোকটার ফিগার বেশ আকর্ষণীয় এবং যে কোন মেয়ের চোখে লাগবার মতো। ইচ্ছের বিরুদ্ধে নড়লো নিজের জায়গা থেকে ও। নিচের শেলফ থেকে মোটা রেজিস্টারটা তুলছে। কিন্তু যতোটুকু সময় লাগার কথা, তার চেয়েও বেশি সময় নিচ্ছে উঠতে। আগন্তুককে ওর অনাবৃত বুকের অনেকখানি দেখার সুযোগ দিলো ও। তারপর উঠলো ধীরে ধীরে। ডেস্কের ওপর রাখলো রেজিস্টার। খুলে দেখে বললো, 'সিনর মার্টিনেজ।'

'দেখুন,' বললো হোটেল মালিক। বেশ খুশি খুশি ভাব ওর, 'সিনর মার্টিনেজ আছেন ও কামরায়। সুতরাং···'

শিকারী প্রায় ছিনিয়ে নিলো রেজিস্টার মেয়েটার হাত থেকে। কলমদানি থেকে কলমটা নিয়ে এন্ট্রি বুকে লেখা মার্টিনেজের নামটা কেটে দিয়ে বললো, 'এখন এ ঘর খালি হয়ে গেছে।'

হোটেল মালিকের চেহারায় কালো ছায়া নামলো, 'রুমটা ভাড়া দেয়া হয়ে গেছে, আগেই বললাম তো। নাম কাটলে কি হবে!'

'ওটা আপনার বোঝার দরকার নেই। ধরে নিন, ঘর খালি হয়ে গেছে।' শান্ত কণ্ঠে বললো অজ্ঞাতনামা।

কাঁধের ওপর স্যাডল ব্যাগটা আবার তুলে দিয়ে ওপরে ওঠার সিঁড়ির দিকে রওয়ানা হলো ও। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে গেল।

Boighar.com

নিষ্ফল আক্রোশে ডেস্কের ওপর মুষ্ট্যাঘাত করলো মালিক। লাফিয়ে উঠলো ঘণ্টাটা। বিকৃত হয়ে গেল মালিকের চেহারা, 'একেবারে পশু, পশু লোকটা!'

কিন্তু ওর স্ত্রী হাসলো। স্বপ্নাতুর কণ্ঠে বলতে লাগলো, 'কী লম্বা। কী সুন্দর দেখতে! হাতগুলো যে বেশ শক্তি ধরে, বোঝাই যায়। যে কোন মেয়ে ওই দুই হাতের বেষ্টনীতে স্বর্গসুখ পাবে!' স্বামীর দিকে তাকালো মেয়েটা, 'ও একটা পুরুষ, সত্যিকার পুরুষ মানুষ।'

'শয়তান মেয়ে! আবার তোর লোভ জেগেছে!' দাঁতে দাঁত চেপে বললো হোটেল মালিক। ওর কথায় পাত্তা দিলো না মেয়েটা। এখনো স্বপ্ন দেখছে যেন।

ওদের মাথার ঠিক ওপরেই কাঠের মেঝেতে আচমকা শুরু হলো দুমদাম শব্দ। একটা চেয়ার উল্টে পড়লো। ছুটছে কেউ ঘরময়। আর্তনাদ করে উঠলো একজন, আতঙ্কে বা ব্যথায়। সিঁড়িতে ছুটন্ত পায়ের শব্দ। দুমদাম করে নামছে একটা লোক। ভয়ে শাদা হয়ে গেছে মুখ। শার্টের বোতাম লাগানো হয়নি, উড়ছে পেছনে পতাকার মতো। ছুটতে ছুটতেই একটা কার্পেটের ব্যাগ গোছাচ্ছে লোকটা।

ডেস্কের ওপর প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়লো লোকটা, 'প্রোপ্রাইটর, আমার বিল! তাড়াতাড়ি! ভাগতে হবে আমাকে, তাড়াতাড়ি!' ভয়ে ভয়ে তাকালো আবার সিঁড়ির দিকে।

হোটেলের মালিক সাহস যোগানোর চেষ্টা করলো, 'মিঃ মার্টিনেজ, আপনার যাবার দরকার নেই। কালই শেরিফ আসছেন।

আমি একটা ব্যবস্থা···

'কোন কথা শুনতে চাই না। আমার বিল!' কাঁদো কাঁদো হয়ে গেছে ওর চেহারা, 'আমি আর এক মিনিটও থাকতে পারবো না এখানে।' অনুনয়ের ভঙ্গিতে বললো, 'মেরী, প্লিজ! তোমার স্বামী বুঝতে পারছে না ব্যাপারটা। আমার বিল দাও।'

'কিন্তু, মিঃ মার্টিনেজ,' আবারো বোঝাবার চেষ্টা করলো হোটেল মালিক, 'আমি বলছি সব ঠিক হয়ে যাবে। ওকে ভয় পাবার কিছু নেই। আমি আপনাকে অন্য একটা রুম দিচ্ছি, সেরা রুম।'

সজোরে ঘুষি মারলো মার্টিনেজ ডেস্কের ওপর, 'বলছি তো, আমার বিল চাই। কোন রুম চাই না। এক মিনিটও থাকার উপায় নেই, আমাকে এই শহর ছাড়তে হবে।'

'সিনর মার্টিনেজ?'

পাঁই করে ঘুরলো মার্টিনেজ। সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আছে দীর্ঘদেহী লোকটা। 'ই···ই···য়েস। কি·· কিছু বলবেন আমাকে?'

'এই যে,' ফ্লানেলের একটা পায়জামা ছুঁড়ে দিলো ওর দিকে শিকারী, 'আমি এরকম কাপড় পরি না।'

ধরে ফেললো মার্টিনেজ, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো, 'ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ, আপনাকে।'

ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলো শিকারী। স্যাডল ব্যাগ থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজ বের করলো। খুলে মেলে দিলো বিছানার ওপর। পোস্টার। এন্টেরিক চেয়ে আছে পোস্টার থেকে। আগ্রহভরে দেখছে ও এন্টেরিকের মুখ।

Boighar.com

বিড় বিড় করে বলছে, 'ইউ, সুইট হার্ট। একটা বুলেট আমাকে দশ হাজার ডলার এনে দেবে, মাত্র একটা বুলেট। এতোদিনে বিধাতা মুখ তুলে চেয়েছেন।'

উল্টোদিকের হোটেলে নিজের রুমে বসে কর্নেল উইলসন রিভলভার, রাইফেল সব যত্নের সাথে পরিষ্কার করছেন।

সাত

আউট ল'দের ঘাঁটি সাধারণতঃ বেশ গোপন জায়গাতেই থাকে। কিন্তু এণ্টেরিকের হেডকোয়ার্টার এর ব্যতিক্রম। সবাই তার ঠিকানা জানে। তবে ধারে কাছে যাবার সাহস নেই কারো। বড় জোর দূর থেকে দেখিয়ে দিতে পারে। ঘাঁটির কাছাকাছি যাওয়া আর আত্মহত্যা করা একই কথা।

এণ্টেরিকের হেডকোয়ার্টারটা এককালে মিশন ছিলো। মিশনের নিরীহ পাদ্রীদের নির্বিচারে হত্যা করে দখল করেছে ওটা। মিশনারীদের মরদেহ সমাহিত করবার কোন সুযোগ দেয়নি কাউকে। সব ক'টা লাশ নেকড়েদের ভোগে লেগেছে। চ্যাপেলের মূল প্রার্থনা কক্ষটি বেশ বড়োসড়ো। ওটা এখন ডাকাত দলের ডাইনিং হল, মিটিং রুম এবং আড্ডা মারার জায়গা। দোতলার ছোট ঘরগুলো ওদের বেডরুম।

চ্যাপেল এখন ডাকাতে গিজ গিজ করছে। এণ্টেরিক জেল পালিয়ে ফিরে আসার পর ওদের মধ্যে আবার সাড়া পড়ে গেছে। ওর অবর্তমানে দলটা ঝিমুচ্ছিল। এণ্টেরিকের খুব বিশ্বাসভাজন সাগরেদদের মধ্যে তিরিশজনের বেশি ইতিমধ্যেই পৌঁছে গেছে

আড্ডায়। অন্যরা আসার পথে। সবাই হৈ চৈ করছে, দলনেতার মুক্তির জন্যে উৎসব পালন করছে যেন।

বিশাল সেন্টার টেবিলের ওপর একটা আধ পোড়া, আধাসেদ্ধ গরুর রান পড়ে আছে আস্ত। সেই সঙ্গে অনেকগুলো রুটি। কোন রকম থালা বাসনের বালাই নেই। আউট-ল'দের প্রত্যেকেই তাদের হান্টিং নাইফ দিয়ে রান থেকে মাংস কেটে নিচ্ছে। তারপর মদে চুবিয়ে মজা করে খাচ্ছে। একই সঙ্গে মুখে পুরে দিচ্ছে রুটির বড়ো বড়ো টুকরো। ওদের খাওয়ার ধরন শুধু মাত্র পশুর খাওয়ার সাথেই তুলনা করা যায়। কোন ডাকাতি বা খুনের গল্প করছে ওরা। হেসে উঠছে মাঝে মাঝে, তাদের শিকারদের কথা স্মরণ করে। কেউ বা আবার নতুন ধরনের নির্যাতনের প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করেছে, বলছে সে কথা। আবার কে কোথায় কয়জন মেয়েকে ধর্ষণ করেছে তার সরস বিবরণ দিচ্ছে সঙ্গীদের কাছে।

এরকম পরিবেশে আবার কারো কারো নতুন কোন খেলা মাথায় চড়ে বসে। একজন ডাকাত হঠাৎ তার ছুরিটা ফলায় ধরে সঙ্গীকে বললো, 'দ্যাখো।' বলেই ছুঁড়ে দিলো ছুরিটা। একটা বড়ো ওক কাঠের চেয়ারের হেলান দেয়ার জায়গাটার একেবারে ওপরের ডানদিকে গেঁথে গেল। থর থর করে কাঁপছে ছুরি। এক-জন বসেছিল চেয়ারে। ছুরিটা ঠিক তা'র গলার কয়েক ইঞ্চি বাঁয়ে গেঁথেছে। ওর মুখে ছিলো শুকনো রুটি। আটকে গেল গলায়। খক খক করে উঠলো সে। একটু সামলে নিয়ে গালি বর্ষণ করলো সঙ্গীর উদ্দেশে, 'হারামজাদা, হাতের টিপ দেখাবার আর কোন জায়গা পাওনি!' লাফ দিয়ে উঠলো, নিজের ছুরিটা তুলে নিলো।

বইঘর.কম

ছুঁড়তে যাবে, ঠিক এমন সময় অন্যরা ছুটে এসে কেড়ে নিলো সেটা।

এন্টেরিক একটু উঁচু মঞ্চের মতো জায়গায় আধশোয়া হয়ে পড়ে আছে। চোখ আধবোজা, কি এক চিন্তায় ডুবে আছে। নিজের মধ্যেই বিভোর হয়ে আছে ও। হলরুমের মধ্যে ওর সঙ্গী সাথীদের হৈ চৈ ঝগড়া ঝাটি কিছুই স্পর্শ করছে না। স্বপ্ন ভঙ্গ হলো ওর, উঠে বসলো। চার্চের বাইরে ঘোড়ার খুরের শব্দ। তারপর স্পারের শব্দ তুলে হলরুমে ঢুকলো গাট্টাগোট্টা এক লোক। গালভরা হাসি, হাত তুলে আছে স্যালুটের ভঙ্গিতে।

'হ্যালো, ফ্রেণ্ডস। হ্যালো, এন্টেরিক, তোমার পালানোর খবর শুনে কি যে খুশি হয়েছি! ছুটতে ছুটতে চলে এসেছি এখানে, একটা মিনিটও সময় নষ্ট করিনি। এন্টেরিকের খবর পেলে ক্রেগ তো আর দেরি করতে পারে না…'

কথা থামিয়ে ক্রেগ টেবিল থেকে এক টুকরো রুটি তুলে নিয়ে মুখে পুরে দিলো। বেশ মজা করে চিবুচ্ছে। এন্টেরিক নিরবে দেখছে ওর কাণ্ড, চেহারায় বিশেষ কোন ভাবান্তর নেই।

'সানো কোথায়? তোমার সাথেই তো থাকার কথা ওর,' বললো এন্টেরিক।

কোনরকমে তাড়াতাড়ি রুটিটা গিলে ফেললো ক্রেগ। গলায় বেধে যাবার উপক্রম হলো। নিরুপায় ভঙ্গিতে হাত ছড়িয়ে দিলো ও। বললো, 'সানোর জন্যে অপেক্ষা করছো! তাহলে আরো চার বছর অপেক্ষা করতে হবে। জেল থেকে ছাড়া না পাওয়া পর্যন্ত তো ওর সাথে দেখা হচ্ছে না তোমার!' একটু থামলো সে।

Boighar.com

'বেচারা সানো—এই ক'বছর কোন লুটের ভাগও পাবে না।' একটা টুল টেনে নিয়ে বসলো ক্রেগ। জিজ্ঞেস করলো এন্টেরিক-কে, 'এখন কি করবো আমরা?'

উঠে দাঁড়ালো এন্টেরিক। 'শোনো সবাই।' হাতে একটা ভাঁজ করা কাগজ। জেলখানায় ওর সেল সঙ্গীর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া কাগজ ওটা। ওতে একটা ম্যাপ আঁকা, আনাড়ী হাতে। 'এতে এল পাসো ব্যাংকের সব খুঁটিনাটি বিবরণ আঁকা আছে। তোমরা তো জানোই, এল পাসো এই এলাকার সবচেয়ে দুর্ভেদ্য ব্যাংক। এটা লুট করার স্বপ্ন কেউ কখনো দেখেনি। কিন্তু আমি...'

কাগজটা মেললো এন্টেরিক। ভালো করে দেখলো একবার। তারপর সঙ্গীদের উদ্দেশে বললো, 'ধরো, এই রুমটাই ব্যাংকের অভ্যন্তর ভাগ। ওইখানে, ওয়াল্টার যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, সেখানেই ব্যাংকের সেফ থাকার কথা।'

হর্ষধ্বনি করলো ক্রেগ, থুতু ছিটালো মেঝের ওপর। 'আমি জানি ওটার কথা। তিনটন ওজন। এমনকি স্টিক ডিনামাইট দিয়েও তালা ভাঙা যাবে না।'

একটু অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো এন্টেরিক। ঘরের দেয়াল ধরে হাঁটছে। দাঁড়ালো এক কিনারে। বললো, 'ঠিক এখানটায় ধরো একটা রুম। দুজন ক্যাশিয়ার বসে এখানে। ম্যানেজারের ডেস্ক ওদিকটায়,' ডানে একটু দূরে দেখালো ও। 'ম্যানেজারের পেছনেই একটা সুন্দর ক্যাবিনেট। নানারকম দামী মদের বোতলে ভর্তি। বিশিষ্ট খদ্দেরদের জন্যে রাখা। মূল প্রবেশ

পথের ঠিক সামনেই দেয়াল। একটা না, দু'টো।' পাঁই করে ঘুরলো ও, 'তাহলে, এখন কি করতে হবে, ক্রেগ? ধরা যাক, ক্যাশিয়ার দু'জনকে মেরে ফেললে, ম্যানেজারকেও। এবং পরবর্তী কয়েক মিনিটের জন্যে তুমিই ব্যাংকের কর্তা বনে গেলে। তারপর? তোমার বুদ্ধি কি বলে?'

বিরক্ত হলো ক্রেগ, 'শিগগিরই বুঝতে পারবো, আমার তিনটে বুলেটই বৃথা গেছে। সেই সঙ্গে সময় নষ্ট হয়েছে। কারণ এতো-সব করার পরও টাকা পাচ্ছি না আমি।'

মাথা ঝাঁকালো এন্টেরিক অনুমোদনের ভঙ্গিতে। 'ঠিক। কেবল সময় নষ্ট। কারণ, ক্রেগ, আয়রন সেফটা খোলার জন্যে ম্যালা ডিনামাইট দরকার। ওই পরিমাণ ডিনামাইট ব্যবহার করলে শুধু ব্যাংকটাই নয়, আমরাও উবে যাবো কর্পূরের মতো।' ক্রূর হাসি ফুটে উঠলো এন্টেরিকের মুখে, 'ধরা যাক, কোনভাবে সেফটা খোলা গেল। তার মানে এই নয় যে, ওর মধ্যে আমরা টাকা পাবোই।'

বিমূঢ় হয়ে গেছে সবাই। বুঝতে পারছে না এন্টেরিকের কথা। এটাও নয়, ওটাও নয়—তবে কোনটা! ওদের দ্বিধান্বিত চেহারা দেখে হাসলো এন্টেরিক, 'কি ভাবছো তোমরা! ভাবছো, এন্টে-রিকের মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি জেলে গিয়ে! তাই না?'

ঘুরে সিঁড়ির দিকে রওনা হলো ও। সিঁড়িটা একটু ওপরে ব্যালকনিতে গিয়ে মিশেছে। এক সময় ওখান থেকেই পাদ্রীরা ধর্মীয় উপদেশ দিতেন। ব্যালকনিতে ভর দিয়ে, একটু ঝুঁকে বলতে শুরু করলো এন্টেরিক, 'তোমাদের সুবিধের জন্যে আমি

Boighar.com

একটা গল্প বলছি। এক সময়ে এক কাঠ মিস্ত্রি ছিলো। তোমরা হয়তো ভাবতে পারো একজন কাঠ মিস্ত্রি খুব বেশি পয়সা আয় করতে পারে না। না, ঠিক নয়। অন্ততঃ আমাদের গল্পের এই কাঠ মিস্ত্রি প্রচুর পয়সা আয় করতো। কারণ, ও বেশ সুন্দর সুন্দর ক্যাবিনেট বানাতে পারতো। একদিন এক ব্যাংকার আমাদের মতো 'সৎ' ডাকাতদের বোকা বানাবার সিদ্ধান্ত নিলো। ব্যাংকার তার আয়রন সেফের ছদ্মাবরণ হিসেবে সুন্দর কাঠের ক্যাবিনেট বানাবে বলে ঠিক করলো।

'এর জন্যে তার দরকার ছিলো একজন ভালো কাঠ মিস্ত্রির, যার সুনাম যথেষ্ট। কিন্তু···' একটু থামলো এন্টেরিক। তর্জনী তুললো ওপরের দিকে। তার সাগরেদদের মধ্যে উত্তেজনা বেড়ে চলেছে '···ব্যাংকার কাঠ মিস্ত্রিকে বললো না, কি তার পরিচয় আর ব্যাংকটার নামই বা কি।'

একটু একটু করে ঢুকতে শুরু করেছে যেন ব্যাপারটা সবার মাথায়। আর যাদের মাথায় ঢোকেনি, তারা বোঝার ভান করে চুপ থাকলো। তবে তাদের চোখেও লোভের ছায়া স্পষ্ট, অন্যদের মতোই। কিছুক্ষণের নীরবতা। ফলে সবার মধ্যে উত্তেজনা ক্রমশঃ বেড়ে চললো।

নীরবতা ভাঙলো এন্টেরিক, 'একদিন ওই কাঠ মিস্ত্রি বেড়াতে গেল এল পাসো। আর তার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য যাই হোক সে ঢুকলো ব্যাংকে। কয়েকটা লোহার গরাদে দেয়া দরজার ফাঁক দিয়ে ও দেখলো একটা আয়রন সেফ। ক্রেগ একটু আগেই যেটার কথা বললো, ওজন তিনটন। আরেক দিকের দেয়ালে দেখলো সেই ক্যাবি-

বইঘর.কম

নেটটা যেটা ও নিজেই বানিয়েছিল। তখন মিস্ত্রি স্পষ্ট বুঝতে পারলো, এল পাসো ব্যাংকের টাকা আসলে কোথায় থাকে। আয়রন সেফটাতে টাকা না রেখে ওই কাঠের ক্যাবিনেটেই রাখা হয় দশলাখ ডলারেরও বেশি টাকা।'

কিছুক্ষণ কারো মুখে কোন কথা নেই। তারপর ফেটে পড়লো সবাই আনন্দে। তাদের আনন্দধ্বনির চোটে ছাদ ভেঙে পড়ার জোগাড়। একজন আরেকজনের পিঠে চাপড় দিচ্ছে। কেউ আবার তার পাশের জনকে জড়িয়ে ধরে চুমো খাচ্ছে। কেউ কেউ খুশির চোটে একপাক নেচে নিলো। হাত ওঠালো এন্টেরিক, থামবার নির্দেশ।

'কিন্তু, কাঠ মিস্ত্রিটার ভাগ্য ছিলো খারাপ। ও পরিকল্পনা আঁটতে লাগলো, কি করে রাতারাতি বড়লোক হওয়া যায়। ছোট্ট একটা ভুলের জন্যে ওকে জেলে যেতে হলো। জেলে ওই বেচারাকে এমন একটা সেলে পোরা হলো, যেখানে এন্টেরিক নামে একজন লোকও আটক ছিলো,' ও হাসলো একটু, 'ঘুমের মধ্যে কথা বলতো কাঠ মিস্ত্রি। আর এন্টেরিককে ঘুমন্ত দেখলে একটা মডেল বানাতো মোম দিয়ে। ওই কাঠের ক্যাবিনেটের মডেল। কিন্তু আসলে এন্টেরিক ঘুমের ভান করে সবাই লক্ষ্য করতো।'

জ্যাকেটের ভেতর হাত ঢোকালো এন্টেরিক। বের করে আনলো একটা শাদা জিনিস, যেটা ও ওই কাঠ মিস্ত্রির কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল। ক্রেগের দিকে ওটা ছুঁড়ে দিলো সে, ভালো করে দ্যাখো অন্যদেরও দেখতে দাও। আমি চাই, তোমরা সবাই ব্যাপারটা ভালো মতো বুঝে নাও। কোন কিছুই চিনতে যেন ভুল

Boighar.com

না হয়। সবার দেখা হলে, আমার পরিকল্পনা বলবো।'

এন্টেরিক পুরো প্ল্যানটা বারবার পরীক্ষা করে দেখেছে মনে মনে। প্রতিটা পয়েন্ট চেক করেছে। কি কি বাধা আসতে পারে, তাও ভেবে রেখেছে। তবে তার প্ল্যানটা কার্যকর হলে বহু লোককেই প্রাণ হারাতে হবে।

মাথা নাড়ছে এন্টেরিক। এই প্ল্যান সফল করতেই হবে। অবশ্য এর সবটা অন্যদের বলা যাবে না। ওটা তার মগজেই থাকবে। শুধু কাজের সময় কাজ নিজের উদ্দেশেই বললো ও, 'এন্টেরিক, জীবনে কখনো একসাথে দশলাখ ডলার হাতাতে পারোনি। এবার সেই সুযোগ এসেছে।'

আট

লোকটা টাকা-পয়সা সম্পর্কে এতোক্ষণ ধরে অনেক কথাই বলেছে। কিন্তু এল পাসো ব্যাংকের ডিরেক্টর নমুনা হিসেবে একটি পেনিও দেখেননি এখন পর্যন্ত। তবুও তার চেহারা, কথা বলার ঢং, সবার ওপর কাপড়ের কাট-ছাঁট একটা আলাদা সম্ভ্রম এনে দেয় মনে। কিছুক্ষণ কথা বলবার পর ডিরেক্টর উঠে গিয়ে তার পেছনের ক্যাবিনেট থেকে দু'টো গ্লাস আর একটা বোতল বের করলেন।

অত্যন্ত সতর্কতার সাথে দু'টো গ্লাসেই পানীয় ঢাললেন তিনি। যাতে ছলকে টেবিলে না পড়ে যায়। বোতলটা আবার ক্যাবিনেটে রেখে এসে বসলেন ডিরেক্টর। 'মিঃ উইলসন, বলুন, কি করতে পারি? আপনার টাকার কথা তো শুনলাম।'

কর্নেল উইলসন তাঁর পাইপে অগ্নিসংযোগ করলেন। নীল ধোঁয়া ছাড়লেন একবার আরাম করে। তারপর বললেন, 'আপনার টুকুমকারির সহকর্মী বলেছেন, এটাই সব চেয়ে বড়ো ব্যাংক এই এলাকায়।'

'ঠিকই, কর্নেল। আমাদের ব্যাংকের রিজার্ভ, ধরুন, সব সময়েই পাঁচ লাখ ডলারের বেশি থাকে।'

'তাই।' খুশি হয়ে উঠলেন যেন কর্নেল উইলসন, 'এর নিরাপত্তা ব্যবস্থা অত্যন্ত সুদৃঢ়, ধরে নিতে পারি। বড় অঙ্কের টাকা রাখতে কোন অসুবিধে নেই তাহলে!'

'অবশ্যই না,' দৃঢ় কণ্ঠে বললেন ডিরেক্টর, 'এখানে টাকা জমা রাখার পর আপনি নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারেন। ঘাবড়াবার কোন কারণ নেই।' মধুর করে হাসলেন ডিরেক্টর।

ব্যাংকার তাঁর ব্যাংকের নিরাপত্তা ব্যবস্থা দেখালেন কর্নেল উইলসনকে, যাতে ওঁর মনে কোনরকম দুর্ভাবনা না থাকে। ব্যাংকের প্রত্যেকটি বিভাগ আলাদা। তাঁর চেম্বার সব চেয়ে নিরাপদ এলাকা পুরো ব্যাংকের মধ্যে। ওখানেই আছে তিনটনি আয়রন সেফটা। কর্নেল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নিচ্ছেন সব কিছু। মনের মধ্যে বসিয়ে নিলেন প্রত্যেকটি বিবরণ। শেষে মাথা ঝাঁকালেন সন্তুষ্টির ভঙ্গিতে।

ডিরেক্টর খুশি হলেন কর্নেলের মুখে হাসি ফুটতে দেখে। 'এ-ছাড়াও,' বললেন তিনি, 'ব্যাংক বন্ধ হবার পর এই ঘরের ভেতরেই একজন সশস্ত্র গার্ড থাকে। বাইরে তো গার্ড থাকছেই অবিরাম পাহারা দেয়ার জন্যে। ওরা ব্যাংকের চারদিক ঘুরতে থাকে, পাহারা দেবার সময়।' গলা খাদে নামিয়ে আনলেন ডিরেক্টর কথা বলতে বলতে, 'তাছাড়া, আপনাকে বলতে অসুবিধে নেই, কর্নেল। অবশ্য শুধু আমি আর আমার একজন সহকর্মী জানে ব্যাপারটা। আমরা আরো কিছু সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিয়েছি, আপনাদের টাকা-পয়সার নিরাপত্তার জন্যে।'

'গুড!' প্রশংসার চোখে তাকালেন কর্নেল উইলসন ব্যাংকারের

বইঘর.কম

দিকে, 'ব্যাংক অভ সানফ্রান্সিসকোও বোধ হয় এতোটা নিরাপদ নয়।'

'সত্যি কথা বলতে কি, কর্নেল, খদ্দেরের মনে আস্থা আনতে বদ্ধপরিকর যেন ডিরেক্টর, 'একমাত্র বোকা ছাড়া আর কেউই এই ব্যাংক ডাকাতির কথা চিন্তা করতে পারবে না।'

নড করলেন কর্নেল, 'অথবা কোন পাগল।' আস্তে করে বললেন কথাগুলো।

যে কোন বাউন্টি শিকারীর জন্যে ধৈর্য হচ্ছে সব চেয়ে বড় অস্ত্র। কিন্তু কোন কিছু অনিশ্চয়তার রূপ নিলে লৌহকঠিন মানুষেরও স্নায়ুতন্ত্রীতে কাঁপন ধরে। বিরক্তিতে ছেয়ে উঠতে থাকে মন এবং চিন্তায়ও ছেদ ঘটতে থাকে বারবার।

শিকারী তার পরিকল্পনার সব ক'টা দিক ভালো করে পরীক্ষা করে দেখেছে। তার কোন হিসেবে ভুল হবার কথা নয়। প্রায় নিশ্চিত সে, পরিকল্পনামতো সব কিছু ঘটবেই। জানে, একমাত্র পাগল ছাড়া এপথে কেউ এগুবে না। আর এন্টেরিক যে বদ্ধ উন্মাদ, এতে ওর কোন সন্দেহ নেই। ওর লোভ আকাশ ছোঁয়া। এছাড়া নিজের ওপর আস্থাও খুব বেশি। অসম্ভব বলে কোন কিছু এন্টেরিকের অভিধানে নেই। আর এই তথ্যটাই শিকারীর পুরো পরিকল্পনার ভিত্তি।

কিন্তু কয়েকটা দিন পার হয়ে যাওয়ায় এখন শিকারীর মনে দেখা দিয়েছে সংশয়। এদিকে আরেক ঝামেলা আরো চিন্তিত করে তুলেছে ওকে। ফ্রককোট পরিহিত দীর্ঘদেহী মানুষটা এখনো

Boighar.com

রয়েছে এল পাসোতেই। ওই লোকও যেন কারো জন্যে বা কোন ঘটনার জন্যে অপেক্ষা করছে।

মাঝে মধ্যে বাইরে এসে হাঁটাচলা করে। এছাড়া বাকি সময় তার ঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে চেয়ে থাকে পথের দিকে। পথে চলমান প্রতিটা লোকের দিকে ওর সতর্ক দৃষ্টি। ব্যাংক অভ এল পাসোর প্রবেশ পথের দিকেও নজর রাখে। এটাই ভাবিয়ে তুলেছে অজ্ঞাতনামা শিকারীকে। অবশ্য দেখার কাজটা সারে ও জানালার পর্দার ফাঁক দিয়ে। অন্য কারো চোখে পড়বার কথা নয়। কিন্তু শিকারীর সতর্ক দৃষ্টি এড়াতে পারেনি কিছুই। কখনো কখনো টেলিস্কোপের লেন্সে আলোর প্রতিফলন চোখে পড়েছে ওর। বোঝা যায় চেয়ে আছে ওটা ব্যাংক অভ এল পাসোর ফটকের দিকে। মাঝে মধ্যে শহরের প্রবেশ পথের দিকেও লক্ষ্য রাখে লোকটা।

হোটেল কক্ষের বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে আছে শিকারী। ছাদের দিকে চোখ, যেন কড়িকাঠ গুনছে আসলে পরিকল্পনার প্রতিটি অংশ আরো সতর্কতার সাথে পরীক্ষা করছে মনে মনে। হঠাৎ, রাস্তা থেকে একটা শিসের শব্দ এলো। তড়াক করে বিছানা ছেড়ে উঠলো শিকারী। ছুটলো জানালার দিকে। নিচে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে ফার্নান্দো। হাতের ইশারায় ডাকছে। খুব তাড়াতাড়ি যেতে বলছে। ছুটলো শিকারী বিনা বাক্যব্যয়ে। ঠাস করে দরজাটা বন্ধ করে দিলো। তালা লাগাতে গিয়ে বৃথা সময় নষ্ট করলো না।

রিসেপশনে বসা মেয়ে। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনেই মুখে

বইঘর.কম

মদির হাসি ফুটিয়ে তুললো। চোখে আমন্ত্রণ। ওর লো-কাট ব্লাউজের গলাটা টেনেটুনে আরেকটু নিচে নামিয়ে দিলো, যাতে বুকের বেশিরভাগই দেখা যায়। কিন্তু শিকারী ওর দিকে তাকালো না একবারও। প্রায় বুলেটের বেগে বেরিয়ে গেল হোটেল থেকে। ক্ষোভে মেরী পা ঠুকলো মেঝেতে বেশি জোরে ঠুকতে গিয়ে ব্যথা পেলেও বিকৃত মুখে জিভ বের করে ভেংচে দিলো দরজার দিকে লক্ষ্য করে।

অপেক্ষা করছে ফার্নান্দো। একটা মুদ্রা ছুঁড়ে দিচ্ছে ওপরের দিকে, আবার ধরছে খপ করে। অজ্ঞাতনামা শিকারীও পকেট থেকে বের করলো পঞ্চাশ সেন্টের একটা মুদ্রা ফার্নান্দোর মতোই ছুঁড়ে দিলো ওপরের দিকে। খপ করে ধরেই জিজ্ঞেস করলো, 'কোন খবর আছে? নতুন কেউ এসেছে শহরে?'

মাথা ঝাঁকালো ফার্নান্দো, সম্মতির ভঙ্গিতে। ওর চোখে পলকের জন্যে লোভের ছায়া দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল। শিকারীর দিকে সতর্ক চোখ রেখে বললো, 'একজন, মাত্র মিনিটখানেক আগে, সিনর। আরো খবর আছে।'

শিকারী ছুঁড়ে দিলো পঞ্চাশ সেন্টের মুদ্রাটা ওর দিকে। ধরে ফেললো ফার্নান্দো ক্ষিপ্রভঙ্গিতে। তারপর বললো, 'আরো পয়সা লাগবে, এতো কমে হবে না।'

ওকে আরেকটা পঞ্চাশ সেন্টের মুদ্রা দিলো শিকারী। মুখ খুললো ফার্নান্দো, 'ওই লোকটার পেছন পেছন আরো একজন এসেছে। আরো খবর আছে, তবে দাম লাগবে।'

কঠিন হয়ে গেল শিকারীর মুখ শক্ত হাতে চেপে ধরলো

Boighar.com

ফার্নান্দোর জামার সামনের দিকটা, মুঠো করে। ঝাঁকুনি দিলো জোরে। কেঁপে উঠলো ফার্নান্দো। চোখ ছোট হয়ে গেছে শিকারীর। ফার্নান্দোর দিকে একটু ঝুঁকে কঠোর স্বরে বললো, 'শয়তান। খেলা পেয়েছিস। ক'জন নতুন লোক এসেছে, চট করে বল্। নইলে জান বের করে ফেলবো।'

'ই-ইয়েস, স্যার, জেনারেল। প্রথমে দু'জনই এসেছে একসাথে। দু'জনকেই ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছিল। ওদের পেছন পেছন আরো দু'জন। এদের চেহারাও আগের দু'টোর মতোই।'

'কোথায়?'

'ওদিকে, স্যার,' সামনের হোটেলটার দিকে দেখালো ফার্নান্দো, 'হোটেলের সেলুনে ঢুকেছে ওরা।' ফ্রককোট পরা লোকটাও আছে ওই হোটেলে।

ফার্নান্দোকে ছেড়ে দিলো শিকারী। দ্রুত হেঁটে পার হলো রাস্তা। জুয়ায় বাজি ধরেছিল ও। শেষ পর্যন্ত সম্ভবতঃ সে-ই জয়ী হতে যাচ্ছে বাজিতে। অপেক্ষার পালা বোধ হয় শেষ। এখন শুরু হবে কাজ।

হোটেল সেলুনের বাইরে থেকে ব্যাট-উইং ডোরের ওপর দিয়ে ভেতরটা দেখছে শিকারী। চারজন বসে আছে বারে, পাশাপাশি। প্রত্যেকের পিঠ দরজার দিকে। চারজনের হাতেই গ্লাস, অর্ধেক হয়ে এসেছে। প্রত্যেকেরই গ্লাস বাঁ-হাতে, লক্ষ্য করলো শিকারী। ডান হাত ঝুলছে হোলস্টারের কাছাকাছি। তিনজনের দেহ বিশাল। চতুর্থজন বেঁটে এবং একটু কুঁজো। এটাই সব চেয়ে ভয়ানক হবে, ভাবলো নাম না জানা লোকটা।

বইঘর.কম

ও দরজা ঠেলে ঢুকলো ভেতরে। সামনেই হাতের বাঁয়ে একটা কাঠের খুঁটি। ওটার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো। পকেট থেকে সিগার আর দিয়াশলাই বের করতে করতে লক্ষ্য করছে ওদের। দিয়াশলাই জ্বালানোর শব্দে দু'জন ঘুরে দেখলো ওকে। যেটুকু সংশয় ছিলো শিকারীর, সেটাও চলে গেছে। পোস্টারে ওদের ছবি দেখেছে ও। দু জনই এন্টেরিকের দলের লোক। এবং দু'-জনেরই মাথার পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। কুঁজোটার চেহারা না দেখতে পেলেও, আন্দাজ করতে পারছে ওটা, কে। চারজন মিলিয়ে পুরস্কারের অঙ্কটা মোটামুটি ভালোই হবে। তবে ও আরো বড়ো পুরস্কারের আশায় ছিপ ফেলে বসে আছে। সুতরাং এই চারজনকে আপাতত: হিসেবের মধ্যে না ধরলেও চলবে।

বারের পাশেই সিঁড়ি, ওপরের দিকে উঠে গেছে। চোখের কোণ দিয়ে লক্ষ্য করলো অজ্ঞাতনামা শিকারী, কেউ একজন নামছে সিঁড়ি বেয়ে। সেহ ফ্রককোট পরা লোক, দেখলো ও। হাতে একটা হলুদ রঙের পাইপ, তামাক ভরছে। লোকটাও দেখলো বারে বসা চারজনকে। চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো ওর। চিনতে পেরেছে ওদের। ওই দুই চোখে উল্লাস ফুটে উঠতে দেখেছে অজ্ঞাতনামা শিকারী

আরেকটা সংশয় মুক্ত হলো সে। ফ্রককোট পরা লোকটা তার প্রতিদ্বন্দ্বী, আরেক বাউন্টি শিকারী। খুব খারাপ কথা, ভাবছে শিকারী। এসব খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা ওর মোটেও পছন্দ নয়।

কর্নেল উইলসন হাঁটছেন ধীরে ধীরে, এন্টেরিকের চার চ্যালার পেছন দিয়ে। হাতে দিয়াশলাইয়ের কাঠি একটা, কিন্তু বাক্স নেই।

Boighar.com

কোথায় ঘষে জ্বালবেন ওটা, দেখছেন কর্নেল। শান্তভাবে এগিয়ে গেলেন কুঁজোটার দিকে। ওর বেল্টে ঘষা দিয়ে জ্বাললেন কাঠিটা।

তড়াক করে ঘুরে দাঁড়ালো চারজনই। ওদের চোখে বিস্ময়। এরকম ঘটনা যেন আশাই করতে পারেনি কঠোর হয়ে উঠছে ওদের মুখ। গতিক সুবিধের নয় দেখে বসে পড়লো বারটেণ্ডার, টেবিলের নিচে। অন্য একজনের হাত থেকে পড়ে গেল হুইস্কির গ্লাস। তাড়াতাড়ি সরে গেল লোকটা বারের এক কোণে।

কুঁজোর চোখ থেকে বিস্ময় দূর হয়ে গেল। তার জায়গা নিয়েছে ক্রোধ। চোখ দু'টো জ্বলছে রাগে। বাঁ গাল কাঁপছে থির-থির করে। জ্বলন্ত কাঠিটা তুলে পাইপে যেই আগুন ধরাতে যাবেন কর্নেল, অমনি কুঁজো ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিলো সেটা।

নেভা কাঠিটার দিকে চেয়ে আছেন কর্নেল। পরীক্ষা করছেন, খুব চিন্তায় পড়ে গেছেন যেন। ফেলে দিলেন ওটা। কুঁজোর বাঁ-হাতে জ্বলন্ত সিগার। খপ করে ধরলেন হাতটা দৃঢ়মুষ্টিতে টেনে এনে সিগার নিয়ে ধরালেন পাইপ। হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেললো কুঁজো। ডান হাত চলে গেছে রিভলভারের বাঁটে। বাধা দিলো ওর এক সঙ্গী। কানে কানে কি বললো যেন কুঁজোটার।

রিভলভার ছেড়ে দিলো কুঁজো। সামলে নিয়েছে নিজেকে। সামান্য পিছু হটলো ও। কিন্তু চোখের দৃষ্টি একই, জ্বলজ্বল করছে রাগে। তারপর কর্নেলকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল বার থেকে। অন্য তিনজনও অনুসরণ করলো ওকে।

কর্নেল দেখলেন একবার জ্বলন্ত সিগারটা, তারপর নিচে ফেলে পা দিয়ে মাড়িয়ে দিলেন ওটা। বারে গিয়ে নরম কণ্ঠে বললেন,

'হুইস্কি, প্লিজ।'

ওরা চারজন বেরিয়ে যেতেই বারটেণ্ডার উঠে দাঁড়িয়েছে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে। ওর আশঙ্কা ছিলো, এখনই একটা লংকাকাণ্ড বেধে যাবে। অবশ্য এরকম ঘটনা ঘটছে প্রায়ই। ভাঙচুরও যে হয় না, তা নয়। তবে আজ একটু বেশি ভয় পেয়েছিল বারটেণ্ডার। হুইস্কি দিলো কর্নেলকে। সতর্কতার সাথে চারদিক দেখে নিয়ে বললো, 'আত্মহত্যা করার শখ হয়েছে আপনার? কপাল ভালো, এখনো আস্ত দাঁড়িয়ে আছেন। চেনেন না ওদের তাই!'

'আচ্ছা!' হালকা সুরে বললেন কর্নেল, 'খুব মারাত্মক লোক! কোমরে রিভলভার ছিলো, দলেও ছিলো ভারি। তবুও কিছু বললো না যে আমাকে? এরকম অপমান কেউ হজম করে?'

'ওরা আপনাকে খুন করেনি। তার মানে, নিশ্চয়ই আরো জরুরী কাজ আছে ওদের। আমি ওদের ভালো করেই চিনি। বলছি তো, আপনার কপাল নেহাত ভালো...'

'হতে পারে,' সায় দিলেন কর্নেল উইলসন। মেনে নিয়েছেন যেন বারটেণ্ডারের কথা, 'হয়তো তোমার কথাই সত্যি।'

এক চুমুক হুইস্কি পান করে ঠক করে গ্লাসটা নামিয়ে রাখলেন তিনি। সিঁড়ির দিকে চললেন আবার। দোতলায় তাঁর রুম।

শিকারীও বেরিয়ে এলো সেলুন থেকে। ওই চারজনকে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু হিচরেইলে বাঁধা আছে চারটা ঘোড়া। সোজা নিজের হোটেলের দিকে চললো ও। মুখ থমথমে। ঘটনা দ্রুত ঘটতে শুরু করেছে। এখন ওর ঘরের জানালাই সব চেয়ে ভালো

Boighar.com

জায়গা। ওখান থেকে সবদিকে চোখ রাখতে পারবে। চোখে চোখে রাখতে পারবে প্রতিদ্বন্দ্বীকেও। বোঝাই যায়, প্রৌঢ় হলেও লোকটার সাহস যথেষ্ট, বারের ঘটনাই তার প্রমাণ। নিজের ঘরে ঢুকলো ও কোনদিকে না তাকিয়ে। বিকেল গড়িয়ে যাচ্ছে সন্ধ্যের দিকে। জানালায় গিয়ে দাঁড়ালো শিকারী।

ব্যাংক অভ এল পাসোর দিকে চোখ পড়লো ওর সবার আগে। পাঁচজন সশস্ত্র গার্ড দাঁড়িয়ে ব্যাংকের সামনে। কোমরে রিভলভার, কাঁধে রাইফেল। অপেক্ষা করছে ওরা। একজন গার্ড ভেতরে ঢুকলো। বন্ধ করে দিলেন ডিরেক্টর ভারি লোহার দরজা। বাকি চারজন গার্ডের উদ্দেশে মাথা ঝাঁকিয়ে রওনা হলেন বাড়ির দিকে।

চারজন দুইভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। উল্টোমুখে ঘোরা শুরু করলো ওরা। সারারাত এইভাবে চক্কর দিয়ে পাহারা দেবে ব্যাংকটা। ওদের দৃঢ় পদক্ষেপ লক্ষ্য করছে শিকারী। হঠাৎ ওর চোখ পড়লো কুঁজোটার ওপর।

কুঁজোটা ব্যাংকের কাছাকাছি একটা হিচরেইলের আড়াল থেকে দেখছে গার্ডদের। ওদের পায়ের তালে তালে ও আঙুল দিয়ে টোকা দিচ্ছে উরুর ওপর। কোনদিকে নজর নেই।

'শুনছে, ব্যাটা,' মৃদু স্বরে বললো শিকারী। গার্ডদের সামনে ঘুরে আসতে কতোক্ষণ সময় লাগে, দেখছে নিশ্চয়ই।

লুকিয়ে লুকিয়ে ব্যাংকের ওপর নজর রাখছে। কুঁজোর সঙ্গীদের আরো দু জনকে দেখেছে ও। বোঝবার কি বাকি আছে কিছু?

উল্টোদিকের জানালার দিকে তাকালো শিকারী। পর্দার ফাঁকে একটা টেলিস্কোপ দেখা যাচ্ছে। ওটার চোখও ব্যাংকের ওপর।

বইঘর.কম

কঠোর হয়ে উঠলো ওর মুখ। পনচোর ভেতর হাত চলে গেল। রিভলভারের বাঁট স্পর্শ করলো শক্ত, ঠাণ্ডা হাত।

'এন্টেরিক আমার,' নিজেকেই শোনাচ্ছে যেন, 'সবাই আমার। কাউকে ভাগ বসাতে দিচ্ছি না এতে সে যেই হোক।'

আবার চোখ পড়লো ওর সামনের জানালায়। অবাক হলো। টেলিস্কোপ এখন চেয়ে আছে ওর দিকেই।

Boighar.com

নয়

জানালার পাশেই একটা শেলফের ওপর টেলিস্কোপ নামিয়ে রাখলেন কর্নেল হ্যারল্ড উইলসন। বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন জানালার সামনে। কি যেন চিন্তা করছেন আকাশের দিকে তাকিয়ে। শেষ পর্যন্ত মাথা ঝাঁকালেন। সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পেরেছেন যেন। ফ্রককোটটা পরলেন আবার। হ্যাট তুলে নিলেন টেবিল থেকে নেমে এলেন রাস্তায়।

স্থানীয় সংবাদপত্রের অফিস। কর্নেল উইলসন উল্টেপাল্টে দেখছেন বিভিন্ন সাপ্তাহিক পত্রিকা। আশপাশের শহরগুলো থেকে ওগুলো নিয়মিত প্রকাশিত হয়। পত্রিকাগুলো আলাদা আলাদা ফাইলে রাখা। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই পেয়ে গেলেন যা খুঁজছিলেন। একটি সাপ্তাহিকীতে বড়ো বড়ো হেডলাইনের নিচেই একটা খবর।

বাউন্টি শিকারীর কৃতিত্ব

দীর্ঘদিন ধরেই মারটন ভ্রাতৃদ্বয়কে খোঁজা হচ্ছিল ওদের বিভিন্ন অপরাধের জন্যে। জীবিত বা মৃত ধরিয়ে দেয়ার জন্যে পুরস্কারও ঘোষণা করা হয়। এতোদিন কেউই সাহস

করেনি ওদের মুখোমুখি হতে।

কিন্তু এবার এক বাউন্টি শিকারী চমকপ্রদ বন্দুকবাজী দেখিয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণে প্রকাশ, মারটন ভ্রাতৃদ্বয় তাদের হোলস্টার থেকে রিভলভার বের করবার আগেই উক্ত শিকারী তার বাদামী রঙের পনচোর ভেতর থেকে বিদ্যুৎ-বেগে রিভলভার বের করে আনে এবং অত্যন্ত দ্রুত দু'টো গুলি করে মেরে ফেলে ওদের। মারটন ভ্রাতৃদ্বয় তাদের হন্তার উদ্দেশে একটি গুলিও ছুঁড়তে পারেনি।

পুরস্কারের নগদ অর্থ নেয়ার পর লোকটা তার নাম জানাতে অস্বীকৃতি জানায়। কোন ঠিকানাও দেয়নি সে। শেরিফ তাঁর রেকর্ডে লিখে রেখেছেন, 'একজন অজ্ঞাতনামা লোক।'

হোটেলে ফিরে এলেন কর্নেল। সোজা ডাইনিংরুমে ঢুকলেন খাবার জন্যে। কিন্তু মুখ বিস্বাদ হয়ে আছে। কোনরকমে খাওয়া শেষ করে হুইস্কির গ্লাস নিয়ে বসলেন। মনের ভেতরটা একটু খচ্‌খচ্‌ করছে। তবুও অনেক বছর পর আজ তিনি একটু স্বস্তি অনুভব করছেন। সেই সাথে শান্তিও। দীর্ঘদিন অন্ধকার ট্রেইল ধরে ছুটবার পর এখন যেন একটু আলোর আভাস দেখতে পাচ্ছেন। এতোদিন ওঁর রাত ছিলো প্রায় নির্ঘুম। দিন ছিলো অস্বস্তিতে ভরা। কিন্তু প্রবল ইচ্ছাশক্তির জোরে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন তিনি। জীবনের আকাশ এখন অনেকটা পরিষ্কার হয়ে এসেছে। অবশ্য এর মধ্যে দেখা দিয়েছে আরেকটা ছোট মেঘ। এই পনচো পরা যুবক ওঁকে রীতিমতো চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। বোঝা যাচ্ছে

Boighar.com

ওদের দু'জনের লক্ষ্যবস্তু একটাই। অবশ্য এটাকে খুব একটা সমস্যা বলে ধরছেন না তিনি। প্রায় শেষ প্রান্তে পৌঁছুবার পর এখন আর কোন বাধাই বাধা মনে হচ্ছে না ওঁর কাছে। অনেক বাধা পেরিয়ে এখানে এসেছেন কর্নেল। তাঁর দক্ষতা ও দ্রুততা হার মানতে পারে, এমন কোন বাধার কথা আজো জানা নেই। নিজের দক্ষতার ওপর যথেষ্ট আস্থা তাঁর।

পাইপটা ধরালেন কর্নেল। ধীরে ধীরে উঠে গেলেন নিজের ঘরে। রাতের আঁধার ঢেকে দিয়েছে এল পাসো শহরকে। উল্টো-দিকের জানালার দিকে তাকালেন তিনি। অন্ধকার। কয়েক মুহূর্ত ওখানে দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবলেন। তারপর ঘুরে এসে বসলেন বিছানার ওপর। চোখে ঘুম নেই তাঁর। বেলিণ্ডার কথা মনে পড়ছে।

পেছন থেকে কোমল দুটো হাত জড়িয়ে ধরলো মেজর উইলসনের গলা। দম বন্ধ হবার জোগাড়। স্নেহমাখা কণ্ঠে বললেন মেজর, 'আরে ছাড়, ছাড়। করছিস কি? দম বন্ধ হয়ে মারা যাবো তো!'

খিলখিল করে হেসে উঠলো একটা মেয়ে। কাঁচের চুড়ির রিনি ঝিনি শব্দের মতো বাজলো ওর হাসি। মাথার নরম চুলে একটা ঝাঁকি দিয়ে সামনে এসে দাঁড়ালো বেলিণ্ডা কোমরে দু'হাত। লাল স্কার্ট, শাদা ব্লাউজে ঢাকা যৌবন। গভীর নীল চোখ। হাসি থামলো ওর। চেয়ে আছেন মেজর উইলসন ওর দিকে। জিজ্ঞেস করলেন, 'কি রে, কিছু বলবি?'

'কবে আসবে, তুমি?' সোজা সাপটা প্রশ্ন বেলিণ্ডার।

বইঘর.কম

বেলিণ্ডা উইলসনের বোন, একমাত্র। মা-বাবা মারা যাবার পর তিনিই বোনের একমাত্র অভিভাবক। বেলিণ্ডা যখন বারো বছরের, তখনই মা-বাবা মারা যান, একই সাথে প্রায়। দু'জনই ছিলেন হার্টের রোগী। উইলসন তখন আর্মিতে, ক্যাপ্টেন। বিধবা ফুপু থাকতেন ওদেরই সঙ্গে। তিনিই দেখাশোনা করে আসছেন বেলিণ্ডার, বাবা-মা মারা যাবার পর থেকে। হ্যারল্ড উইলসন মাঝে মধ্যেই ছুটি নিয়ে এসে দেখে যান আদরের বোনটিকে। এবার দীর্ঘ ছুটি নিয়ে এসেছিলেন। ফুপুর চিঠিতে জানতে পেরেছিলেন একটি ছেলের কথা। নাম হ্যারী। বিয়ে করতে চায় বেলিণ্ডাকে। বেলিণ্ডার বয়স এখন উনিশ। কিন্তু বেশ বাড়ন্ত আর ভারী গড়ন। বেলিণ্ডারও মত আছে এ বিয়েতে। কারণ ওদের দু'জনের মধ্যে মন দেয়া-নেয়া চলছে অনেক দিন থেকেই। তাই ছুটি নিয়ে এসেছেন হ্যারল্ড উইলসন। বোনের বিয়ে দিয়ে যাবেন এবার। সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে। কাল বাদে পরশু বিয়ে। তার পরদিনই চলে যাবেন তিনি ইউনিটে।

'আগে বিয়ে দিয়ে নিই, পুরনো হোক তোদের সংসার, তারপর।' জবাব দিলেন উইলসন।

'না, ভাইয়া, ঠিক করে বলে যাও, কবে আসবে,' আদুরে গলায় বললো বেলিণ্ডা। মা-বাবা ছোট বেলায় মারা যাওয়ায় এই ভাইয়ের কাছ থেকে অপার স্নেহ পেয়ে আসছে ও। 'তোমাকে দেখি কতো দিন পরপর। একটুও ভাল্লাগেনা আমার।'

'এখন থেকে আর আমাকেই ভালো লাগবে না, দেখিস!' বললেন উইলসন।

Boighar.com

'যাও, কি যে বলো!' লজ্জায় লাল হয়ে গেল বেলিণ্ডার মুখ।

'আসবো রে, আসবো। তাড়াতাড়িই আসবো। তোকে না দেখতে পেলে যে আমারও ভালো লাগে না। তুই ছাড়া আছেই বা কে আমার?' শেষের দিকে করুণ হয়ে এলো উইলসনের গলার স্বর।

'কেন, তোমার রিভলভার, রাইফেল,' পরিবেশ হাল্কা করতে চাইলো বেলিণ্ডা।

কোন কথা বললেন না উইলসন। কাছে টেনে নিলেন বোনকে। আর একটি দিন পরেই পর হয়ে যাবে ওঁর এই আদরের বোন। বুকটা টন টন করে উঠলো।

বিয়ে হয়ে গেল বেলিণ্ডার। স্থির হলো, আপাততঃ বেলিণ্ডার সঙ্গে উইলসনদের বাড়িতেই থাকবে হ্যারী। এখান থেকে দেখা-শোনা করবে নিজেদের র‍্যাঞ্চ। হ্যারী বাইশ-তেইশ বছরের যুবক। চেহারা থেকে এখনো কোমল ভাব দূর হয়ে যায়নি।

বিদায় নিলেন উইলসন। কিন্তু ইউনিটে ফিরে যেতে না যেতেই খবর এলো। সেই ভয়ানক খবর।

ঝাঁকুনি খেয়ে বাস্তবে ফিরে এলেন উইলসন, কর্নেল। কঠোর হয়ে গেল মুখ।

মুখ তুললো ফার্নান্দো। রাস্তার ধারে বসে খেলা করছিল এক মনে। একটা ছায়া পড়তেই ওপরের দিকে তাকালো ভয়ে মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল ওর। কিন্তু লোকটার হাতে একটা পঞ্চাশ সেন্টের মুদ্রা দেখে স্বাভাবিক হয়ে গেল আবার। অজ্ঞাতনামা

BanglaBook.org

শিকারী ছুঁড়ে দিলো মুদ্রাটা ওর দিকে। ধরে ফেললো দক্ষতার সাথে ও।

'আমার আগে যে লোকটা এসেছে, ওর নাম জানতে চাই। ফ্রককোট পরে লোকটা। থাকে সামনের হোটেলে। কোত্থেকে এসেছে, তাও জানতে হবে।' শীতল চোখে চেয়ে আছে শিকারী ফার্নান্দোর দিকে।

'খুব সহজ না, স্যার,' মাথা নেড়ে বললো ফার্নান্দো, 'আপনার মতোই লোকটার স্বভাব। হোটেলের খাতায় কোন নাম লেখেনি কারো সাথে কথাও বলে না।'

'কেউ না কেউ নিশ্চয়ই বলতে পারবে ওর কথা।'

মাথা চুলকালো ফার্নান্দো। ইতস্ততঃ করলো একটু। কি ভাবছে যেন। হঠাৎ ওর চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, 'আপনি প্রফেটকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন, সিনর।'

'কে?'

'প্রফেট, সিনর। এক বুড়ো। রেললাইনের পাশেই একটা কুঁড়ে ঘরে থাকে। সবাই ওকে বলে সবজান্তা বুড়ো। আমি দেখিয়ে দিচ্ছি বুড়োর ঘর।'

'কাম ইন,' ভাঙা কণ্ঠে বললো কেউ। ঘরে ঢুকলো শিকারী। দরজা খোলাই ছিলো। ঘর বলা যায় না এটাকে, বরং ঘরের ধ্বংসস্তূপ বলা যেতে পারে। তবুও দরজায় নক করেছিল ও, স্রেফ ভদ্রতার খাতিরে। ল্যাম্পটার কাঁচ ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় কালো হয়ে গেছে। তাই প্রায় অন্ধকার। লোকটা একেবারেই বুড়ো। এই

Boighar.com

হাড্ডিসার বুড়ো কি করে বেঁচে আছে, সেটাই বিস্ময়ের ব্যাপার। মুখ দাড়ি-গোঁফের জঙ্গলে ঢাকা। নোংরা কাপড়-চোপড়। ততোধিক নোংরা এক বিছানায় শুয়ে আছে। একটা কম্বল টেনে দেয়া পেট পর্যন্ত। কিন্তু এদিকে সবুট পা বেরিয়ে আছে। আগন্তুকের দিকে তাকালো বৃদ্ধ, জুল জুল করে। তারপর হঠাৎ কম্বলটা টেনে মুখটা ঢেকে ফেললো।

চিৎকার করে বললো, 'বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও তুমি। খুনেদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।'

'কে বললো, আমি খুনে?'

'কাউকে বলা লাগে না। আমি দেখলেই বুঝি। আমি সবজান্তা, প্রফেট আমার নাম।'

'তাহলে,' শান্ত কণ্ঠে বললো শিকারী, 'আমি একজন লোক সম্পর্কে জানতে চাই। ওটা জানতে পারলেই চলে যাবো।' একটা চেয়ার টেনে বসলো ও বিছানার পাশে। কর্নেলের পোশাক-আশাকের বর্ণনা দিলো। চেহারারও।

ওর কথা শেষ হতেই বুড়ো আবার চেঁচিয়ে উঠলো, 'আমি চিনি না। চিনি না।' হিস্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীর মতো দেখাচ্ছে বৃদ্ধকে। 'কাউকে চিনি না আমি আর। আমি মরে গেছি। বুঝতে পারছো?' কম্বলটা নামালো বৃদ্ধ চোখের ওপর থেকে। তাকালো শিকারীর দিকে, 'এক সময় সব্বাইকে চিনতাম। তখন এই অঞ্চলের পুরোটাই ছিলো প্রেইরী। কিন্তু এই রেললাইন সব নষ্ট করে দিলো। আমাকে পথে বসিয়ে দিয়েছে, তোমাদের এই রেললাইন।' থুতু ছিটালো দেয়ালে। 'চুলোয় যাক এই রেললাইন।'

বইঘর.কম

হ্যাটটা রাখার জায়গা খুঁজছে শিকারী। কোন জায়গা না পেয়ে বুড়োর বুটের ওপরই রাখলো। অসীম ধৈর্য নিয়ে তাকিয়ে আছে ও বৃদ্ধের দিকে।

উঠে বসলো বৃদ্ধ। 'জানো, কি করলো ওরা? একদিন এসে বললো এখান দিয়ে রেললাইন যাবে। তাই আমার জায়গাটা ছেড়ে দিতে হবে ওদের। বিনিময়ে কি পেলাম আমি? পথের ভিখিরিও আমার চেয়ে ভালো থাকে।'

ট্রেনের হুইসল শোনা গেল। বুড়োর ঘর কাঁপিয়ে পার হয়ে গেল একটা ট্রেন।

চিৎকার করে উঠলো বৃদ্ধ, 'দেখলে, দেখলে! এভাবে কেউ বাঁচতে পারে! ট্রেনের নিকুচি করি আমি।' বুড়ো আঙুল দেখালো বৃদ্ধ।

'বুঝতে পারছি, আপনার দুরবস্থা।' শান্ত কণ্ঠে বললো অজ্ঞাত-নামা শিকারী। উঠে দাঁড়ালো ও। হ্যাটটা তুলে মাথায় দিলো। 'আপনার বকবক শুনতে আসিনি আমি। বোঝাই যাচ্ছে আপনি কিছু জানেন না···' পা বাড়ালো ও দরজার দিকে।

'থামো!' প্রাণপণে গর্জে উঠলো বৃদ্ধ। ভেংচি কাটলো, 'যাচ্ছো কোথায়! আমার মেজাজ দ্যাখোনি তো এখনো!'

'দেখার আগেই চলে যেতে চাচ্ছি।'

'খুব রাগ দেখানো হচ্ছে, না,' নরম হয়ে এলো বৃদ্ধের গলা, 'ওই রিভলভারটা দাও। তোমার পেছনে দেয়ালে ঝোলানো আছে হোলস্টার। তাড়াতাড়ি দাও।'

নামালো রিভলভারটা। দেখলো, সিলিণ্ডারে গুলি নেই এক-

Boighar.com

টাও। ছুঁড়ে দিলো বৃদ্ধের দিকে। ওটা হাতে নিতেই উজ্জ্বল হয়ে উঠলো বৃদ্ধের মুখ। কোনাকুনিভাবে বাঁ দিকের কোমরে গুঁজলো রিভলভার। বাঁটটা পেটের ওপর।

'এই ভাবে রাখে লোকটা?' জিজ্ঞেস করলো বৃদ্ধ।

'হ্যাঁ,' অবাক হলো শিকারী

'এটা আগে বললেই হতো, ইডিয়ট। ওর নাম কর্নেল হ্যারল্ড উইলসন। খুব সাহসী যোদ্ধা ছিলো। ক্যারোলাইনার নামকরা লোক কর্নেল।'

'কর্নেল হ্যারল্ড উইলসন,' রিপিট করলো শিকারী।

'হঠাৎ আমি ছেড়ে বেরিয়ে পড়লো ও,' বলে চলেছে বৃদ্ধ, 'বনে গেল বাউন্টি শিকারী। কেউ জানে না কেন। তবে আমি জানি। ওই ট্রেনই হচ্ছে সব নষ্টের গোড়া…'

কথা শেষ করতে দিলো না শিকারী। এক ডলারের একটা নোট বৃদ্ধের কোলে ফেলে দিয়েই বেরিয়ে গেল নোংরা ঘর থেকে। স্টেশনের পাশ দিয়ে আসার সময় দেখলো, টিকেট কাউন্টার খোলা। বুকিং ক্লার্ক বসে আছে কাউন্টারের ওপাশে। আলতো হাসি ফুটে উঠলো শিকারীর মুখে। ঘুরলো কাউন্টারের দিকে।

'আজ রাতে এল পাসো থেকে কোন ট্রেন যাবে?' জিজ্ঞেস করলো ও।

'কোন দিকে?'

'যে কোন দিকে।'

'হ্যাঁ, যাবে। সান্তা ফের দিকে যাবে একটা ট্রেন, আর আধ-

বইঘর.কম

ঘণ্টা পর।'

'গুড!' খুশি হলো শিকারী। 'কাউন্টার বন্ধ করবেন না যেন। এখনই একজন প্যাসেঞ্জার আসবে, টিকেট কাটার জন্যে।'

ঘুরলো ও, ফিরে চললো শহরের দিকে। সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেছে তার

সন্ধ্যার অন্ধকার চেপে বসেনি এখনো। আকাশ বেশ পরিষ্কার। কর্নেল উইলসন তাঁর লম্বা ব্যারেলের রিভলভারটা পরিষ্কারের কাজ শেষ করেছেন এইমাত্র। হোলস্টারের ভেতরটা মোম পালিশ করলেন ভালো করে। যাতে প্রয়োজনের সময় রিভলভার আটকে না যায়। কয়েকবার দ্রুত হোলস্টারে ঢোকালেন এবং বের করলেন রিভলভারটা। সন্তুষ্টি ফুটে উঠলো চেহারায়। উল্টো দিকের জানালার দিকে তাকালেন কর্নেল। কোন প্রাণের সাড়া নেই ওদিকটায়। হ্যাট তুলে মাথায় দিলেন, চললেন দরজার দিকে। হ্যাণ্ডেল ঘোরাতে গিয়ে আবার মত পরিবর্তন করলেন।

ঘুরে ঘরের মাঝখানে এসে হ্যাটটা খুলে ছুঁড়ে ফেললেন বিছানার ওপর। কোট খুলতে যাবেন, এমন সময় দরজা খুলে গেল দড়াম করে। দ্রুত হাত চলে গেল রিভলভারের বাঁটে। আবার নামিয়ে নিলেন হাত। বিস্ময়ের ছাপ ফুটে উঠলো তাঁর চোখে-মুখে।

একটা ছোটখাট চীনা কুলি কোন সাড়া না দিয়ে ঘরে ঢুকে পড়েছে। পরনে পায়জামা। মাথায় জিলবক্স হ্যাট। কর্নেলের দিকে না তাকিয়ে সোজা গেল ক্লোজেটের দিকে। কর্নেলের খালি

Boighar.com

ব্যাগটা বের করে বিছানার ওপর খুললো ওটা। আলমারী থেকে সব কাপড়-চোপড় বের করে ঢোকাতে শুরু করলো ব্যাগে। কোন কথা নেই মুখে। ব্যাগটা বন্ধ করলো ও চেন টেনে। কাঁধে তুলে নিয়ে রওনা হলো দরজার দিকে।

হ্যাটটা তুলে নিলেন কর্নেল। দ্রুত চললেন চীনাটার পিছু পিছু। হোটেল থেকে বেরিয়ে এলেন রাস্তায়। অন্ধকার নেমে এসেছে। বাদামী রংয়ের পনচো পরা লোকটা দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার মাঝখানে, দু'পা ফাঁক করে। দু'হাত দু পাশে। মুখটা পাথরের মতো শক্ত।

চীনাটার উদ্দেশে বললো ও, 'সোজা স্টেশনে যাও। ইনি রাতের ট্রেনে যাবেন।'

দুই পা-ও এগুতে পারেনি কুলি। কর্নেলের গম্ভীর নির্দেশ এলো, 'কেউ যাবে না। ব্যাগ রেখে এসো, যেখান থেকে এনেছো সেখানেই।'

একেবারে অনুগত ভৃত্যের মতো ঘুরে হোটেলের দিকে চললো কুলিটা। ঠাণ্ডা কণ্ঠে নির্দেশ দিলো শিকারী, 'আমি বলছি, স্টেশনে যাও।'

'আমার রুমে যাও,' গর্জে উঠলেন কর্নেল।

হতভম্বের মতো কয়েক মুহূর্ত ওদের দু'জনের দিকে চেয়ে রইলো কুলি তারপর রাস্তার ধুলোর মধ্যে ব্যাগটা ফেলে দিয়েই ঝেড়ে দৌড় দিলো।

কর্নেল কয়েক পা এগিয়ে মুখোমুখি হলেন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীর। দু'জন দু'জনের চোখের দিকে চেয়ে আছে নিষ্পলক দৃষ্টিতে। মুখে

কোন কথা নেই। একে অন্যকে ওজন করছে যেন। দৃষ্টিতে কাবু করতে না পেরে শিকারী নিচে কর্নেলের পায়ের দিকে তাকালো। ঝকঝক করছে বুটজোড়া। হঠাৎ করে শিকারী তার ধূলিধূসরিত বুট দিয়ে মাড়িয়ে দিলো কর্নেলের বুট। তারপর প্রতিক্রিয়া দেখার জন্যে তাকালো তাঁর চোখের দিকে।

কর্নেল দেখলেন তাঁর বুটজোড়ার অবস্থা। তারপর শিকারীর ভঙ্গিতেই মাড়িয়ে দিলেন ওর বুটজোড়া, সজোরে।

কোন কিছু বুঝে ওঠার আগেই শিকারীর ঘুষি পড়লো কর্নেলের ডান চোয়ালে। ছিটকে কয়েক হাত দূরে ধুলোর ওপর পড়ে গেলেন কর্নেল ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন। চোয়ালটা ডলছেন। বাঁ-হাত দিয়ে ধুলো ঝাড়লেন পরনের কাপড় থেকে। একটু এগিয়ে তাকালেন প্রতিদ্বন্দ্বীর দিকে। শিকারীর মুখ নির্বিকার, পাথরের মতো।

এবার হ্যাটটা তুলে নিলেন কর্নেল মাটি থেকে। ওটাও ঝাড়লেন যত্নের সাথে। মাথায় দিতে যাবেন এমন সময় গর্জে উঠলো শিকারীর রিভলভার। পলকের মধ্যে ওর হাতে চলে এসেছে রিভলভারটা পনচোর আড়াল থেকে। কর্নেলের হাত থেকে হ্যাটটা উড়িয়ে নিয়ে গেল বুলেট। কয়েক ফুট দূরে রাস্তার ওপর পড়লো ওটা।

কর্নেল উইলসন সাবধানে পিছিয়ে গেলেন। পৌঁছুলেন হ্যাটের কাছে। আবার গর্জে উঠলো রিভলভার। আরো কয়েক হাত দূরে উড়ে গিয়ে পড়লো ওটা। এরপর একটার পর একটা গুলি হতে থাকলো। গুলি শেষ হবার পর থামলো শিকারী। ততোক্ষণে

Boighar.com

হ্যাটটা চলে গেছে বহু দূরে। খালি টোটাগুলো ফেলে দিলো শিকারী। নতুন বুলেট ভরলো ওতে। কর্নেল গিয়ে তুলে নিলেন হ্যাটটা। যত্নের সাথে ধুলো ঝেড়ে মাথায় পরলেন।

আবার গর্জে উঠলো শিকারীর রিভলভার, পরপর দু'বার। কর্নেলের দুই পায়ের ফাঁকে ধুলো ওড়ালো বুলেট দু'টো। এবার রিভলভার ধরা ডান হাতটা নামালো শিকারী। ঝুলছে ডানপাশে, শিথিলভাবে। নীরবে তাকিয়ে আছে কর্নেলের দিকে। চোখে খানিকটা কৌতুক, যেন বলছে, কেমন মজা বোঝো এবার! আর লাগতে আসবে!

একটুও ইতস্ততঃ না করে কর্নেল বের করলেন তাঁর সেই বিশাল রিভলভারটা যত্নের সাথে লক্ষ্য স্থির করলেন। গুলি করলেন। উড়ে গেল শিকারীর হ্যাট ওপরে। মাটিতে নামার আগেই আবার গুলি। উড়ে গেল হ্যাটটা ওপরে, ঘুরছে ওটা। রিভলভারের গুলি শেষ না হওয়া পর্যন্ত হ্যাটটাকে শূন্যেই বিদ্ধ করে চললো একটার পর একটা বুলেট। রিভলভার নামালেন কর্নেল। ওদিকে হ্যাটটাও বাতাসে ভর করে রাস্তার ধুলোয় নেমে এসেছে ধীরে ধীরে। কর্নেলের হ্যাটের মতোই অবস্থা ওটার। ছয়টা বুলেট এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়েছে।

এগুলেন কর্নেল নাম না জানা লোকটার দিকে। চলতে চলতেই সিলিণ্ডারে পুরে নিলেন নতুন বুলেট কটা। তারপর হোলস্টারে পুরলেন সোজা তাকালেন প্রতিদ্বন্দ্বীর চোখের দিকে।

'ভালোই হাত তোমার,' বললেন তিনি, 'আমার রুমে ভালো হুইস্কি আছে। তোমার কুলি ওটা দেখেনি। হবে না কি?'

বইঘর.কম

কয়েক মুহূর্তের নীরবতা। তারপর শিকারী শান্ত কণ্ঠে বললো, 'ঠিক আছে, আমি আপনার ব্যাগটা নিয়ে যাচ্ছি।'

কর্নেল দু'টো গ্লাসে ঢালছেন হুইস্কি। নাম না জানা লোকটা বসে আছে টেবিলের ওপর। কর্নেলের লম্বা ব্যারেলের রিভলভার পরীক্ষা করে দেখছে। কাঠের হোলস্টারটা লাগালো বাঁটের সাথে। ছোটখাট রাইফেলের মতো দেখাচ্ছে এখন ওটাকে। আবার বিচ্ছিন্ন করলো দুটো। মাথা ঝাঁকালো শিকারী, 'এই অদ্ভুত জিনিসটা নিয়ে কি করে যে ঘোরাফেরা করেন, বুঝি না!'

'এই অদ্ভুত জিনিসটাই তোমাকে কবরে পাঠাতে পারতো,' হালকা কণ্ঠে জবাব দিলেন কর্নেল।

'কর্নেল, ভুলবেন না, আমি শুধু আপনার হ্যাটকেই গুলি করেছিলাম।'

'আমিও তোমার হ্যাটকেই···' গ্লাস এগিয়ে দিলেন কর্নেল ওর দিকে।

'গ্লাস তুলে দু'জনে নীরবে টোস্ট করলো, তারপর গলায় ঢেলে দিলো পানীয়টুকু। প্রতিদ্বন্দ্বীকে জরিপ করছেন কর্নেল। 'দ্যাখো, আমার বয়স প্রায় পঞ্চাশ। নিজের মতো করেই চলি আমি। আরো কিছুদিন বেঁচে থাকার ইচ্ছে আছে। এ সবে এতোদিন কেউ টিকে থাকে না। তুমি কতোদিন টিকবে বলে মনে করো?'

'আপনার চেয়েও বেশি দিন। দক্ষিণে সুন্দর কিছু র‍্যাঞ্চ দেখেছি, কর্নেল। দীর্ঘদিন ধরেই ওরকম র‍্যাঞ্চের মালিক হবার লোভ আমার। এন্টেরিককে ধরতে বা মারতে পারলেই দশ হাজার ডলার পাবো। তখন আমি সার্থক করতে পারবো আমার

Boighar.com

স্বপ্ন। তারপর আর বন্দুকে হাত দেবার খুব একটা ইচ্ছে নেই আমার।'

'তোমার উদ্দেশ্যের প্রশংসা করতে হয়,' বললেন কর্নেল, 'কিন্তু, বৎস, তুমি একটা কথা বুঝতে পারোনি বা পারছো না।'

'কি?'

'এণ্টেরিক আমার,' চোখ জ্বলজ্বল করছে কর্নেলের।

'শিওর, কিন্তু ওকে পেতে হলে আমাকে টপকে যেতে হবে আপনাকে।'

'টপকানোর কি দরকার,' আস্তে করে বললেন কর্নেল, 'আমরা দু'জনেও তো লড়তে পারি একসাথে!'

ঠাণ্ডা চোখে তাকালো লোকটা কর্নেলের দিকে, 'বলছেন?'

'হ্যাঁ।' পাইপে অগ্নিসংযোগ করে ধোঁয়া ওড়ালেন উইলসন, 'সমান সমান ভাগ। ঝুঁকি টাকা দু'টোরই।'

'কেন ভাগাভাগির মধ্যে যাবো? যখন আমি একাই যথেষ্ট।' যোগ করলে শিকারী, 'তাছাড়া এতোদিন ধরে একা একা চলতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি।'

'জুটি বাঁধার দরকার আছে বৈকি, মাই বয়। এণ্টেরিকের সঙ্গী-সাথীর সংখ্যা নেহাত কম নয়। এতোগুলো ডাকাতের বিরুদ্ধে একা একা কিছু করা বোকামি হবে। এমনকি দু'জনের জন্যেও সংখ্যাটা অনেক বেশি।'

'তা ঠিক, কর্নেল।' স্বীকার করলো শিকারী। 'কিন্তু, আমি একাই কাজটা সারতে পারলে, পুরস্কারের অঙ্কটাও তো বেশি হবে।'

বইঘর.কম

'তাহলে, তোমাকে আমার সাথেও লড়তে হবে। আমাকে জীবিত রেখে তুমি কিছুতেই এন্টেরিকের গায়ে হাত দিতে পারবে না।'

বলে চললেন কর্নেল, 'তুমি বুঝতে পারছো না। একা কোন বিশাল বাহিনীর সাথে লড়তে গেলে পেছন থেকেও গুলি খাবার আশঙ্কা থাকে। কিন্তু, দু'জন হলে···

'আর কিছু বলার আছে?'

'আমাদের দু'জনের লক্ষ্যই এক, এন্টেরিককে ধ্বংস করবো। এখন আলাদাভাবে কাজ করতে গেলে আমাদেরই ক্ষতি হবার আশঙ্কা।' এবার জিজ্ঞেস করলেন কর্নেল, 'আচ্ছা, তুমি বুঝলে কি করে, ব্যাংক অভ এল পাসোই এন্টেরিকের টার্গেট?'

শ্রাগ করলো শিকারী, 'সম্ভবতঃ আপনি যেভাবে বুঝেছেন···। এন্টেরিক সম্পর্কে প্রতিটি তথ্য সংগ্রহ করেছি আমি। ওগুলো জোড়া দিতে একটাই উত্তর বেরিয়ে আসে, এল পাসো।'

নড করলেন কর্নেল। বোতলটা খুলে গ্লাস ভরলেন আবার। শিকারী টেবিলে কনুইয়ের ভর দিয়ে একটু আরাম করে বসলো।

'প্রায় দেড়বছর জেলে থাকার পর ওর টাকা দরকার—অনেক টাকা। আর ছোটখাট কাজ করে না এন্টেরিক। ও এমন কিছু করতে চায়, যা সবাইকে কাঁপিয়ে দেবে। আমি হলে, ব্যাংক অভ এল পাসো ডাকাতি করবার কথাই ভাবতাম। এর নিরাপত্তা ব্যবস্থা ভাঙতে পারলে, গোটা এলাকা ভয়ে কেঁপে উঠবে।'

'ঠিক,' বললেন কর্নেল, 'আমার হিসেবও প্রায় একই রকম। কিন্তু ধরা যাক তোমার হিসেব ভুল। ধরো এন্টেরিকের দলের

BanglaBook.org

কাউকে তুমি দ্যাখোইনি এখানে। তাহলে কি করতে?'

হাসলো শিকারী, 'আমি বাজী ধরতে পারি এ ব্যাপারে। ব্যাংক অভ এল পাসো দুর্ভেদ্য মনে হলেও, এর নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কিছু মারাত্মক গলদ ধরতে পেরেছি আমি। আশা করি আপনিও···

'তুমি তো বেশ চালাক দেখছি,' প্রশংসার চোখে ওর দিকে তাকালেন কর্নেল। গ্লাস উঁচু করে সম্মান জানালেন। 'এই জন্যেই বলছি, আমরা জুটি বাঁধলে অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করা যাবে। তবে একটা কথা, এন্টেরিক আমার। ওর মৃত্যু আমার হাতে। এ ব্যাপারে কোন বাধা সহ্য করবো না আমি। ওর জন্যে যে দশ হাজার ডলার পুরস্কার আছে ওটা তুমিই নিও। অন্যদেরটা নেবো আমি।'

'তা কি করে হয়,' শিকারী বললো, 'এন্টেরিকের চ্যালাদের জন্যে যে পুরস্কার ঘোষিত হয়েছে তার পরিমাণ এন্টেরিকের চেয়েও বেশি।'

'কি করে জানলে?'

'জানি।'

'হিসেবে ভুল হয়েছে তোমার। এই দ্যাখো,' বলে নোট বুক খুললেন কর্নেল, 'সব ক'জন মিলিয়ে পুরো দশ হাজার।'

তালিকাটা দেখলো শিকারী, কর্নেলের কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি মেরে। তারপর বললো, 'যাক, এ নিয়ে তর্কাতর্কি করার দরকার নেই। আমি আপনার প্রস্তাবে রাজী। কিন্তু একটা প্রশ্ন আছে?'

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন কর্নেল।

'এন্টেরিকের ব্যাপারে আপনার এতো আগ্রহ কেন?'

জ্বলে উঠলো কর্নেলের সবুজ চোখ, লক্ষ্য করলো নাম না জানা লোকটা। উইলসন শুধু বললেন, 'একান্ত ব্যক্তিগত।' চোখে ভেসে উঠলো তাঁর বেলিণ্ডার সদাহাস্যময় মুখ। একটু আনমনা হয়ে গেলেন তিনি ক্ষণিকের জন্যে।

গ্লাস তুললো শিকারী, 'আমাদের পার্টনারশীপের উদ্দেশে।'

চমক ভাঙলো কর্নেলের, গ্লাস তুলে টোকা দিলেন শিকারীর গ্লাসে। 'টু আওয়ার পার্টনারশীপ।'

'কিন্তু, কোন চালাকি নয়।' সাবধান করে দিলো শিকারী।

কর্নেলও পুনরাবৃত্তি করলেন, 'কোন চালাকি নয়।'

টেবিল থেকে নেমে একটা চেয়ার টেনে উইলসনের কাছাকাছি বসলো ও। 'এখন নতুন করে পরিকল্পনা করতে হবে।'

'আমার একটা প্ল্যান আছে,' বললেন কর্নেল, 'আমাদের এক-জনকে যে করে হোক এণ্টেরিকের দলে ঢুকতে হবে। একজন ভেতর থেকে আঘাত হানবো, আরেকজন বাইরে থেকে।'

'আমার দিকে দেখছেন কেন? আমিই যাবো নাকি এণ্টেরিকের দলে?'

'হ্যাঁ, কারণ এণ্টেরিকের দলের কেউই তোমাকে চেনে না। আর সেলুনের ওই ঘটনার পর কুঁজোটা আমাকে দেখলেই খুন করবে।'

'তাহলে, আমিই নির্বাচিত হলাম ডাকাত দলে যোগ দেয়ার জন্যে। এখন একটু ঝেড়ে কাশুন তো। আপনার কোন প্ল্যান আছে নিশ্চয়ই। এণ্টেরিক নিশ্চয়ই আমাকে সংবর্ধনা জানানোর জন্যে বসে নেই। ওই নেকড়েরা বোধহয় ওদের বাবাদেরও বিশ্বাস

Boighar.com

করে না। কি করবো ? গিয়ে বলবো, ভায়েরা আমার, তোমাদের দলে যোগ দিতে এসেছি। বিশ্বাস করতে পারো আমাকে। নাকি এন্টেরিকের জন্যে এক গোছা ফুল নিয়ে যাবো ?' একটু ঠাট্টার সুর শিকারীর কথায়।

'না, এর চেয়েও ভালো প্ল্যান আছে আমার,' শান্ত কণ্ঠে বললেন কর্নেল। 'ফুল না নিয়ে বরং সানোকে নিয়ে যাও সঙ্গে, কাজ দেবে।'

'সানো ?'

'এন্টেরিকের এক বিশ্বস্ত সঙ্গী। খুব মূল্যবানও বলতে পারো ওকে। সানোকে খুব দরকার ওর। কিন্তু ও আটকে আছে আলামাগর্ডো কারাগারে।'

'এতো কথা জানলেন কি করে ?'

'আমারও সোর্স আছে, মাই বয়,' হাসলেন কর্নেল।

'আলামাগর্ডো,' নামটা উচ্চারণ করলো শিকারী, 'দেখেছি ওটা। আশা করি ওই হারামজাদা সানোকে বের করে আনতে পারবো। খুব কঠিন হবে না বোধ হয় কাজটা।'

'ফিফটি ফিফটি পার্টনারশীপ,' বললেন কর্নেল, 'আমার কাজ আইডিয়া দেয়া। আর তোমার কার্যকর করা।'

চেয়ার ছেড়ে উঠলেন কর্নেল। ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন জানালার দিকে। বাইরে রাতের ঘন অন্ধকার চেপে বসেছে। এখন রাত গভীর।

পেছন থেকে দেখছে ওঁকে অজ্ঞাতনামা লোকটা। চোখ ছোট হলো ওর একটু। কৌতূহলে ফেটে যাচ্ছে ও। জিজ্ঞেস করলো,

বইঘর.কম

'কর্নেল, আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপারটা কি বলা যায় না? কিছু একটা আছে নিশ্চয়ই আপনার আর এন্টেরিকের মধ্যে।'

'আছে।' জবাব দিলেন কর্নেল, 'ওর সঙ্গে আমার ফয়সালা আছে একটা। কারণটা নাই-বা জানলে।' বলে কর্নেল ভেস্টের পকেটে হাত ঢোকালেন। একটা সোনার চেনযুক্ত পকেট ঘড়ি বের করলেন। ঘড়ির রঙও সোনালী। একটা বোতামে চাপ দিতেই ঘড়ির ডালাটা খুলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো টুংটাং ধ্বনি। ঘর ভরে গেল মিষ্টি সুরে। ঘড়ির ডালাটায় একটা হাস্য-ময়ী মুখের ছবি। কর্নেল তাকিয়ে আছেন ছবিটার দিকে, নির্বাক। অতীতে হারিয়ে গেছেন যেন উনি।

শিকারী আস্তে করে উঠে দাঁড়ালো। প্রায় নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। পেছনে দরজাটা ভিড়িয়ে দিলো। টুংটাং শব্দটা বাজছে এখনো।

Boighar.com

দশ

পশ্চিমে বেশ কয়েক মাইল দূরে এরকম টুংটাং ধ্বনি বিভোর করে রেখেছে আরো একজনকে। অবিকল এই ঘড়ি এন্টেরিকের হাতেও। একটা বেঞ্চের ওপর বসে আছে ও কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে। চোখ দু'টো আধবোঁজা। এন্টেরিকও তলিয়ে গেছে ওর অতীতের অন্ধকারে। এই ঘড়িটার টুংটাং শব্দ সব সময়েই ওকে মনে করিয়ে দেয় একটা ঘটনার কথা। কখনো কখনো যন্ত্রণা হয় ওকথা স্মরণ করে। তখন মাথা ঠিক রাখতে পারে না।

হেঁটে চলেছে এন্টেরিক। অন্ধকার রাস্তা। একটা বাড়ির কাছাকাছি আসতেই মধুর টুংটাং ঘন্টাধ্বনি ভেসে এলো। এরকম মধুর শব্দ জীবনে এই প্রথম শুনলো ও। রাস্তার দিকের একটা জানালা আধখোলা। পা টিপে টিপে জানালার ধারে গিয়ে সাবধানে উঁকি দিলো। আলোকিত বেডরুম একটা। বেশ সাজানো গোছানো। চারদিকে সাজসজ্জা দেখে মনে হয়, অতি সম্প্রতি কোন উৎসব অনুষ্ঠান হয়ে গেছে এ বাড়িতে। একটা ডাবল বেড বিছানায় বালিশে হেলান দিয়ে বসে আছে একটা মেয়ে, বেশ

সুন্দরী। সব চেয়ে আকর্ষণীয় ওর চোখ দু'টো। হাসছে। হাতে একটা সোনালী ঘড়ি, সোনার চেনসহ। পকেট ঘড়িটার ডালা খোলা। ওই ঘড়ি থেকেই টুংটাং শব্দ হচ্ছে। ঘড়ির দিকে চেয়ে আছে মেয়েটা। গভীর মনোযোগের সাথে শুনছে ঘণ্টাধ্বনি।

ওর পরনে শুধু একটা পাতলা রোব। ফলে নতুন যৌবনপ্রাপ্ত দেহের প্রায় সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খুব সহজেই চোখে পড়ছে। ওর দেহের বাঁক যে কোন লোকের মাথা ঘুরিয়ে দেবার জন্যে যথেষ্ট। কিন্তু চোখে মুখে শিশুর মতো অদ্ভুত সারল্য ফুটে আছে। বোঝাই যায়, জীবনের কঠিন দিকগুলো দেখবার সুযোগ হয়নি এখনো পর্যন্ত। এন্টেরিকের ভেতরটায় আগুন ধরে গেল যেন। শরীর কাঁপছে উত্তেজনায়। ঘড়ি আর মেয়ে, দুটোই সম্মোহিত করে ফেলেছে ওকে।

এক যুবক ঢুকলো ঘরে। মেয়েটার পাশে বিছানায় বসলো। জড়িয়ে ধরে ওর কানে কানে কি যেন বললো। খিলখিল করে হেসে উঠলো মেয়েটা। মাথায় আগুন ধরে গেল এন্টেরিকের। ঘুরে বাড়ির সামনের দরজার দিকে গেল। হোলস্টার থেকে রিভলভার চলে এসেছে ডান হাতে। দরজাটা খোলা। বন্ধ করতে ভুলে গেছে বোধ হয় ওরা

মেয়েটার গালে মুখ ঘষতে ঘষতে কথা বলছে যুবক। এখন ওদের কথা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে ও, 'বেলিণ্ডা, তোমার ভাইয়ের দেয়া উপহারটা নিয়ে পাগল হয়ে গেলে নাকি?' ঘড়িটা নিয়ে ডালা বন্ধ করে দিলো সে। বন্ধ হয়ে গেল টুংটাং ধ্বনি।

বেলিণ্ডা জড়িয়ে ধরলো ছেলেটিকে, বললো, 'হ্যারী, আমাদের

Boighar.com

বিয়েতে ভাইয়ার দেয়া এই ঘড়িটাই সব চেয়ে পছন্দ হয়েছে আমার।'

'আমারও, কিন্তু···' ওর ঠোঁট দুটো এগিয়ে গেল বেলিণ্ডার দুই পাতলা ঠোঁটের দিকে। বেলিণ্ডার চোখেও আমন্ত্রণ। নব-বিবাহিত, তাই কোনদিকে খেয়াল নেই।

দড়াম করে বেডরুমের দরজা খুললো এণ্টেরিক লাথি মেরে। বেলিণ্ডাকে ছেড়ে তড়াক করে ঘুরে বসলো হ্যারী। জমে গেল, দরজায় এণ্টেরিকের বিশাল দেহ আর ভয়ানক চেহারা দেখে। ওর হাতের রিভলভারটার দিকে চেয়ে আছে হ্যারী সম্মোহিতের মতো। বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা কাটিয়ে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েই ছুটলো এণ্টেরিকের দিকে। গর্জে উঠলো এণ্টেরিকের রিভলভার, পরপর দু'বার। মাঝ পথেই বাধা পেলো হ্যারী। বুলেট দুটো ওর বুকে জায়গা করে নিয়েছে। দু'হাত ছড়িয়ে ধপাস করে সামনের দিকে পড়ে গেল ও। একটুও নড়লো না। গলগল করে রক্ত বেরিয়ে মেঝের কার্পেট ভিজিয়ে দিচ্ছে।

ভয়ানক আতঙ্কে বেলিণ্ডা নড়বার ক্ষমতা পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছে। ডান হাতে মুখ চেপে ধরে আর্তচিৎকার চাপা দেয়ার চেষ্টা করছে। দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরেছে হাত সজোরে। হাতের চামড়া কেটে বসে যাচ্ছে দাঁত, রক্ত বেরিয়ে এসেছে। এণ্টেরিক বিছানার পাশে পৌঁছলো লম্বা লম্বা পা ফেলে। ঘড়িটা তুলে নিলো বিছানা থেকে। পকেটে ঢোকালো। তারপর তাকালো বেলিণ্ডার দিকে। কাঁপছে মেয়েটা আতঙ্কে, শোকে। চোখ দুটো বিস্ফারিত। হাসবার চেষ্টা করলো এণ্টেরিক। কিন্তু তাতে ওর মুখ আরো কদাকার

বইঘর.কম

দেখাচ্ছে। এক টানে ছিঁড়ে ফেললো বেলিণ্ডার রোব। ছুঁড়ে দিলো এক দিকে। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়লো বেলিণ্ডার নগ্ন দেহের ওপর প্রবল উল্লাসে হিংস্র পশুর মতো···'

উঠে দাঁড়ালো এণ্টেরিক বেঞ্চ থেকে। আর মনে করতে চায় না ও কোন কথা।

সেলে নির্ঘুম সময় কাটছে সানোর। অসহনীয় ওর এই বন্দিদশা। বাইরে ঘোর অন্ধকার। হঠাৎ ওর গায়ে কি যেন পড়লো। এদিক ওদিক দেখলো সানো। সেলের বাতি নেভানো। কিছুই দেখা যাচ্ছে না ভেতরে। ভয় দেখা দিলো ওর মনে, কোন বিষাক্ত মাকড়সা-টাকড়সা নয় তো! একটা ছোট পাথর এসে পড়লো ওর সেলের মেঝেতে, স্পষ্ট বুঝতে পারলো সানো। জানালা দিয়েই এসেছে।

চকিতে জানালার দিকে তাকালো ও। আবছা একটা ছায়া, মানুষের। লোকটা মুখে আঙুল চাপা দিলো। কথা না বলার জন্যে ইঙ্গিত করছে। বাঙ্কে শুয়ে পড়তে বললো সানোকে হাতের ইশারায়, মুখে কোন কথা নেই। বসে পড়লো সানো বাঙ্কে। লোকটার একটা হাত জানালার মোটা শিক ধরে আছে। আরেকটা হাত অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। আবার এলো হাতটা, ওতে একটা কাঠির মতো কি যেন ধরা। জানালার শিকের সাথে বাঁধার চেষ্টা করছে ও কাঠিটা এক হাতেই। শিকের সাথে আটকানো হয়ে গেল জিনিসটা।

সানো এখনো বুঝতে পারছে না, কি করছে আগন্তুক। ওর

হাতের ওটাই বা কি। এবার লোকটার হাতে দেখা গেল একটা জ্বলন্ত সিগার। সিগারটা কাঠির মতো জিনিসটার কাছাকাছি নিয়ে এলো ও। ঝাঁপ দিয়ে সেলের এক কোণে গিয়ে পড়লো সানো। লম্বা হয়ে শুয়ে পড়েছে দেয়ালের গা ঘেঁষে, জানালা থেকে যতোটা সম্ভব দূরে। এখন বুঝতে পেরেছে সানো, ওটা কি। ডিনামাইট। তাড়াহুড়ো করে বাঙ্কের ওপর থেকে কম্বল, তোষক সব টেনে গায়ের ওপর চাপিয়ে নিলো। কান ঢাকলো দু'হাতে।

রাতের আঁধার, বিস্ফোরণের শব্দ প্রচণ্ড শোনালো। ওই শব্দে সানোরও নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ হবার জোগাড়। তবে ওর কোন ক্ষতি হয়নি। উঠে দাঁড়ালো ও। দু'টো শিক কুঁকড়ে গেছে। এখন একজন মানুষ বের হবার জন্যে যথেষ্ট জায়গা তৈরি হয়ে গেছে ওখানে। ছুটে গেল সানো ভেঙে পড়া জানালার কাছে। নিচেই একজন লোক বসে আছে ঘোড়ার ওপর। গায়ে বাদামী রঙের পনচো। মুখে সিগার। আরেকটা ঘোড়ার লাগাম ধরা ওর হাতে। কোন আরোহী নেই। অস্থির হয়ে উঠেছে নিচের লোকটা। তাড়াতাড়ি নেমে যেতে বলছে ওকে হাতের ইশারায়। আর বিলম্ব করলো না সানো। লাফ দিয়ে নিচে খালি ঘোড়াটার পিঠে পড়লো অভ্যস্ত ভঙ্গিতে।

'তাড়াতাড়ি চলো,' বললো আগন্তুক, 'এন্টেরিক আর বেশিক্ষণ তোমার বিরহ সইতে পারবে না।'

সানোকে দেখে হৈ হৈ করে উঠলো সবাই। ঘিরে ধরলো ওকে। কেউ চুমু খাচ্ছে খুশির চোটে। কেউ পিঠ চাপড়ে দিচ্ছে। এন্টেরিক অনেক কষ্টে সবাইকে সরিয়ে পৌঁছুলো সানোর কাছে।

বইঘর.কম

জড়িয়ে ধরলো ওকে সজোরে।

'সানো, বন্ধু আমার। সবাই বলছিল চারবছরের জন্যে জেলে পুরে দিয়েছে তোমাকে। আমি ভাবছিলাম, তোমাকে চারচারটা বছর না দেখে কি করে বাঁচবো আমি।'

'আমরা ওদের বোকা বানিয়ে দিয়েছি। চারবছর। ফুঃ। মাত্র চারটা সপ্তাহও আটকে রাখতে পারলো না আমাকে।'

আনন্দের প্রথম ঢলথামতে সবার চোখ পড়লো বাদামী পনচো পরা লোকটার ওপর। এতোক্ষণ ওদের নজরে পড়েনি। সানোকে ছেড়ে এন্টেরিক পিছিয়ে এলো দু'পা। জিজ্ঞেস করলো, 'লোকটা কে, সানো?'

'মানে!!' চোখ কপালে উঠলো সানোর। 'তুমি চেনো না ওকে! ওই তো আমাকে জেল থেকে মুক্ত করে আনলো। অদ্ভুত সাহস দেখিয়েছে। আমি তো ভেবেছিলাম, তুমিই পাঠিয়েছো···'

মুখোমুখি হলো এন্টেরিক লোকটার। 'কেন, কেন তুমি সানোকে ছাড়িয়ে আনতে গেলে? কে তুমি?'

সন্দেহের ছায়া ভর করলো এন্টেরিকের চেহারায়। সানোকে উদ্দেশ করে বললো, 'একে জীবনে কোনদিন দেখিনি।'

আবার জিজ্ঞেস করলো এন্টেরিক, 'কে তুমি! কথা বলছো না কেন? সানোকে ছাড়িয়ে আনার উদ্দেশ্য কি তোমার?'

অজ্ঞাতনামা শিকারী সিগার বের করলো পকেট থেকে। ধীরে-সুস্থে ধরিয়ে কাঠিটা ফেলে দিলো মেঝেতে। এদিকে অধৈর্য হয়ে উঠেছে এন্টেরিক, 'কি হলো?'

'সত্যি কথা বলতে কি,' শান্ত কণ্ঠে বললো লোকটা, 'তোমাদের

Boighar.com

মাথার দাম এতো বেশি যে, সবাইকে একত্রে ধরার এই সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইছিলাম না। তোমাদের দলে ভিড়ে কোন এক সুযোগে আইনের হাতে ধরিয়ে দেয়াই আমার উদ্দেশ্য।'

ধোঁয়া ছাড়লো ও আরাম করে, সামনে দাঁড়ানো সবার মুখের ওপর। সবার মধ্যেই প্রবল উত্তেজনা সংক্রমিত হয়েছে, শুধু অবিচল শিকারী। প্রথম প্রতিক্রিয়া দেখা দিলো ওয়াল্টারের মাঝে। পলকের মধ্যে রিভলভারটা তুলেই গুলি করলো ও। প্রায় বদ্ধ ঘরে আওয়াজটা শোনালো বোমা বিস্ফোরণের মতো। শিকারীর সিগারের অর্ধেকটা উড়িয়ে নিয়ে গেছে ওয়াল্টারের গুলি।

কিন্তু কোনরকম উত্তেজনার চিহ্নমাত্র নেই ওর মাঝে। সিগারের বাকি অংশটুকু মুখ থেকে নামিয়ে দেখলো একবার, তারপর ওয়াল্টারের দিকে এগিয়ে গেল। সিগারটা দাঁতে কামড়ে ধরে বললো, 'ধরিয়ে দাও। নইলে অসুবিধে হবে।'

সম্মোহিত হয়ে গেছে যেন ওয়াল্টার। বাঁ হাতে পকেট থেকে দিয়াশলাই বের করলো। রিভলভারটা হোলস্টারে রেখে ধরিয়ে দিলো শিকারীর সিগার।

হাসিতে ফেটে পড়লো এন্টেরিক। 'যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট। মাই ফ্রেণ্ড, আমার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছি। তোমাকে বিশ্বাস করা যায়। আজ থেকে তুমি আমার দলে। নাম কি?'

এন্টেরিকের চোখে চোখ রাখলো অজ্ঞাতনামা লোকটা। সিগারের ধোঁয়া ছাড়লো। কিছুক্ষণের নিরবতা ভেঙে বললো, 'নাম দিয়ে কি হবে। কাজ নিয়ে কথা।'

ধীরে ধীরে সহজ হয়ে এলো পরিবেশ। এন্টেরিক খুব সহজেই

মেনে নিয়েছে লোকটার উপস্থিতি। অন্যদের হাতও সরে গেছে হোলস্টার থেকে। সবাই বসে পড়লো নিজ নিজ জায়গায়। এন্টেরিকের আসন ঘিরে প্রায় সবার আসন। ওয়াল্টার বসবার জায়গা করে দিলো অজ্ঞাতনামা লোকটাকে। তবে ওর বিমূঢ় ভাবটা কাটেনি এখনো।

'নাম না জানা লোক,' ধীরে ধীরে বললো এন্টেরিক। 'সানোকে নিয়ে আসার জন্যে তোমার পুরস্কার পাওনা হয়েছে। ঠিক সময়েই এসেছো তুমি। কালকের পর থেকেই তোমার পুরস্কারের পাহাড় জমতে থাকবে।' হাসলো এন্টেরিক, নেকড়ের মতো, 'কাল আমরা একটা অসম্ভবকে সম্ভব করবো। ব্যাংক অভ এল পাসো লুট করবো আমরা। তুমি হবে আমার প্ল্যানের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ।'

সামনের দিকে একটু ঝুঁকলো এন্টেরিক। ওর চোখ জ্বলজ্বল করছে, 'এল পাসো থেকে কয়েক মাইল দূরেই ছোট্ট শহর সান্তা ক্রুজ। কাল সকালে চারজন যাবে ওখানে। সান্তা ক্রুজের ব্যাংকের ওপর হামলা চালাবে। সামনে যে পড়বে তাকেই গুলি করবে। মোট কথা, সন্ত্রাস ছড়িয়ে দিতে হবে চারধারে। চারজন হচ্ছে—হোয়াইট, জিকো, ইডো এবং আমাদের নতুন বন্ধু, সিনর নো নেম। ব্যাংক ডাকাতি করেই তোমরা ছুটবে। এমনভাবে ছুটবে যেন সবাই তোমাদের পিছু নেয়ার সুযোগ পায়। এদিকে এল পাসোতে এ খবর পৌঁছে যাবে টেলিগ্রাফের মাধ্যমে। এল পাসো থেকেও লোক ছুটবে। আমরা অন্যদের ব্যবস্থা করবো।'

'ভালো প্ল্যান,' বললো অজ্ঞাতনামা শিকারী, 'তারপর?'

'একসময় তোমরা পোসিকে ফাঁকি দিয়ে চলে আসবে লা

Boighar.com

পালমেরাসে। ওখানে আমরা সবাই মিলিত হবো। জায়গা ঠিক করাই আছে। ওখানে গিয়ে টাকা-পয়সার ভাগ-বাটোয়ারা হবে।'

উঠে দাঁড়ালো শিকারী। স্যাডল আর কম্বল কাঁধে তুলে নিয়ে রওনা হলো সিঁড়ির দিকে।

'কোথায় যাচ্ছো?' প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো এক্টেরিক।

থামলো লোকটা, 'কেন? বিশ্রাম নিতে। কাল অনেক ঝামেলা যাবে, তুমিই তো বললে।' সবার দিকে তাকিয়ে হাসলো ও, তারপর উঠে গেল ওপরে।

এগারো

রাতের অন্ধকার থাকতেই বেরিয়ে পড়েছে ওরা চারজন। ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে। উঁচু পাহাড়ের কাঁধের ওপর দিয়ে সূর্য উঁকি দিচ্ছে সান্তা ক্রুজ শহরের দিকে। ব্যাংক খুলতে এখনো অনেক দেরি। তাই শহরে ঢুকলো না ওরা। একটা পাহাড়ের আড়ালে গোপন জায়গা বেছে নিয়ে বসে পড়লো। আগুন ধরালো শুকনো ডালপাতা জড়ো করে। কফি বানিয়ে খেলো সবাই। জায়গাটা দুই পাহাড়ের মাঝখানে। ফলে তেমন আলো নেই।

কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়লো ওরা। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনজন নাক ডাকতে শুরু করলো। শিকারী শুয়ে আছে কম্বলের ওপর, চোখ নীল আকাশের দিকে। দিনের আলো পুরোপুরি ফুটে ওঠার সাথে সাথেই ও উঠে বসলো। ভাঁজ করলো কম্বলটা। এমন সময় ঘুম ভাঙলো হোয়াইটের। উঠে ওদের নতুন বন্ধুর দিকে তাকিয়ে হাসলো।

'কাল রাতে ভালো জোক করেছিলে, দোস্ত। আমি তো মনে করেছিলাম, তুমি সত্যি সত্যিই একজন বাউন্টি শিকারী!'

ঠাণ্ডা চোখে তাকালো ওর দিকে নাম না জানা লোকটা, 'কে

বললো আমি জোক করেছি ?'

হোয়াইটের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। চোখ বড়ো বড়ো হয়ে উঠেছে, 'মাই গড! তাহলে, সত্যিই তুমি···' কোমরের দিকে হাত বাড়ালো ও।

হোয়াইটের চিৎকারে অন্যদেরও ঘুম ভেঙে গেল। কিন্তু কিছু বুঝে ওঠার আগেই অজ্ঞাতনামা শিকারীর রিভলভার গর্জে উঠলো। বাঁ হাতে হ্যামার টানছে দ্রুত গুলি করবার জন্যে। তিনটে গুলির শব্দ যেন একসাথেই হলো। পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি তুললো সেই আওয়াজ।

রিভলভারে টোটা পুরে হোলস্টারে ঢুকিয়ে রাখলো আবার। তিনটে মৃতদেহ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। একমাত্র হোয়াইটই ওর রিভলভার বের করতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য, গুলি ছোঁড়ার আগেই মারা গেছে। হিসেব করলো শিকারী, কতো পুরস্কার পাওয়া হয়েছে ওর। তারপর লাশগুলো জড়ো করে পাথরের আড়ালে লুকিয়ে রাখলো। চড়ে বসলো ঘোড়ায়। ধীরে ধীরে রওনা হলো সান্তা ক্রুজের দিকে।

রেললাইনের পাশেই একটা ছোট্ট ঘর। টেলিগ্রাফ অফিস। আবার অপারেটরের লিভিং কোয়ার্টারও বটে। অপারেটর একজন বৃদ্ধ। কৃশকায়। দেহে কোন শক্তি আছে কি না সন্দেহ।

অজ্ঞাতনামা শিকারী ঢুকলো ঘরে, নিঃশব্দে। বুড়ো অপারেটর স্টোভের পাশে বসে। স্টোভের ওপর ফ্রাই প্যান। ডিম ভেঙে ছেড়ে দিলো প্যানে। আরেকটা ডিম তুলে নিলো হাতে। বৃদ্ধ টের পায়নি ঘরে কেউ ঢুকেছে। একটা হাত এসে ওর হাত থেকে

বইঘর.কম

ডিমটা প্রায় ছিনিয়ে নিলো। প্যানের গায়েই বাড়ি দিয়ে ভেঙে কুসমটা ছেড়ে দিলো প্যানে। বুড়ো লাফ দিয়ে উঠলো তড়াক করে। রীতিমতো ভয় পেয়েছে। দেখলো, বাদামী রঙের পনচো পরা দীর্ঘকায় এক লোক চেয়ে আছে ওর দিকে।

'কি···কি চা···ন আ-আপনি?' ভয়ে তোতলাতে শুরু করেছে বৃদ্ধ।

'এন্টেরিক আর তার দলবল এখনই তোমাদের ব্যাংক ডাকাতি করে পালিয়ে গেছে। বেশ ক'জনকে মেরে রেখে গেছে ওরা। এই মেসেজটা পাঠাও এল পাসোতে। এই ফাঁকে আমি তোমার ডিম ভেজে দিচ্ছি। অন্যান্য শহরেও এই খবর পাঠিয়ে দিও। লোকজন পাঠাতে বোলো ডাকাত দলকে ধরবার জন্যে।'

'কি বলছেন? দেখাই যাচ্ছে কোন ডাকাতিই হয়নি ব্যাংকে। কোন গুলির শব্দও পাইনি আমি। কেউ মারা গেছে বলেও জানি না!' তাড়াহুড়ো করে বললো অপারেটর।

পনচোর কোনাটা তুলে কাঁধের ওপর ফেললো শিকারী। ওর রিভলভারটা দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট। বললো, 'আমার কথা না শুনলে, এখনই গুলির শব্দ হবে। তবে সেটা শোনার ভাগ্য তোমার হবে না। কোন কথা শুনতে চাই না আমি। যা বলছি তাই করো।'

কঠিন পাল্লায় পড়েছে, বুঝলো বুড়ো। আর কথা না বাড়িয়ে লোকটাকে পাশ কাটিয়ে অপারেটরের চেয়ারে বসলো। শুরু হলো টরে-টক্কা। পেছনেই দাঁড়িয়ে আছে শিকারী। টরে-টক্কা শব্দের সাথে সাথে মাথা নাড়ছে ও অনুমোদনের ভঙ্গিতে। ঘুরে একবার ডিমটা দেখলো। এখনো পুরোপুরি ভাজা হয়নি।

Boighar.com

মেসেজ পাঠানো শেষ হতেই শিকারী টান মেরে টেলিগ্রাফের সব ক'টা তার ছিঁড়ে ফেললো। ওই তার দিয়েই চেয়ারের সাথে বেঁধে ফেললো অপারেটরকে। নড়ার উপায় রইলো না ওর ডিশ মোছার ময়লা তোয়ালেটা গুঁজে দিলো ওর মুখে, যাতে চিৎকার করতে না পারে। দরজার কাছে গিয়ে থামলো। স্টোভের দিকে ইঙ্গিত করে বললো, 'দুঃখিত ডিমগুলো পুড়ে যাচ্ছে'

এল পাসোর দিকে ছুটলো শিকারী। পাশেই রেললাইন। একটু বাদেই অনেকগুলো ঘোড়ার খুরের শব্দ পেলো। সামনের দিক থেকেই আসছে ওরা। ক্ষিপ্র গতিতে পাশেই একটা পাহাড়ের আড়ালে চলে গেল ও। নিশ্চিন্ত হলো, খুব ভালো করে না খুঁজলে কেউ পাবে না ওকে। পাথরের আড়াল থেকে দেখলো শিকারী, এল পাসোর শেরিফ সদলে ছুটে যাচ্ছেন সান্তা ক্রুজের দিকে। সন্তোষের হাসি ফুটে উঠলো ওর মুখে। এন্টেরিকের প্ল্যান-মতোই এগুচ্ছে সব কিছু। অবশ্য মাঝের একটুখানি গোলমাল ছাড়া।

এল পাসোতে পৌঁছুলো অজ্ঞাতনামা লোকটা। রাস্তা একেবারে ফাঁকা লোকজনের চিহ্নমাত্র নেই। হোটেলের হিচরেইলে ঘোড়ার লাগামটা বাঁধলো। কর্নেল হ্যারল্ড উইলসন বসে আছেন জানালায়। ওঁর চোখ নিচের দিকে। মুখে পাইপ। ওঁর দিকে তাকিয়ে নড করে হোটেল আর তার পাশের বিল্ডিংয়ের মধ্যবর্তী সংকীর্ণ জায়গায় ঢুকে পড়লো শিকারী। হোটেলের একটা কাঠের সিঁড়ি নেমে এসেছে ওই সংকীর্ণ পথে। সিঁড়ির নিচে আড়াল নিলো সে। জরুরী প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্যেই রাখা হয়েছে

এই সিঁড়ি। অনেকটা মইয়ের মতো। এখান থেকে লুকিয়ে ব্যাংক অভ এল পাসোর ওপর নজর রাখা যাবে।

অপেক্ষা করতে করতে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেল। ব্যাংক বন্ধ হবার সময় আসন্ন। ডিরেক্টর বাইরে এলেন। ঢুকলো একজন গার্ড ভেতরে। বাকি চারজন বাইরে। গেটে তালা লাগিয়ে দিয়ে চলে গেলেন ডিরেক্টর। শুরু হলো গার্ডদের পরিক্রমণ।

অপেক্ষার কাল আর কাটতে চায় না। জানালায় দেখা যাচ্ছে কর্নেল উইলসনের মুখ। তাঁর চোখও ব্যাংক অভ এল পাসোর ওপর। এন্টেরিকের লোকজনের বহর দেখে শিকারী ভেবেছিল, ব্যাংক খোলা থাকা অবস্থায়ই হামলা চালাবে ওরা। কিন্তু না, তা হলো না। কি যে প্ল্যান করেছে এন্টেরিক!

কর্নেল জানালা দিয়ে মাথা বাড়িয়ে রাস্তার দিকটা দেখতে গেলেন। প্রায় সর্পাহতের মতো এক ঝটকায় মাথা ঢুকিয়ে নিলেন ভেতরে। অজ্ঞাতনামা লোকটাও মুখ বাড়িয়ে দেখলো। এন্টেরিক আসছে, সদলে। ওদের পেছনে একটা ক্যানভাস ঢাকা ওয়াগন। শহরের প্রান্তে এসে থামলো ওরা। প্রতিরোধের কোন চিহ্ন দেখা যায় কিনা লক্ষ্য করছে। খানিক পর এন্টেরিকের নির্দেশে পুরো দলটা দু ভাগে ভাগ হয়ে গেল। একদল রাস্তা ধরে এবং অন্য দল বাড়িগুলোর পেছন দিকে রওনা হলো। ব্যাংকের পেছন দিকে যে দলটা গেল, ওয়াগনটা অনুসরণ করছে ওদের।

কর্নেল উইলসনের দিকে তাকালো অজ্ঞাতনামা শিকারী। চোখ টিপলো। মাথা নাড়লেন কর্নেল। আবার তিনি দেখতে লাগলেন ব্যাংক অভ এল পাসোর গার্ডদের। ওরা স্বাভাবিকভাবেই মার্চ

Boighar.com

করে চলেছে। মাথার ওপর যে বিপদ ঘনিয়ে আসছে, সে ব্যাপারে কিছুই জানে না। একদল ব্যাংকের মূল প্রবেশ পথ পার হয়ে দেয়ালের কোণে আড়াল হলেই আরেক দল এসে পৌছে ওখানে। তাই ফটকের প্রতি সর্বদাই কড়া নজর রয়েছে। কয়েক মিনিট পরপর গার্ড চারজন মুখোমুখি হচ্ছে। ফলে ব্যাংকের পেছন দিকে দীর্ঘক্ষণ কোন পাহারা থাকছে না।

টহলদার দ্বিতীয় দলটি সামনের দিকে মাঝামাঝি পৌছেছে, ঠিক এমন সময় ঘটলো ঘটনাটা। প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণে আশপাশের দালানকোঠা, মাটি কেঁপে উঠলো। ব্যাংকের পেছন দিকে ভাঙা সুরকী ছিটকে উঠলো আকাশের দিকে। অন্ধকার হয়ে গেল ওদিকটা। রাইফেল বাগিয়ে ওদিকে ছুটলো গার্ডরা।

চকিতে কর্নেল উইলসন ছুটলেন নিচের দিকে। হাতে লম্বা ব্যারেলের রিভলভার। শিকারীর হাতেও রিভলভার উঠে এলো। কিন্তু থমকে গেল সে। এন্টেরিকের দলের কয়েকজন কোন সুযোগই দিলো না গার্ডদের। গুলিতে ঝাঁঝরা করে দিলো। ব্যাংকের দেয়ালের আড়ালে লুকিয়ে গুলি করছে ওরা। ওদের কাণ্ড কারখানা দেখার জন্যে সন্তর্পণে এগিয়ে গেল শিকারী।

বেশ নিখুঁত পরিকল্পনা, সময়জ্ঞান এন্টেরিকের। ক'বার মহড়াও দিয়ে নিয়েছে সে। শিকারীও জানতো ব্যাপারটা। কিন্তু এতো দ্রুত ঘটে গেল সব কিছু যে কিছুই করতে পারলো না।

বিস্ফোরণের ফলে ব্যাংকের পেছনের দেয়ালে বেশ বড়োসড়ো ফাটল তৈরি হয়েছে একটা। ওয়াগনটা ঠেলে ফাটলের মুখে এনে লাগালো ওরা। দেয়ালের ওপাশেই ভল্ট-রুম। চারজন আউট-ল

বইঘর.কম

সেফটাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে জুড়ে দিলো চারটা ঘোড়ার সাথে। তারপর টেনে নিয়ে বাইরে এনে ওয়াগনে তুলে দিলো ধরাধরি করে।

ভারি সেফটা তোলার পর ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দে আর্তনাদ করে উঠলো ওয়াগন প্রতিবাদ জানাচ্ছে যেন। চাবুকের আওয়াজ হলো সপাং করে। ছুটলো গোটা দল। ঘোড়ার খুরের আওয়াজ মিলিয়ে গেল আস্তে আস্তে শহরের প্রান্তে। পুরো ঘটনাটা ঘটতে লাগলো মাত্র কয়েক মিনিট।

চারদিক থেকে বেরিয়ে এলো লোকজন। ছুটলো সবাই ব্যাংকের দিকে। পেছন দিকে ফাটলটার সামনে ভিড় জমে গেছে। সবার মুখ ফ্যাকাসে। কেউ কেউ মাথায় হাত দিয়ে ওখানে ধুলো-বালির ওপরেই বসে পড়লো। শিকারী দেখলো কর্নেলের দিকে—ফাঁকা দৃষ্টি। কর্নেল সবে নিচের হোটেলের সামনের বারান্দায় পৌঁছেছেন। ভিড় ঠেলে ভেতরে ঢুকলো ওরা ঠিক ফাটলটার ওপরে, ব্যাংকের ভেতরে পড়ে আছে একজন গার্ডের লাশ। প্রচণ্ড বিস্ফোরণে ছিঁড়ে খুঁড়ে গেছে দেহ।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জরিপ করছে শিকারী। অবাক হয়েছে ও, এতো অল্প সময়ের মধ্যেই এক্টেরিকের লোকজন ডিনামাইট লাগালো কি করে দিয়ালো! সব কিছু নেড়েচেড়ে দেখছে। এমন সময় ধ্বংসস্তূপের মধ্যে কিছুটা আঠালো কালো একটা পদার্থ চোখে পড়লো ওর। হাতে তুলে দেখলো। পিচ, এখনো বেশ গরম। প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেলো শিকারী

ডিনামাইট স্টিকের একটা বাণ্ডিল ওরা জড়িয়ে নিয়েছিল পিচ

Boighar.com

দিয়ে। ফিউজে আগুন ধরিয়েই ছুঁড়ে দিয়েছে ব্যাংকের পেছন দিকের দেয়ালের ওপর। আঠালো পিচ আটকে যায় দেয়ালে। গার্ডরা সামনের দিকে থাকতে থাকতেই কাজটা সেরে ফেলে ওরা।

চকিতে একটা কথা মনে এলো ওর। আবার ভিড় ঠেলে ছুট দিলো। হিচরেইল থেকে ঘোড়াটা খুলে লাফ দিয়ে চড়ে বসলো ওতে। এখনো সুযোগ আছে। পূর্ব-নির্ধারিত স্থানে দেখা করতে হবে এন্টেরিকদের সঙ্গে। ওদের ট্রেল ধরেই ছুটছে ও। কিছুদূর এগুতেই বাধা পড়লো রাশ টেনে ধরলো ঘোড়ার সামলাতে সামলাতে প্রায় কর্নেল উইলসনের ঘোড়ার ওপর গিয়ে পড়ার জোগাড়। কর্নেল ওর পথ রোধ করে ঘোড়ার ওপর বসে আছেন।

মৃদু হাসি ফুটে উঠলো কর্নেলের মুখে. 'কোথায় যাচ্ছো, পার্টনার?' বেশ নরম কণ্ঠে বললেন তিনি, 'আমাদের প্রথম প্ল্যান কাজ করেনি। তাই বলে সরে পড়া উচিত হবে না।'

'সরে পড়ছি না,' কঠিন হয়ে উঠলো ওর মুখ. 'এন্টেরিকের পিছু ধাওয়া করছি। তবে এখন থেকে আমাদের পার্টনারশীপ শেষ। একাই লড়বো আমি। সুযোগও আছে।'

'মাথা ঠাণ্ডা করো। এতো চটবার কি আছে! ধীরে সুস্থে আলাপ আলোচনা করে আবার সব ঠিক করা যাবে।'

'চুলোয় যাক আপনার আলাপ-আলোচনা! খালি কথাই সার —কাজ হলো না একটুও। মাঝখান থেকে টাকাগুলো হাতছাড়া হবার দশা।' বললো অজ্ঞাতনামা শিকারী, 'এতোদিন আপনার কথা শুনেছি, আর না। এবার আমার পথে চলতে দিন।' মুখ থমথমে হয়ে উঠেছে ওর।

বইঘর.কম

'আবারো বলছি, মাথা ঠাণ্ডা করো,' অনুনয়ের ভঙ্গিতে বললেন কর্নেল, 'আমি বুঝতেই পারিনি···'

'কেন বুঝতে পারলেন না? আপনার এতোদিনের অভিজ্ঞতা, বুদ্ধিমত্তা গেল কোথায়?' ব্যঙ্গ ঝরে পড়লো শিকারীর কণ্ঠ থেকে। 'যাকগে, কথা বলে লাভ নেই। পথ ছাড়ুন।'

'এ রকম মাথা গরম থাকলে, মারা পড়বে তুমি,' বললেন কর্নেল। 'ঠিক আছে চলো আমিও তোমার সাথে যাচ্ছি। তাহলে তোমার সুবিধে হবে।'

'না, তার দরকার হবে না। এন্টেরিকের সাথে দেখা করবার কথা আমার।' বলে এন্টেরিকের দলে তার যোগ দেবার ঘটনা বর্ণনা করলো শিকারী। 'সুতরাং, একাই যেতে হবে আমাকে,' বলেই ঘোড়ার পেটে লাথি মারলো ও। কর্নেলের পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে।

'ঠিক আছে, যখন যাবেই, তো কি করবো।' একটু ইতস্তত: করে বললেন, 'আমি দুঃখিত···' বলতে বলতেই ঝট করে রিভলভারটা তুলে নিলেন হোলস্টার থেকে। গুলি করলেন সযত্নে।

শিকারীর গলার ডান পাশের চামড়া ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল বুলেট। কেটে গেছে চামড়া। ডান হাতে ও চেপে ধরলো ক্ষতস্থান। আঙুলের ফাঁক দিয়ে চুঁইয়ে টপ টপ করে পড়ছে রক্ত ঘোড়ার মুখটা ঘোরালো ও। তাকালো কর্নেলের দিকে ঠাণ্ডা চোখে। 'কেন···'

বাধা দিলেন কর্নেল। খালি খোলটা ফেলে দিয়ে বুলেট ঢোকাচ্ছেন সিলিণ্ডারে। রিভলভার হোলস্টারে রেখে বললেন, 'বাঁচিয়ে

Boighar.com

দিলাম তোমাকে।'

'মানে?'

'তুমি বলেছো, এন্টেরিকের তিন চ্যালা ছিলো তোমার সঙ্গে। ওদের ছাড়া ফিরে গিয়ে কি বলবে তুমি? বলবে, সান্তা ক্রুজে লড়াইয়ে মারা গেছে ওরা, তাই না?' কর্নেলের কথায় মাথা নেড়ে সায় দিলো অজ্ঞাতনামা লোকটা। বলে চললেন কর্নেল, কিন্তু এন্টেরিক কি এতো সহজেই তোমার কথা বিশ্বাস করবে? তবে এখন বিশ্বাস করবে। কারণ, সান্তা ক্রুজের লড়াইতে তুমিও খানিকটা আহত হয়েছো। সেই প্রমাণই সঙ্গে দিয়ে দিলাম।' এগিয়ে গেলেন কর্নেল ওর দিকে।

ডান হাতটা নামালো শিকারী। রক্তে ভিজে গেছে হাত। পকেট থেকে রুমাল বের করে হাত মুছলো। পরে রুমালটা ক্ষত-স্থান পেঁচিয়ে বাঁধলো গলায়।

'ধন্যবাদ,' বললো ও, আমি এতোটা ভাবিনি।'

'তাহলেই বোঝো,' কর্নেলের কণ্ঠে আনন্দ, 'এখনো পার্টনার-শীপ বজায় রাখার সুযোগ আছে, তাই না?'

'আমারো তাই মনে হচ্ছে।' বললো শিকারী শান্ত স্বরে।

হাসলেন কর্নেল, 'এখন পুরস্কারের টাকা আরো বেড়ে গেছে। ব্যাংক অভ এল পাসো ঘোষণা করেছে, লুঠের টাকা কেউ ফিরিয়ে আনতে পারলে চল্লিশ হাজার ডলার পুরস্কার দেয়া হবে। একথা শুনেই আমি কোনাকুনি পথ ধরে ছুটে এসেছি তোমাকে ধরতে।'

'কেবল কথা,' বললো শিকারী। তবে এবার ওর মুখেও হাসি।

'এখন তোমার কাজ হলো,' বলতে শুরু করলেন কর্নেল, 'এন্টে-

বইঘর.কম

রিককে বোঝানো। সেফ খুলতে ওর সময় লাগবে যথেষ্ট। সুতরাং এজন্যে ওর নিরাপদ জায়গা দরকার। তুমি বলবে ওকে উত্তরে যেতে। ওখানে নদী আছে। পাশেই পাহাড়। বেশ নিরাপদ আশ্রয় আছে। কেউ আন্দাজই করতে পারবে না, ওদিকে গেছে এন্টেরিকের দলবল। আমি আগেই পৌঁছে যাবো। তারপর দু জনে মিলে সাবড়ে দেয়া যাবে সবাইকে। কি বলো?'

কি যেন ভাবলো শিকারী। তারপর হাত বাড়িয়ে দিলো কর্নেলের দিকে, বললো, 'ঠিক আছে পার্টনার।'

এন্টেরিকের ক্যাম্পের কাছাকাছি আসতেই গুলির শব্দ শোনা গেল। যেন দুই পক্ষে রীতিমতো লড়াই বেধে গেছে। কাছাকাছি একটা ছোট পাহাড়ের মাথায় চড়ে শিকারী দেখলো, এন্টেরিকের দলের সবাই ফায়ারিং স্কোয়াডের মতো লাইন করে দাঁড়িয়ে। ওদের সামনে টাকা ভর্তি সেফ। গুলি করে ভাঙবার চেষ্টা করছে সেফটা।

নেমে এলো ও পাহাড় থেকে। ওদের কাছাকাছি পৌঁছুতে, খুরের শব্দ পেয়ে ঘুরে দাঁড়ালো সবাই। সবার চেহারায় জিজ্ঞাসা, ওকে একা দেখে। কারো কারো চোখে সংশয়।

এন্টেরিক ঝুঁকে পড়ে সেফটা পরীক্ষা করছিল। সোজা হয়ে দাঁড়ালো। সরাসরি শিকারীর চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'ওরা কোথায়? মরে গেছে?'

মাথা নাড়লো ও। ঘোড়া থেকে নামলো ধীরে খুব কাহিল দেখাচ্ছে। গলায় বাঁধা রুমালটা ভিজে লাল হয়ে গেছে। পনচোর এখানে সেখানেও রক্তের ছিটে। ঘোড়ার গায়ে হেলান দিয়ে

Boighar.com

দাঁড়ালো শিকারী।

'টেলিগ্রাম করতে গিয়েই বিপদ হলো,' ধরা গলায় বলছে ও, 'এল পাসোর দিকে রওনা দিয়েছি আমরা। এমন সময় কাছাকাছি কোথাও থেকে ছুটে আসা একটা দলের সামনে পড়ে গেলাম। হোয়াইট, জিকো ওরা কোন সুযোগই পায়নি। দুর্ভাগ্য।'

ক্ষিপ্র গতিতে এগিয়ে এলো ক্রেগ। ডান হাতের মুঠোয় আঁকড়ে ধরলো শিকারীর পনচোর সম্মুখভাগ। খ্যাপার মতো ঝাঁকুনি দিলো একটা, 'আর তুমি নিজের প্রাণ বাঁচিয়ে পালিয়ে এসেছো, তাই না? ভীতু···'

ছিটকে পড়ে গেল ক্রেগ কয়েক হাত দূরে। শিকারীর রাইট হুক ওর চোয়াল গুঁড়িয়ে দিয়েছে। কয়েক গড়ান দিয়েই আবার উঠে দাঁড়ালো ও। এখন ওর হাতে রিভলভার। ট্রিগারের ওপর নখ শাদা হয়ে গেছে। বিদ্যুৎ বেগে লাথি কষালো এন্টেরিক ওর হাতের ওপর। হাত থেকে ছুটে গেল রিভলভারটা। শিকারী দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ।

পাশে দাঁড়ানো একজনের হাত থেকে একটা রাইফেল প্রায় ছিনিয়ে নিলো এন্টেরিক। এগিয়ে এলো শিকারীর দিকে। রাইফেলের মাজল দিয়ে ওর গলায় বাঁধা রুমালটা নেড়ে পরীক্ষা করলো। মাজলের টানে রুমালটা খুলে গেছে। দেখা যাচ্ছে বুলেটের ক্ষত।

খুশি হলো এন্টেরিক, 'নাঃ, পালায়নি আমাদের সিনর নো-নেম। আহত হয়েছে। কি করা যাবে, অন্যদের ভাগ্য খারাপ। চলো, এবার নিরাপদ একটা জায়গায় যেতে হবে। তারপর লুঠের মাল

বইঘর.কম

ভাগাভাগি।'

'কোনদিকে এন্টেরিক?' জিজ্ঞেস করলো শিকারী।

'উত্তরে, নদীর ধারে নিরাপদ জায়গা আছে,' তাকালো ওর দিকে ভুরু কুঁচকে, 'কেন, তোমার কোন আইডিয়া আছে নাকি?'

'উত্তর দিকের ক্যানিয়নগুলো অ্যামবুশ করার জন্যেও খুব ভালো। তার চেয়ে আমি বলি কি, দক্ষিণে সীমান্তের দিকে যাওয়াই ভালো হবে। ওদিকে ইণ্ডিয়ানদের ভয়ে কেউ আমাদের পিছু ধাওয়া করবে না।' বললো শিকারী।

'ম্,' মাথা চুলকাতে চুলকাতে ভাবছে এন্টেরিক কিছুক্ষণ পর বললো, 'তোমার কথাই ঠিক। কিন্তু আমার নিজস্ব প্ল্যান আছে একটা। আমি পুবদিকে যাবো। আগুয়া ক্যালিয়েন্ট হবে আমাদের জন্যে আদর্শ জায়গা। ওই শহরে কেউ কারো দিকে ফিরেও চায় না। আমি ভালো করে চিনি জায়গাটা।'

অতি কষ্টে উল্লাস চেপে রাখলো শিকারী। ভালোই হয়েছে। অন্ততঃ কর্নেল আর ওদের নাগাল পাচ্ছেন না। সুতরাং ও একাই পুরো পুরস্কার বাগাবে।

একসার নিচু পাহাড়ের ওপর এসে পৌঁছুলো ওরা। ওখান থেকেই দেখলো, আগুয়া ক্যালিয়েন্ট শহরটিকে। সংকীর্ণ রাস্তা দু'পাশে কিছু বাড়িঘর। একেবারে ছোট শহর। খুব একটা লোকজন দেখা যাচ্ছে না। এন্টেরিক তাকালো শিকারীর দিকে, 'কি, বলেছিলাম না! খুব একটা ঝামেলা নেই এখানে। আর হলেওবা। আমাদের বাহিনীও তো কম শক্তিশালী নয়, কি বলো?'

হাসলো শিকারী। বললো না কিছু।

Boighar.com

অন্যদের দিকে তাকালো এন্টেরিক। মুখে হাসি, মজার কোন আইডিয়া এসেছে বোধ হয় মাথায়। জিজ্ঞেস করলো, 'তোমরা কেউ আমাদের নতুন বন্ধুকে গুলি চালাতে দেখেছো? না, দ্যাখোনি। মুশকিল হলো, আমরা জানি না বন্দুকে ওর হাত কেমন! সুতরাং আমাদের জানা দরকার, তাই না?'

ওর সাঙ্গপাঙ্গরা এবার একটু সংশয়ভরা চোখে তাকালো অজ্ঞাতনামা লোকটার দিকে। কারো কারো চোখে শত্রুতার ভাব সুস্পষ্ট। কুঁজোর হাত চলে গেল হোলস্টারের কাছে। শিকারী কিছুই বলছে না। তবে অবাক হয়ে ভাবছে, এন্টেরিক আবার কোন চাল চালতে যাচ্ছে!

'সিনর নো-নেম এর ওপর নির্ভর করা যায় কি না, পরীক্ষা করতে হবে,' বললো এন্টেরিক। ওর মুখে আবার সেই নেকড়ের মতো হাসি। 'খুব সহজ উপায় আছে একটা ও যাবে প্রথম আগুয়া ক্যালিয়েন্টে। ওখানে ওর রিসেপশন কেমন হয় দেখে আমরা এগুবো।'

হেসে উঠলো সবাই। খুব মজা পেয়েছে যেন এন্টেরিকের কথায় শ্রাগ করলো শিকারী। স্যালুটের ভঙ্গিতে হাত তুললো এন্টেরিকের উদ্দেশে তারপর পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করলো। চলতে চলতেই পনচোর ভেতর থেকে সিগার বের করলো। এক হাতে পিতলের বাক্‌লে দিয়াশলাইয়ের কাঠি ঘষে আগুন জ্বালালো ধরালো সিগার।

শহরে ঢোকার সময় ও দেখলো, এক মহিলা ছুটে বেরিয়ে এলো এবং রাস্তা থেকে দু টো শিশুকে তুলে নিয়ে ঢুকে গেল আবার

বইঘর.কম

ঘরে, তড়িৎবেগে। ছেলে দুটো খেলা করছিল। দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিলো মহিলা। পরপর আরো কয়েকটা ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ হবার শব্দ পাওয়া গেল। আরেকটু এগুতেই দেখলো, তিনজন লোক বেরিয়ে এলো একটা দেয়ালের আড়াল থেকে। রাস্তার ওপর পাশাপাশি দাঁড়ালো ওরা। প্রত্যেকেই সশস্ত্র। চোখ আগন্তুকের ওপর।

ঘোড়া থেকে নামলো শিকারী। লাগাম ধরে আস্তে আস্তে হেঁটে চললো ওদের দিকে। অবশ্য এছাড়া আর কোন পথও নেই। পনগোর সামনের দিকটা বাঁ কাঁধের ওপর তুলে দিলো ও, চলতে চলতেই। এখন ওর রিভলভার দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ ডান দিকে কয়েকটা শিশু কণ্ঠের হৈ চৈ শুনে ঘুরলো শিকারী শব্দের উৎস লক্ষ্য করে। একটা বাড়ির পাশেই কমলা গাছের নিচে লাফালাফি করছে কয়েকটা ছেলে। ওদের হাতে লাঠি। ওই লাঠি দিয়ে গাছ থেকে কমলা পাড়ার জন্যে লাফ দিচ্ছে, কিন্তু নাগাল পাচ্ছে না কিছুতেই।

বিদ্যুৎবেগে বেরিয়ে এলো শিকারীর রিভলভার। কোমরের কাছাকাছি থেকেই গুলি করলো পরপর তিনটা। তিনটে কমলা লেবু পড়ে গেল মাটিতে। ছেলেরা বিস্মিত হয়ে দেখছে ওকে। ঠিক বোঁটাগুলো কেটে দিয়েছে ওর প্রতিটা গুলি।

ওপরে বাঁ-দিক থেকে গুলি হলো দু'টো। পড়ে গেল আরো দু'টো কমলা। পাঁই করে ঘুরলো শিকারী। কর্নেল হ্যারল্ড উইলসন দাঁড়িয়ে আছেন দোতলার ব্যালকনিতে, বাঁ কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে একটু ঝুঁকে আছেন তিনি। ডান হাতে রিভলভার।

Boighar.com

তেতো হয়ে গেছে শিকারীর মন। কোনরকমে বললো, 'নাইস শুটিং।'

'ধন্যবাদ, মাই বয়,' বললো কর্নেল।

রিভলভারে গুলি ভরলেন আবার। তারপর কর্নেল ওপর থেকেই লাফ দিয়ে নামলেন রাস্তায়। সেলুনের দরজার দিকে দেখিয়ে বললেন, 'অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছি তোমাদের জন্যে।'

সেলুনে ঢুকলো দু'জনে। দরজা খুলে ঢুকতে ঢুকতে জিজ্ঞেস করলো শিকারী, 'গোটা দুনিয়া ছেড়ে এখানে পৌছুলেন কি ভাবে?'

'খুব সহজ হিসেব। আমি জানতাম তুমি এন্টেরিককে একাই পেতে চাইছো। আমি তোমাকে বলেছিলাম, এন্টেরিককে উত্তর দিকে নিয়ে যেতে। জানতাম, তুমি ওকে বলবে দক্ষিণ দিকে যেতে। আর, এন্টেরিকের যা সন্দেহপ্রবণ মন। তাই বুঝেছিলাম, তোমার কথাও শুনবে না ও। তাহলে আর বাকি থাকে এদিকটাই, ঠিক না?'

একটা টেবিলের দু'দিকে বসলো ওরা। কর্নেল মটরশুঁটি সেদ্ধর অর্ডার দিলেন। আর শিকারী একটা রাম। মটরশুঁটি আসতেই ঝাঁপিয়ে পড়লেন ওর ওপর কর্নেল চামচ নিয়ে। প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে তাঁর। শিকারী রামে চুমুক দিচ্ছে, আর নোংরা দেয়াল দেখছে। বিরক্তিতে ছেয়ে গেছে মন। বুঝতে পারছে, বুদ্ধির দৌড়ে কর্নেলকে টপকে যেতে হলে দুই জন্ম দরকার। ধীরে ধীরে উঠে গেল ও বারের দিকে। বারটেণ্ডারের সামনে ঝুঁকে গ্লাসটা ভর্তি করে দিতে বললো।

এমন সময় হাট হয়ে খুলে গেল সেলুনের দরজা। ঢুকলো এন্টে-

বইঘর.কম

রিক কাঠের মেঝে কাঁপিয়ে। সঙ্গে অন্য সবাই। প্রায় নিঃশব্দেই এসেছে ওরা রাস্তা দিয়ে। হা-হা করে হেসে উঠলো এন্টেরিক, 'বেঁচে আছো দেখছি, সিনর নো, নেম। গুলির শব্দ শুনেছি আমরা, তাই ভাবলাম…' পিঠ চাপড়ে দিলো শিকারীর। আর কোনদিকে নজর নেই ওর।

'ঘাবড়াবার কারণ নেই,' জবাব দিলো শিকারী, 'নিজেকে কি করে রক্ষা করতে হয়, আমি জানি।'

কুঁজোটা বারে এসে ড্রিংকসের অর্ডার দিতে যাচ্ছিল। এমন সময় ওর চোখ পড়লো কর্নেল উইলসনের ওপর মদের কথা ভুলে গেল ও। বেড়ালের মতো ক্ষিপ্র গতিতে ছুটে গেল কর্নেলের দিকে। ওর গালের পেশীগুলো কাঁপছে থিরথির করে। জ্বলজ্বল করছে চোখ। টেবিলে বাঁ-হাতের ভর দিয়ে দাঁড়ালো ও।

'মনে পড়ে?'

চোখ তুলে তাকালেন কর্নেল। মটরশুঁটি চিবুচ্ছেন আরাম করে। খেতে খেতেই মাথা নাড়লেন, 'না-তো?'

'কেন? এল পাসোর হোটেল সেলুনের কথা ভুলে গেছো, বুড়ো ভাম?'

দীর্ঘক্ষণ পরীক্ষা করলেন কর্নেল কুঁজোর মুখ। চিনতে চেষ্টা করছেন যেন। মুখে আলো ফুটে উঠলো ওঁর, 'ও হো। পৃথিবীটা খুব ছোট, তাই না!'

'পৃথিবীটা খুব খারাপও, মিস্টার,' উত্তেজনায় কাঁপছে কুঁজো থর থর করে, 'অন্ততঃ কারো কারো জন্যে। তা, পাইপ ধরাবে না আবার? ওই দিনের মতো দিয়াশলাই জ্বালাও আজ!'

'সরি,' বললেন কর্নেল, 'এখন আমার ধুমপানের ইচ্ছে নেই।

Boighar.com

ঠিক আছে, মিনিট দশেক পর এসো, তখন না হয়…'

'এখনই,' একরোখা স্বর কুঁজোর, 'এখনই জ্বালাতে হবে। দশ মিনিট পরে তুমি আর কিছুই করবার সুযোগ পাবে না। উঠে দাঁড়াও পিকোলা, তিন পর্যন্ত গুনতে থাকো।'

এন্টেরিক আর অন্য সবাই দেখছে ওদের। বেশ মজা পাচ্ছে যেন সবাই শিকারী তেমনি হেলান দিয়ে আছে বারে পিকোলা গুনতে শুরু করলো, 'এক।'

কর্নেল রুটি ছিঁড়ে একটা টুকরো মুখে পুরলেন। বেশ মজা করে চিবুচ্ছেন ওটা।

'দুই!'

এক চামচ মটরশুঁটি তুলে নিলেন কর্নেল, বাঁ-হাতে। ডান হাত মুক্ত।

'তিন।'

কুঁজোর হাত নেমে এলো তড়িৎ গতিতে রিভলভারের বাঁটের ওপর। কর্নেলের ডান হাতটা ঝাঁকুনি খেলো, সবাই দেখলো হাতে একটা ছোট ডেরিঞ্জার পিস্তল। কড়াৎ করে শব্দ হলো। মুখটা শাদা হয়ে গেল কুঁজোর, ধপাস করে পড়লো মেঝেতে। একটা চোখ দিয়ে মাথার ভেতর ঢুকে গেছে গুলি।

পলকের মধ্যে ডেরিঞ্জারটা বাঁ-হাতে নিয়ে ডান হাতে তুলে নিলেন কর্নেল লম্বা ব্যারেলের রিভলভার। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই, উঠে দাঁড়ালেন ঋজু ভঙ্গিতে ওঁর রিভলভার কভার করছে এন্টেরিকের দলের সবাইকে। অধৈর্য হয়ে উঠলো এন্টেরিক।

'থামো! কামানটা সরাও তোমার। কে তুমি?' কুঁজোর

বইঘর.কম

মৃত্যুতে একটুও দুঃখ পেয়েছে বলে মনে হলো না এন্টেরিককে।

'একজন লোক, সেফের তালা খুলতে জানি।' জবাব দিলেন কর্নেল।

'কিসের সেফ?' দারুণ অবাক হয়েছে এন্টেরিক। ভুরু কুঁচকে গেল ওর।

'ব্যাংক অভ এল পাসোর সেফ। আমার দুর্ভাগ্য, একটু পেছনে পড়ে গিয়েছিলাম। নইলে ওটা আমারই হতো। এখন একটু আশায় আছি, কিছুটা যদি ভাগ পাওয়া যায়!'

'মানে?

'মানে, আমি তোমার সময় বাঁচিয়ে দিতে পারি। একমাত্র ডিনামাইট ছাড়া আর কিছু দিয়ে ভাঙতে পারবে না তুমি ওর দরজা। তাতে অর্ধেক টাকাই নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু আমি যে কোন তালা খোলার কৌশল জানি। সুতরাং···'

'কতো চাও?'

'পাঁচ হাজার।'

'খুব বেশি বলে ফেলেছো। বড় জোর দু'হাজার দিতে পারি।'

শ্রাগ করলেন কর্নেল, 'এক কানাকড়িও কম হবে না। রাজি না হলে আসতে পারো।'

একটু ভাবলো এন্টেরিক। তারপর মাথা ঝাঁকালো, 'ঠিক আছে, রাজি। চলো দেখি, কেমন ভেল্কি দেখাতে পারো তুমি!'

'দাঁড়াও, আসছি।' বলে কর্নেল দোতলায় উঠে গেলেন। সবার চোখ সিঁড়ির ওপর। দুই মিনিটের মাথায় নেমে এলেন আবার। তাঁর এক হাতে ছোট্ট ড্রিল মেশিন আর ড্রপার। অন্য হাতে একটা

Boighar.com

বোতলে হলুদ রঙের তরল পদার্থ।

প্রথমে এন্টেরিক, পরে কর্নেল এবং তারপর অন্য সবাই বেরিয়ে এলো সেলুন থেকে। শহরের প্রান্তে একটা খালি বাড়ি দখল করেছে এন্টেরিক। সামনের উঠোনে আনা হলো সেফটা স্টেবলের ভেতর থেকে। সবাই সরে দাঁড়ালো। তার আগে কর্নেলের নির্দেশে কাত করে দিয়েছে সেফটাকে। হ্যাণ্ডেল আর লক এখন আকাশের দিকে চেয়ে আছে। নুয়ে পড়লেন ওটার ওপর কর্নেল। সেফের প্রান্তে হাঁটুর ভর রেখে লকটার চারপাশে ছিদ্র করতে শুরু করলেন ড্রিল মেশিন দিয়ে।

চারপাশে গোল করে বেশ কটা ছোট ছোট ছিদ্র তৈরি হলো। বোতলটা খুললেন কর্নেল ড্রপার দিয়ে তরল পদার্থ তুলে নিয়ে প্রতিটা ছিদ্রে একটু একটু করে ঢাললেন। এসিডে ধাতু গলার সিঁ সিঁ শব্দ হতে লাগলো। ধোঁয়া বেরুচ্ছে ছিদ্রগুলো থেকে। ধোঁয়া ওঠা বন্ধ হবার পর কর্নেল হ্যাণ্ডেল ঘুরিয়ে টান দিলেন। খুলে এলো সেফের দরজা।

হুড়োহুড়ি লেগে গেল সবার মধ্যে। এতোক্ষণ উত্তেজনায় ছটফট করছিল সবাই। এবার আর বাঁধ মানলো না। হুমড়ি খেয়ে পড়লো সবাই। উল্লাসধ্বনি উঠলো একটা। সেফের ভেতর একগাদা ব্যাংক নোট এবং কয়েক ব্যাগ সোনার টুকরো।

'সরো তোমরা,' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে নির্দেশ দিলো এন্টেরিক। সর্দারের নির্দেশে সবাই সামলে নিলো নিজেদের। কর্নেল সেফ খুলেই সরে দাঁড়িয়েছিলেন। শিকারী ভিড় থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে। বললো এন্টেরিক, 'শোন, চুরি করা সহজ। কিন্তু চোরাই মাল ধরে রাখা

বইঘর.কম

কঠিন। ব্যাংক অভ এল পাসোতে ডাকাতি হওয়ায় চারদিকে সাড়া পড়ে গেছে। এখন কিছু দিন চেপে থাকতে হবে আমাদের। ওয়াল্টার, চেস্টটা নিয়ে এসো।'

ওয়াল্টার সঙ্গে আরেকজনকে নিয়ে বাড়ির ভেতর ঢুকে গেল। বেরিয়ে এলো একটা ছোট অথচ ভারি চেস্ট নিয়ে। সেফের সব ডলার, সোনার ব্যাগ চালান করলো চেস্টে।

'এখন, এন্টেরিক বলতে শুরু করলো, 'আমরা এক মাস অপেক্ষা করবো, এখানেই। এর মধ্যে আমাদের খোঁজাখুঁজির উৎসাহে ভাটা পড়বে। তারপর টাকা আর সোনা ভাগাভাগি হবে। সবাই পাবে।' কর্নেলের দিকে ফিরলো এন্টেরিক, 'টাকা পেতে হলে তোমাকেও অপেক্ষা করতে হবে এক মাস।'

মাথা ঝাঁকালেন কর্নেল, 'কি আর করা। ঠিক আছে।' যন্ত্রপাতি নিয়ে সেলুনের দিকে চললেন। ভুলেও একবার তাকালেন না শিকারীর দিকে। ওদের মধ্যে যে কোন পরিচয় আছে, তার চিহ্ন মাত্র নেই।

এন্টেরিক চেস্ট বন্ধ করে চাবিটা তার গলায় একটা চেনের সাথে ঝুলিয়ে নিলো। এবার ও আর ওয়াল্টার ধরাধরি করে স্টেবলের পাশে একটা ছোট্ট ঘরে নিয়ে গেল চেস্টটা। ঘরের দরজায় বড়ো একটা তালা লটকে দিলো এন্টেরিক। শিকারী চুপচাপ দেখলো সব কিছু। তারপর রওনা হলো সেলুনের দিকে, উদ্দেশহীনভাবে।

এন্টেরিক আর ওয়াল্টার দখল করেছে দু'টো বেডরুম। কর্নেল সেলুনের ওপর তালার একটা রুমে। অন্যরা সবাই স্টোররুমের

Boighar.com

মেঝেতে গাদাগাদি করে শুয়ে পড়লো। মাঝরাতের দিকে খুব সাবধানে উঠে বসলো শিকারী। চারদিকে দেখলো, সবাই ঘুমে অচেতন। নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ালো ও। ঘুমিয়ে থাকা ডাকাতদের ফাঁকে ফাঁকে পা ফেলে বেরিয়ে এলো সে স্টোররুমের ভেতর থেকে। রাতের আকাশের দিকে তাকালো, তারপর চারপাশ পরীক্ষা করলো আবার খুব সাবধানে। ছোট ঘরটার কাছাকাছি চলে এলো সে। ভেবেছিল, ওয়াল্টার বা এন্টেরিক পাহারায় থাকবে। কিন্তু না, কেউ নেই। শহরের দিকে তাকালো শিকারী। কোথাও কোন আলো নেই। ওদের আস্তানা শহরের প্রান্তে হলেও মূল শহর এখান থেকে বেশ দূরে, কর্নেলও।

চারদিকে আরেকবার চেয়ে লাফ দিয়ে ছোট ঘরটার ছাদের একপ্রান্ত ধরলো শিকারী। খুব উঁচু নয় ঘর। টালির ছাদ, অনেকটা দোচালা ঘরের মতো। হাঁচড়ে পাঁচড়ে উঠে পড়লো ছাদের ওপর নিঃশব্দে। টালি খোলা শুরু করলো একটা একটা করে। কয়েকটা টালি খোলার পর যথেষ্ট ফাঁক হলো একজন লোক ঢোকার জন্যে। দু হাত দিয়ে ফোকরটার দু প্রান্ত ধরে ভেতরে ঝুলে পড়লো ও। ছেড়ে দিলো হাত, ধুপ করে পড়লো মেঝেতে।

দিয়াশলাইয়ের একটা কাঠি জ্বলে উঠলো ঘরের ভেতর। চমকে উঠলো শিকারী। হাত চলে গেছে পনচোর ভেতর। 'অনেক দেরি করে ফেললে আসতে' নরম কণ্ঠে বললেন কর্নেল। ওঁর হাতে একটা মোমবাতি। ধরালেন।

'পৌঁছে গেছেন!' বিস্মিত না হয়ে পারলো না শিকারী।

'দেখছোই তো। তোমার এন্টেরিকের তালা আমাকে আটকে

বইঘর.কম

রাখতে পারে ?'

হাত বের করে আনলো শিকারী পনচোর ভেতর থেকে।

'চেস্টের তালা খুলে ফেলেছেন ?'

'আগেই তো বলেছি, তালা খোলা আমার জন্যে কোন কাজই নয়। এ বিষয়ে আমাকে একজন আর্টিস্ট বলতে পারো।' বলে চললেন কর্নেল, 'তবে চেস্টটা খালি রাখলাম না একেবারে। এন্টেরিক মনে কষ্ট পেতে পারে। ওর ছবিওয়ালা একটা পোস্টার ঢুকিয়ে দিয়েছি।' একত্রে বাঁধা কয়েকটা ব্যাগ ঘরের কোণ থেকে তুলে নিয়ে শিকারীকে দিলেন কর্নেল। 'পুরোটাই আছে। তুমি বেরিয়ে পড়ো। আমি তালাটা বন্ধ করে ছিদ্রগুলো বুঁজে দিই ভালো করে। যাতে কেউ বুঝতে না পারে, চেস্ট খোলা হয়েছিল। আপাততঃ এই টাকা আর সোনা নিয়ে কেটে পড়বো আমরা।'

'এখানেই থাকতে ইচ্ছে করছে আমার,' নিরুত্তাপ কণ্ঠে বললো শিকারী। 'চেস্ট খালি দেখে এন্টেরিকের চেহারা কেমন হয় দেখবো না!'

হাসলেন কর্নেল, 'আগে এ-ঘর থেকে বেরোও। তারপর দেখা যাবে।' ঝুঁকে পড়লেন আবার চেস্টের ওপর। একে একে প্রতিটা ছিদ্র বুজিয়ে দিলেন পুটিন দিয়ে। প্যাডলকটা নেড়ে চেড়ে দেখলেন ঠিকমতো লেগেছে কি না।

এদিকে শিকারী একটা বাক্সের ওপর পা রেখে উঠে পড়লো ছাদে ফোকর গলে। উপুড় হয়ে ছাদের ওপর শুয়ে পড়ে পা ঝুলিয়ে দিলো নিচে। হাত দুটো ওপরে। এক হাত টালির ফাঁকে, ভারসাম্য রক্ষা করছে। অন্য হাতে স্যাডলব্যাগগুলো। ঘষটে

Boighar.com

আরেকটু নিচে নামলো। পা পড়লো নরম কিছুর ওপর। একটা লোহার মতো হাত খপ করে চেপে ধরলো ওর পা। চকিতে ওর মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল একটা। স্যাডলব্যাগ ধরা হাতটা লম্বা করে দিয়ে ছুঁড়ে দিলো ব্যাগগুলো ছাদের ওপর দিয়ে। অনেক দূরে কোন গাছের ওপর পড়লো ওগুলো। ক্ষীণ শব্দ হলো একটা। দেখে রাখলো জায়গাটা ভালো করে, তারপর নেমে পড়লো নিচে। ব্যাগ গাছে পড়ার শব্দ ওদের কানে পৌঁছেনি, বোঝা গেল। আর অন্ধকারে কেউ দেখতেও পায়নি কি করছে ও। রিভলভারের নল ঠেকলো ওর পাঁজরে। এন্টেরিক এগিয়ে এসে পনচোর ভেতর থেকে ওর রিভলভারটা বের করে নিলো। ওয়াল্টারের কাঁধের ওপর পা ফেলেছিল শিকারী।

আফসোসের সুরে বললো এন্টেরিক মাথা দোলাতে দোলাতে, 'সিনর, কি করলে তুমি! খুব বোকার মতো হয়ে গেল না কাজটা।' ছাদের ওপর আরেকটা শব্দ। কর্নেলের চকচকে বুট নেমে এলো খানিকটা। এবার এন্টেরিক হাত পেতে দিলো কর্নেলের পায়ের নিচে। নামতে সাহায্য করলো ওঁকে। ছিনিয়ে নিলো ওঁর লম্বা ব্যারেলের রিভলভারটা। তারপর পিছিয়ে গেল দু পা।

আমন্ত্রণ জানানোর ভঙ্গিতে নরম কণ্ঠে কর্নেলকে বললো এন্টেরিক, 'সিনর, আমাদের সাথে চলুন। আপনাদের সম্মানে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। আপনারা হবেন সম্মানিত অতিথি।'

বারো

এন্টেরিকের চিৎকারে সবার ঘুম ভেঙে গেল। ছুটে এলো সবাই টলমল করতে করতে। চোখ সবার ঘুমে ভারি হয়ে আছে, মেলতে কষ্ট হচ্ছে। ওদের দু'জনকে দেখছে ওরা।

'বন্ধুগণ, বক্তৃতার ঢঙে শুরু করলো এন্টেরিক, 'দু'জন পেশাদার বাউন্টি শিকারীর সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি তোমাদের। খুব সাবধান, এরা বড়ো মারাত্মক। তবে আমি না বলা পর্যন্ত হাত তুলবে না ওদের গায়ে। আগে দেখি কি করেছে ওরা! ওয়াল্টার, চলো আমার সঙ্গে।'

প্রায় ছুটে গেল এন্টেরিক তার সামরিক স্ট্রংরুমের দিকে। তালা খুললো দরজার। ওয়াল্টার ধরালো একটা মোমবাতি। সবাই দেখতে পাচ্ছে, এন্টেরিক চেস্টের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে প্যাডলকটা পরীক্ষা করে দেখছে। স্বস্তি ফিরে এলো ওর মুখে। এতোক্ষণ হাসি তামাশা করলেও চেহারায় একটা থমথমে ভাব ছিলো দরজা বন্ধ করে ফিরে এলো ওরা দলের মাঝে। মুখে হাসি ফিরে এসেছে আবার। চোখ জ্বলজ্বল করছে। মোমবাতি জ্বলে উঠলো আরো ক'টা। কিন্তু উঠোনে রাতের অন্ধকার ঠেলে

সরাতে পারছে না ওগুলো।

'সব ভালো যার শেষ ভালো,' বললো এন্টেরিক ওদের দু'জনকে উদ্দেশ করে, 'এতো কষ্ট করে কোন লাভ হলো না। আসলে, তোমাদের একটা ক্রো-বার বা কুড়াল নিয়ে যাওয়া দরকার ছিলো তালা ভাঙার জন্যে। অবশ্যি তাতে আবার শব্দ হতো বেশি।'

কর্নেল ভাবছেন, ভাগ্যিস এসিডের বোতল, ড্রিল মেশিন ফেলে দেয়া সম্ভব হয়েছিল। নইলে মুশকিল হতো।

আবারো এন্টেরিক শুরু করলো বক্তৃতা, 'বন্ধুগণ, এরা খুব খারাপ লোক। টাকার জন্যে আমাদের মতো ভালো মানুষদের মেরে ফেলে। ধরিয়ে দেয়। আর এখন এরা আমাদের সম্পদ চুরি করার চেষ্টায় ছিলো। এ রকম অপরাধের বিচার হওয়া দরকার। তাই তোমাদের হাতেই ছেড়ে দিচ্ছি ওদের। ভালো করে শিক্ষা দিয়ে দাও।' থামলো একটু, 'তবে মেরে ফেলো না একেবারে।'

দুজনকে সদলে ঘিরে আছে এন্টেরিক। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে শিকারী আর কর্নেল উইলসন। দাঁতে দাঁত চেপে বললো শিকারী কর্নেলের উদ্দেশে, 'কি, বুদ্ধিমান, কোন নতুন আইডিয়া আছে মাথায়!'

'নাঃ,' ম্লান স্বরে বললেন কর্নেল, 'আপাততঃ কোন পথ দেখছি না। কেবল একটাই দুঃখ, আমাদের ইচ্ছা বোধ হয় পূরণ হলো না আর।'

প্রাণপণে লড়বার চেষ্টা করলো ওরা একগাদা লোকের বিরুদ্ধে। কিন্তু পরিস্থিতি প্রতিকূল। দু'জনেই প্রথম অবস্থায় কয়েকজনকে কুপোকাৎ করলো জোরালো ঘুষি মেরে। এক পর্যায়ে দু'জনেই

পড়ে গেল মাটিতে। চাক ভাঙা মৌ-মাছির মতো ঘিরে ধরেছে সবাই ওদের। এখন শুধু চলছে লাথির ওপর লাথি কয়েকবার উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলো ওরা। কিন্তু মুখের ওপর কড়া লাথি খেয়ে শুয়ে পড়তে বাধ্য হলো আবার। লাথির সঙ্গে চলছে কিল, চড়ের অবিরাম বর্ষণ।

শিকারী খানিকটা সন্তুষ্টিবোধ করছে। দু'জনকে ধরাশায়ী করেছে ও। একজনের মুখ-চোখ-নাক গুঁড়িয়ে দিয়েছে প্রচণ্ড ঘুষিতে। আর ক্রেগ পা তুলেছিল ওর ডান হাতটা বুটের তলায় পিষে দিতে। কিন্তু শিকারী এক ঝটকায় গড়িয়ে সরে গিয়ে ক্রেগের পা চেপে ধরে মুচড়ে দেয়। ঘুরে গিয়ে ক্রেগ পড়ে এন্টেরিকের ঘাড়ে। এন্টেরিক সহ হুড়মুড় করে পড়লো মাটিতে। পা-টা মচকে গেছে ক্রেগের। উঠে দাঁড়াতে কষ্ট হচ্ছে রীতিমতো। এন্টেরিক উঠে দাঁড়ালো। ও স্রেফ দর্শক। কিন্তু ওর সাঙ্গপাঙ্গদের কিল চড়ের মতো ওর মুখ দিয়ে অনর্গল অশ্রাব্য গাল বর্ষিত হচ্ছে।

ওদিকে কর্নেলের পেটে লাথি মারছে একজন। বিদ্যুৎবেগে উঠে এসে লোকটাকে আঘাত হানলো কর্নেলের পা। ছিটকে কয়েক হাত দূরে গিয়ে পড়লো ও। চেপে ধরেছে দুই উরুর সন্ধিস্থল। পা দু'টো সামনের দিকে ছড়িয়ে বিষম চিৎকার করছে।

কড়াৎ করে গুলির শব্দ হলো। থমকে দাঁড়ালো সবাই। রিভলভারের নল ওপরের দিকে লক্ষ্য করে গুলি করেছে এন্টেরিক। থামবার নির্দেশ। সবাই ঘুরে দাঁড়ালো ওর দিকে। বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে ওদের। কর্নেল আর তাঁর সঙ্গী পড়ে আছে মাটিতে। ওদের সারা শরীর রক্তাক্ত। থেঁতলে গেছে নাক মুখ। ভালো করে ওদের

Boighar.com

পরীক্ষা করলো এন্টেরিক।

সাফল্যের হাসি ফুটে উঠেছে ওর মুখে, 'যথেষ্ট, যথেষ্ট হয়েছে। ওয়াল্টার ওদের একটা ঘরে বন্ধ করে দাও। আর একজন গার্ড রেখো।'

কোনরকমে উঠে এলো ক্রেগ, খোঁড়াতে খোঁড়াতে। বললো, 'এতো ঝামেলার দরকার কি? দু'টো বুলেট খরচ করে সব চুকিয়ে ফেললেই তো হয়!'

'সময় হলে,' বললো এন্টেরিক, 'এখন যা বলছি তাই করো।' যোগ করলো ও, 'ধরো, ওদের দু'জনকে এল পাসোর কাছাকাছি কোন জায়গায় মৃত অবস্থায় পাওয়া গেল। দু জনের হাতেই রিভলভার। আর পকেটে লুট করা ডলারের কিছু। তাহলে শেরিফ কেমন খুশি হবে?' কেউ কোন জবাব দিলো না। ক্রেগও বললো না আর কিছু

সবাইকে দেখলো একবার করে এন্টেরিক। তারপর বললো, 'স্লিম, পাহারা দেবার প্রথম পালা তোমার। ওয়াল্টার চলো আমার সাথে। আর বাকি সবাই বাইরেই রাত কাটিয়ে দাও, ঘুমিয়ে। কাল অনেক কাজ আছে।'

দু'জনকে টেনে হিঁচড়ে স্টোররুমে নিয়ে যাওয়া হলো। হাত-পা বাঁধলো ভালো করে। স্টোররুমে রইলো শুধু ওরা দু'জন আর স্লিম। এক কোণে বসলো স্লিম, কোলের ওপর রাইফেল। সিগার ধরালো একটা। ঘুম নষ্ট হওয়ায় খুবই বিরক্ত হয়েছে ও। দেয়ালে হেলান দিলো একটু। আরাম করে নেয়া দরকার। তাছাড়া ওদের পাহারা দেবার আছেই বা কি। দু'জনেই বিধ্বস্ত। তার ওপর

বইঘর.কম

ছোট্ট বেডরুম। এখন এটা এন্টেরিকের দখলে। ওয়াল্টার চেয়ে আছে চাঁকের দিকে, অবাক চোখে। বিশ্বাস করতে পারছে না যেন ও এন্টেরিকের কথা। চোখ বড়ো বড়ো হয়ে গেছে। আস্তে আস্তে পিছিয়ে বিছানায় বসে পড়লো। মাথা নাড়ছে, অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে।

'এন্টেরিক,' বললো ওয়াল্টার, 'যা বলবে, তাই করবো আমি। কিন্তু বুঝতে পারছি না, কেন?'

'ওয়াল্টার, তুমি তো জানোই, আমি কখনো ফালতু কথা বলি না। তোমার সব কিছু বুঝে কাজ নেই। যা বলছি, করো। পরে সব কিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে তোমার কাছে। তোমার, আমার স্বার্থেই করতে বলছি এটা। যাক্, এখন ঘুমোতে যাও। সময় হলে জাগিয়ে দেবো।'

ওয়াল্টার চলে যাবার পর এন্টেরিক চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লো বিছানায়। পকেট থেকে বের করলো ঘড়িটা। বোতাম চেপে দিতেই খুলে গেল ডালা। মধুর টুংটাং ধ্বনিতে ভরে গেল ঘর। চোখ বুঁজে এলো ওর। অতীতে চলে গেল ওর মন

মেয়েটা ছটফট করছে। এন্টেরিক ঝুঁকলো ওর মুখের ওপর, মাথাটা এপাশ ওপাশ করছে মেয়েটা। কিছুতেই কায়দা করতে পারছে না। মেয়েটার দেহের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লো ও। ঢেকে গেল ওর ছোট্ট দেহ এন্টেরিকের বিশাল দেহের নিচে।

Boighar.com

হঠাৎ কড়াৎ করে বাজ পড়লো যেন ঘরে। কানে তালা লাগার জোগাড় এণ্টেরিকের। গরম কি যেন পড়লো ওর চোখেমুখে। নিচে মেয়েটার দেহ শিথিল হয়ে গেছে। উঠলো এণ্টেরিক। নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারছে না। গানবেল্টটা খুলে বিছানায়ই ফেলেছিল এণ্টেরিক উত্তেজনার ঘোরে। ও যখন মেয়েটাকে নিয়ে ব্যস্ত, মেয়েটা তখন রিভলভার বের করে নেয় হোলস্টার থেকে। মাথার ডান পাশে নল ঠেকিয়ে দিয়ে ট্রিগার টিপে দিয়েছে। এখন ওর নগ্ন মৃতদেহ পড়ে আছে বিছানায়। বালিশ ভরে গেছে রক্তে। মাথা একেবারে গুঁড়িয়ে গেছে।

আতঙ্কে কেঁপে উঠলো এণ্টেরিক। কোনরকমে কাপড়-চোপড় পরে ছুট দিলো। পেছনে পড়ে রইলো দু'টো মৃতদেহ।

ঘড়ির টুংটাং ধ্বনি বন্ধ হতেই বাস্তবে ফিরে এলো এণ্টেরিক। উঠে দাঁড়ালো ও। রাতের অন্ধকার আরো চেপে বসেছে যেন। ভারি পায়ে ওয়াল্টারের ঘরে গিয়ে জাগালো ওকে।

'এখনই?'

'এখনই, ওয়াল্টার।'

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো ওয়াল্টার। ওকে এখনো দ্বিধাগ্রস্ত দেখাচ্ছে। জিজ্ঞেস করলো, 'এণ্টেরিক, করতেই হবে কাজটা? ভেবে দ্যাখো আরেকবার।'

'ভাবাভাবির কিছু নেই। তাড়াতাড়ি যাও। নষ্ট করার মতো সময় আমাদের হাতে নেই।'

আর কোন কথা বললো না ওয়াল্টার। চললো ধীর পায়ে।

বইঘর.কম

স্টোররুমের দরজার কাছে পৌঁছে চারদিকে তাকালো। এখানে সেখানে পড়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে সবাই। কারো কারো মুখ খোলা। কোমরে হোলস্টারে রিভলভার। খাপে পোরা হান্টিং নাইফও আছে অনেকের কাছে।

নিঃশব্দে এগিয়ে গিয়ে একজনের কোমর থেকে একটা ছুরি খুলে নিলো সাবধানে। টের পেলো না পিকোলা। হাত পা গুটিয়ে গভীর ঘুমে অচেতন ও। আগুনের ক্ষীণ আভায় পরীক্ষা করলো ছুরিটা ওয়াল্টার। খুশি হলো। বাটে পিকোলার নাম লেখা আছে। আস্তে করে স্টোররুমে ঢুকলো ও।

ওয়াল্টারকে দেখে উঠে দাঁড়ালো স্লিম। এগিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করলো বন্দী দু জনকে। ঘুমে অচেতন। একটু ঘাবড়ে গেছে ও। ঘুমিয়ে পড়েছিল স্লিম দেখে ফেলেনি তো ওয়াল্টার। মুশকিল হবে তাহলে। কাজে গাফিলতি একেবারে পছন্দ করে না এন্টেরিক। ওয়াল্টারকে ওই পাঠিয়েছে নিশ্চয়ই। কিছু বলতে যাচ্ছিল ও। কিন্তু ওয়াল্টারকে মুখে আঙুল চাপা দিতে দেখে থেমে গেল।

স্লিমের কাছে এসে কাঁধের ওপর বাঁ হাতটা রাখলো ওয়াল্টার ঘনিষ্ঠ ভঙ্গিতে। প্রায় ফিসফিস করে বললো, 'প্ল্যানে একটু পরিবর্তন হয়েছে। বাইরে চলো, এখানে ওরা শুনে ফেলতে পারে।' বন্দীদের দেখালো ও, 'ঘুমের ভান করে পড়ে থাকতে পারে। এন্টেরিক তোমাকে একটা বিশেষ দায়িত্ব দিতে চায়।'

খুশি হয়ে উঠলো স্লিম। ওয়াল্টারের পেছন পেছন বেরিয়ে এলো। ওরা বেরিয়ে যেতেই নড়ে চড়ে উঠলেন কর্নেল। মোমবাতির ক্ষীণ আলোতেও চকচক করছে ওঁর চোখ। গায়ে বেশ

Boighar.com

ব্যথা। কাত হলেন অজ্ঞাতনামা শিকারীকে দেখার জন্যে। ওর চোখটাও ফুলে উঠেছে। চোয়ালটা ফেটে ফেটে গেছে। কপালে রক্তের দাগ। ওর অবস্থা দেখে নিজের অবস্থা আঁচ করলেন কর্নেল। চোখ মিটমিট করে তাকালো শিকারী। গড়িয়ে কর্নেলের কাছাকাছি আসছিলো। কিন্তু চোখের ইশারায় নিষেধ করলেন উনি।

মাথা নাড়লেন। ককিয়ে উঠতে যাচ্ছিলেন ব্যথায়, কোনরকমে সহ্য করলেন দাঁতে দাঁত চেপে বললেন ফিসফিস করে, 'চুপ করে পড়ে থাকো। বোঝা যাচ্ছে না ব্যাপারটা। তবে ঘাবড়াবার কোন কারণ নেই। পথ বেরিয়ে যাবে একটা না একটা।'

'আপনি আশা ছাড়েন না কখনো।'

হাসলেন কর্নেল। ওঁর শাদা দাঁতগুলো চকচক করে উঠলো। 'এতো সহজে হাল ছাড়ি না। নইলে এতোদিন বেঁচে আছি কি করে?'

বাউণ্ডারি ওয়ালের বাইরে স্লিমকে নিয়ে গেল ওয়াল্টার। কানে কানে কথা বলার জন্যে ওর ঘাড়ে বাঁ-হাত রেখে নিজের দিকে টানলো। স্লিমও ঝুঁকে পড়লো ওর দিকে। ফিসফিস করে বললো ওয়াল্টার, 'এক্টেরিক তোমাকে···' ডান হাতের ছুরিটা ঢুকে গেল স্লিমের পাঁজর ভেদ করে সোজা হৃদপিণ্ডে। ডান দিকে একটা চাড় দিলো ওয়াল্টার। এরই ফাঁকে মুখ চেপে ধরেছে স্লিমের। স্লিম ছটফট করলো খানিকক্ষণ। তারপর এলিয়ে দিলো মাথাটা ওয়াল্টারের হাতের ওপর। ওয়াল্টার আস্তে করে মাটিতে নামিয়ে দিলো ওর মৃতদেহ। দেখলো একবার। মাথা ঝাঁকালো, তারপর ঘুরে

বইঘর.কম

চললো।

আবার স্টোরে ঢুকলো ওয়াল্টার, ইতিমধ্যে নিজের ছুরি বের করে হাতে নিয়েছে। বন্দী দু'জনের নিস্পন্দ দেহের ওপর ঝুঁকে পড়লো সে। ফিসফিস করে বললো, 'ঘুমোবার ভান কোরো না আর। খেলা করার সময় নেই। একটু পরেই ভোর হয়ে যাবে।' বলে কর্নেলের হাতের বাঁধন কেটে দিলো। তারপর পায়েরটা। ধরে দাঁড়াতে সাহায্য করলো তাঁকে। নিজের কোমরে গোঁজা রিভলভারটা বের করে কর্নেলের হোলস্টারে গুঁজে দিলো। শিকারীর রিভলভারটাও নিয়ে এসেছে সে।

'দুঃখিত, গুলি দিতে পারছি না, নিজের নিরাপত্তার খাতিরে। কিছু মনে কোরো না।'

শিকারীর হাত-পায়ের বাঁধনও কেটে দিলো ও। উঠে দাঁড়ালো শিকারী, ওয়াল্টারের গায়ের ওপর ভর দিয়ে। ওর রিভলভারটাও ফিরিয়ে দিলো ওয়াল্টার, 'এটাতেও গুলি নেই। দুঃখিত।'

বিস্ময় চেপে রাখতে পারলো না কর্নেল, 'কি ব্যাপার···'

ঠোঁটে আঙুল চাপা দিলো ওয়াল্টার। 'কোন কথা নয়। কেটে পড়ো প্রাণ নিয়ে। যতোদূর পারো ভাগো। এন্টেরিকের চোখে পড়লে রক্ষে নেই।

কর্নেল তাকালেন ওঁর সঙ্গীর দিকে। ওর চোখেও বিস্ময়ের ছাপ। বললেন, 'চলো হে, কেটে পড়ি। নইলে আবার মত বদলে ফেলতে পারে।'

ওয়াল্টারের পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে পড়লো ওরা নিঃশব্দে, তবে টলতে টলতে। প্রচণ্ড মারে গায়ের শক্তি প্রায় শুষে নিয়েছে।

ওয়াল্টার দাঁড়িয়ে দেখছে ওদের। এক সময় অদৃশ্য হয়ে গেল ওরা অন্ধকারে।

কাঁধের ওপর একটা হাত পড়লো। চমকে ঘুরলো ওয়াল্টার। এন্টেরিক। 'ভালো দেখিয়েছো, ওয়াল্টার। চলো, একটু ঘুমিয়ে নেয়া যাক। রাত এখনো বাকি।'

তেরো

পুবের আকাশ ফর্সা হচ্ছে ক্রমশঃ। ওরা দু'জন জড়াজড়ি করে এগিয়ে যাচ্ছে। চলতে যথেষ্ট কষ্ট হচ্ছে ওদের। প্রতিবার পা ফেলতে গিয়ে ব্যথায় কুঁচকে উঠছে চেহারা।

'একটা ছোট্ট প্রশ্ন আছে আমার,' বললো শিকারী। 'কোথায় যাচ্ছি আমরা? গুলি নেই, শক্তি নেই—এই অবস্থায় কি করবো? কোন চান্স আছে?'

'তিনটে প্রশ্ন করে ফেললে একটার কথা বলে,' হাসলেন কর্নেল। আমরা প্রথমে সেলুনে যাচ্ছি। আমার রুমে। ওয়াল্টার তো সেটাই চেয়েছে, সম্ভবতঃ এন্টেরিকও। এছাড়া আর কোন উপায়ও তো নেই।'

কিছুই ঢুকছে না মাথায়।'

'খুব সহজ ব্যাপার। ওরা একটা চালাকি করেছে। তুমিও বুঝতে পারবে মাথাটা একটু খেলালেই। বলবো, আমার রুমে পৌছাই আগে। একটু পরিষ্কার হয়ে নিয়ে তারপর চিন্তা-ভাবনা করা যাবে।'

'এখনো হাল ছাড়তে পারছেন না আপনি?' জিজ্ঞেস না

করে পারলো না ও।

কর্নেল পকেটের ওপর থেকেই পকেট ঘড়িটার অস্তিত্ব অনুভব করলেন। ওদের চোখে পড়েনি এটা, ভাগ্য ভালো। গভীর স্বরে বললেন, 'যতক্ষণ এন্টেরিক জীবিত আছে, এবং আমার শ্বাস-প্রশ্বাস চলছে, আমি হাল ছেড়ে দিতে রাজি নই।'

মূল শহরে চলে এসেছে ওরা। এখান থেকে এন্টেরিকের আস্তানা মাইল দুয়েক হবে। আগুয়া ক্যালিয়েন্ট শহরের অধিবাসীদের ঘুম ভাঙেনি এখনো। সেলুনে ঢুকলো। ঠ্যালা দিতেই দরজা খুলে গেছে। শক্ত করে ধরে আছে ওরা, একে অন্যকে। কর্নেল বললেন, 'একটু কষ্ট হবে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে।'

'সিঁড়ি বেয়ে চাঁদ পর্যন্ত উঠতে রাজি আছি, শিকারী বললো দৃঢ় কণ্ঠে, 'যদি জানতে পারি সিঁড়ির মাথায় এন্টেরিক আছে।'

'গুড, এই তো চাই,' খুশি হয়ে উঠলেন কর্নেল। 'ভাগ্য ভালো, সেলুনের দরজা বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিল। নইলে সকাল হওয়া পর্যন্ত বারান্দায় বসে থাকতে হতো।'

সিঁড়ি বেয়ে ওঠার সময় দাঁতে দাঁত চেপে ব্যথা হজম করলো দু'জনেই। ঘরে ঢুকে দিয়াশলাই খুঁজে বের করলেন কর্নেল। ল্যাম্পটা ধরালেন। জানালা খুলে দিতে সকালের স্নিগ্ধ বাতাস ঢুকে পড়লো ঘরে। পরিবেশ পাল্টে দিলো অনেকটা।

'বসো আরাম করে। আমি দেখি প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস খুঁজে পাই কি না।' বলে ঘর থেকে বেরিয়ে নিচে নেমে গেলেন কর্নেল।

ফিরে এলেন কিছুক্ষণের মধ্যেই। এক হাতে একটা হুইস্কির

বোতল, প্রায় ভর্তি। আরেক হাতে দু'টো গ্লাস। 'এই সেলুনের মালিক সত্যিই একেবারে দায়িত্বজ্ঞানহীন। ওদিকে দরজা খোলা সারারাত। আবার আলমারিও বন্ধ করতে ভুলে গেছে।' ছদ্ম গাম্ভীর্যের সাথে বললেন কর্নেল, 'যাকগে, আমাদের সুবিধেই হয়েছে। নইলে এখন আলমারির তালা ভাঙতে হতো।'

কর্নেলের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে আছে শিকারী। এতো মার হজম করলো কি করে বুড়ো। দেখে তো মনে হচ্ছে, কিছুই হয়নি।

হুইস্কি ঢেলে গ্লাস তুলে নিয়ে কর্নেল বললেন, 'খুব ভালো না, তবে ব্যথা কমাতে সাহায্য করবে। শক্তিও ফিরে পাবে অনেকটা।' এক ঢোকে নিজেরটা শেষ করে উঠে পড়লেন। ব্যাগের ভেতর থেকে বের করলেন একটা কার্ডবোর্ডের বাক্স। বিছানার ওপর রেখে খুলে ফেললেন ওটা। গুলি ভর্তি। এক মুঠো বুলেট নিয়ে এগিয়ে দিলেন শিকারীর দিকে।

'ভাগ্যে আমার খুব একটা বিশ্বাস নেই। কিন্তু এবার দেখছি, সত্যিই ভাগ্য আমাদের খুব বেশি সাহায্য করছে। এই বুলেটগুলো পয়েন্ট ফোর ফোর ক্যালিবারের। পয়েন্ট ফোর ফাইভেও ব্যবহার করা যায়। আবার পয়েন্ট থ্রি এইট রিভলভারেও। তোমারটায় লাগবে পয়েন্ট থ্রি এইট আর আমারটায় ফোর ফাইভ। কেমন মজা দ্যাখো!'

গুলি দেখে তাজা হয়ে উঠলো শিকারী। রিভলভারে গুলি ভরা শেষ করে, গানবেল্টে গুঁজতে শুরু করলো বাকিগুলো। কর্নেলেরও কাজ শেষ। এবার শুরু হলো ড্র প্র্যাকটিস। হাত কেটে ছিঁড়ে গেছে। ফুলে গেছে কয়েকটা আঙুল। কিন্তু ওদের রিভলভার

Boighar.com

তোলার গতি নষ্ট হয়নি খুব একটা।

'এখন কি ভাবছো, মাই বয় ?' জিজ্ঞেস করলেন কর্নেল। চোখে হাসির ঝিলিক, 'আলো দেখতে পাচ্ছো তো !'

হাসবার চেষ্টা করলো শিকারী। 'অবাক না হয়ে পারছি না। হাজার বিপদেও কোন না কোন বুদ্ধি বের করে ফেলেছেন আপনি। এখন আর অসুবিধে নেই। অস্ত্র ফিরে পেয়েছি। এন্টেরিককে খেলা দেখাবো একটা।'

মাথা নাড়লেন কর্নেল, 'এন্টেরিক আমার। আর বুদ্ধির কথা বলছো ? ওটা আর কিছু না, অভিজ্ঞতার ফসল। চলো, এবার একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে খানিক বিশ্রাম নেয়া যাক।'

এন্টেরিকের সাময়িক আখড়া। ওয়াল্টার বড়ো করে ঢোক গিললো একটা। বললো, 'বেশি প্রশ্ন পছন্দ করো না তুমি, জানি ভালো করে। কিন্তু এখন না জিজ্ঞাসা করেও পারছি না। কি হচ্ছে এসব, কি করতে যাচ্ছি আমরা ?' নিজেদের ঘরের সামনে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে ওরা। ভোরের সূর্য তাপ ছড়াচ্ছে।

হাসলো এন্টেরিক, নেকড়ের মতো। 'খুব শিগগিরই বুঝতে পারবে, মাই ফ্রেণ্ড। সব কিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে। এখন, যা বলেছি তাই করো।'

বুক ভরে নিঃশ্বাস নিলো ওয়াল্টার, চিৎকার করে উঠলো, 'ওঠো, ওঠো সবাই।'

দু'হাত মুখে চোঙের মতো করে ধরলো এন্টেরিক, যোগ দিলো ওয়াল্টারের সাথে, 'এই কুত্তার বাচ্চারা, ওঠ না। এদিকে তো

বইঘর.কম

সর্বনাশ হয়ে গেল!'

হুটোপাটি বেধে গেল। সবাই ছুটে আসছে। ঘাবড়ে গেছে, কারো কারো মুখ ফ্যাকাসে। সবার সামনে ক্রেগ আর পিকোলা। দু'জনে সমস্বরে জিজ্ঞাসা করলো, 'কি হয়েছে? কি হয়েছে, চীফ?'

গম্ভীর দেখাচ্ছে এণ্টেরিকের চেহারা। থমথম করছে মুখ-চোখ। 'দেয়ালের পাশে গিয়ে দেখে এসো, কি হয়েছে। ক্রেগ, পিকোলা, তোমরা দু'জন যাও।'

এগিয়ে গেল ওরা দেয়ালের দিকে। কি ঘটেছে জানার জন্যে তর সইছে না। প্রথম প্রতিক্রিয়া হলো পিকোলার মধ্যে। প্রায় ছুটে এলো ও এণ্টেরিকে সামনে। 'ও যে স্লিম। মরে গেছে! বুকে গাঁথা ইয়া বড়ো ছুরি। কে মেরেছে, চীফ?' উত্তেজনায় কাঁপছে গলা। অন্যদের মাঝে গুঞ্জন শুরু হলো।

বরফশীতল কণ্ঠে বললো এণ্টেরিক, 'কে মেরেছে ধরা খুব কঠিন নয়। আমাদের সবার ছুরিতেই নাম লেখা থাকে। এছাড়া,' সবার দিকে তাকালো ও একে একে, 'একেকজনের ছুরি একেকরকম। সুতরাং দ্যাখো, ছুরিটা চিনতে পারবে নিশ্চয়ই!'

সবাই এগুলো এবার স্লিমের লাশের দিকে। সবার আগে পিকোলা। ভালো করে দেখার জন্যে স্লিমের দেহের ওপর ঝুঁকলো ও। শুধু বাঁটটা বেরিয়ে আছে বুকের ওপর। পুরো ব্লেড ঢুকে গেছে ভেতরে। হঠাৎ পিকোলার বাঁ-হাতটা উঠে এলো কোমরে বাঁধা চামড়ার খাপের ওপর। হাতড়াচ্ছে পাগলের মতো। নেই! আবারো দেখলো ভালো করে। জানে লাভ নেই, তবুও···। অদ্ভুত গোঙানি বেরিয়ে এলো ওর মুখ থেকে। প্রায় চিৎকার করে

Boighar.com

উঠলো ও।

'আমার ছুরি! এটা আমার ছুরি, এন্টেরিক!' গলা কাঁপছে পিকোলার, 'আমি জানি না কি করে হলো! বিশ্বাস করো!'

'মুশকিল হলো দেখছি,' মাথা নাড়লো এন্টেরিক হতাশ-ভঙ্গিতে, 'আমাদের বিশ্বস্ত পিকোলা শেষ পর্যন্ত...'

ঢোক গিলছে পিকোলা। থরথর করে কাঁপছে দেহ। চেয়ে আছে এন্টেরিকের দিকে। নিরব আকুতি ফুটে উঠেছে দু চোখে। কোঁপাতে লাগলো শেষ পর্যন্ত, 'বিশ্বাস করো, আমি কিছু জানি না। ঘুমিয়ে ছিলাম সারারাত মড়ার মতো। জানি না কি করে কি হলো, বিশ্বাস করো!'

হাত তুলে থামতে ইশারা করলো এন্টেরিক, 'বেহুদা মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই, পিকোলা। স্পষ্ট বুঝতে পারছি, কি হয়েছে। রাতে ঘুমিয়ে তুমি স্বপ্ন দেখছিলে, অগাধ সম্পদের মালিক হবার। আর তোমার ছুরির তৃষ্ণা জেগেছিল, রক্ত পান করবার। ছুরিটার পা গজিয়ে গেল। নিঃশব্দে বেরিয়ে গিয়ে স্লিমের পাঁজরে দাঁত বসিয়ে দিলো। ছুরিটা ভেবেছিল, কেউ জানতে পারবে না। কিন্তু মুশকিল হলো, ওতে আবার তোমার নাম লেখা।'

হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসে পড়লো পিকোলা। একেবারে ভেঙে পড়েছে। কাঁপছে অসহায় বলির পাঁঠার মতো। রিভলভারের বাঁটে হাত বুলাচ্ছে এন্টেরিক, যেন আদর করছে। আদর করতে করতেই তুলে নিলো ঝট করে হোলস্টার থেকে। কেঁপে উঠলো পিকোলা। অন্য সবাই নির্বাক, চোখ পিকোলা আর এন্টেরিকের দিকে।

বইঘর.কম

আবার হোলস্টারে রিভলভার রেখে দিলো এন্টেরিক। নত-জানু হয়ে বসে আছে পিকোলা ওর সামানে। এবার অন্যদের দিকে তাকালো এন্টেরিক, অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে। বললো, 'বুঝতে খুব অসুবিধে হচ্ছে না ব্যাপারটা। কখনো কখনো, কারো মনে রক্ত-পানের প্রবল তৃষ্ণা জেগে ওঠে। আর টাকা-পয়সার ব্যাপার থাকলে তো কথাই নেই। এখন, আমাদের পিকোলার জন্যে দুঃখ করা ছাড়া আর কিছুই করার নেই, কি বলো?'

মাথা নাড়ছে পিকোলা, 'না, না!' হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত লোকের মতো আচরণ করছে। 'বিশ্বাস করো, আমি নির্দোষ। কিচ্ছু জানি না! একবারও ঘর থেকে বের হইনি। স্লিমকে খুন করার প্রশ্নই ওঠে না আমার। এন্টেরিক, বিশ্বাস করো আমার কথা!' প্রার্থনার ভঙ্গিতে হাত তুললো ও।

'বুঝলাম তোমার কথা,' বললো এন্টেরিক, বিজ্ঞ বিচারকের মতো, 'কিন্তু প্রমাণ ছাড়া এসব ফাঁকা বুলিতে কোন লাভ আছে? প্রমাণ করো, তুমি হত্যা করোনি স্লিমকে।'

'প্রমাণ করবো,' আর্তনাদ করে উঠলো পিকোলা, 'কি করে? কি প্রমাণ আছে আমার! ওয়াল্টার, ভাই, তুমি বোঝাও একটু চীফকে। আমি কি করে প্রমাণ করবো!'

শ্রাগ করলো ওয়াল্টার। এন্টেরিক আবার সবার মুখের দিকে চাইলো। কারো চেহারায় কোন ভাবান্তর নেই। শক্ত মুখে চেয়ে আছে সবাই। এবার বক্তৃতা দেবার ভঙ্গিতে বলতে লাগলো ও, 'দ্যাখো, মানুষ অতি লোভী হলেই বিপদে পড়ে। ভাগের টাকায় সন্তুষ্ট ছিলো না আমাদের বন্ধু পিকোলা।' এন্টেরিক শীতল চোখে

Boighar.com

তাকালো পিকোলার দিকে। জিজ্ঞেস করলো, 'কতো, পিকোলা, কতো টাকা পেয়েছো ওই দুই বাউন্টি শিকারীর কাছ থেকে? এর জন্যে স্লিমকে হত্যা করলে, ওদের ছেড়ে দিলে? এমনকি ওদের অস্ত্রও ফিরিয়ে দিলে?'

এবার ফেটে পড়লো ক্রেগ, 'তার মানে? বন্দী দু'জন পালিয়ে গেছে! ও সাহায্য করেছে ওদের পালিয়ে যেতে?'

'নিজেরাই দ্যাখো, কি করেছে ও!'

ক্রেগসহ কয়েকজন ছুটে গেল স্টোররুমের দিকে। দরজা খোলা। ফিরে এলো মুহূর্তের মধ্যেই। রাগে জ্বলজ্বল করছে চোখ, মুখ থমথমে। এই ফেটে পড়বে যেন। এন্টেরিক কম্পমান পিকোলার দিকে তাকালো, 'পুরনো দিনের কথা স্মরণ করে, আমি তোমাকে একটা সুযোগ দিতে চাই। ওই কোনায় তোমার ঘোড়া আছে। এক থেকে দশ গুনবো আমি। এর মধ্যেই পালিয়ে যেতে হবে তোমাকে। দ্যাখো, পারো কিনা!'

ডুবন্ত মানুষ যেমন শ্যাওলা আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চায়, তেমনি চেষ্টা করলো পিকোলা। ছুটলো প্রাণপণে। ঘোড়ার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে, এমন সময় মেরুদণ্ডের ওপর লোহার বাড়ি পড়লো যেন। মুখ থুবড়ে পড়ে গেল পিকোলা। ছটফট করছে। এরপর শেষ না হওয়া পর্যন্ত গুলি করতে থাকলো এন্টেরিক। প্রতিটা গুলি ঝাঁকুনি দিয়ে যাচ্ছে পিকোলাকে। গুলি শেষ হলো। হোলস্টারে ফেললো ওটা। হাত ঘামে ভিজে গেছে। মুছে ফেললো প্যান্টের পেছন দিকে। মাটিতে পড়ে আছে পিকোলার নিস্পন্দ দেহ। বারান্দায় বসে পড়লো এন্টেরিক। ওর গোটা শরীরে কাঁপন শুরু

বইঘর.কম

হয়েছে। দু'হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে থরথর কাঁপছে। গলায় কি যেন আটকে গেছে। হাত আছড়াতে শুরু করলো মেঝের ওপর।

ধীরে ধীরে শান্ত হলো এন্টেরিক। মাথা তুলে দেখলো, সবাই দাঁড়িয়ে চুপচাপ। খেপে উঠলো ও, 'কি দেখছো এখানে? কি দেখছো? শোননি আমার কথা? ওই দুই খুনে পালিয়ে গেছে। আমি ওদের পেতে চাই। যাও! এক্ষুণি যাও? পায়ে হেঁটে যাচ্ছে ওরা। খুব বেশিদূর যেতে পারেনি বোধ হয়। বড়জোর শহর পর্যন্ত।'

ছুটলো সবাই যার যার ঘোড়ার দিকে। চিৎকার করে বলে উঠলো এন্টেরিক, 'ওদের না নিয়ে ফিরবে না। কাউকে খালি হাতে ফিরতে দেখলে গুলি করে মারবো।' বেরিয়ে গেল একে একে সবাই। শুধু ওয়াল্টার রইলো ওর পাশে। ঘোড়ার পায়ের শব্দ মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলো এন্টেরিক। তারপর ঘুরলো ওয়াল্টারের দিকে। মুখে নেকড়ের হাসি।

'এবার, ওয়াল্টার, সব কিছু পরিষ্কার? বুঝতে পারছো তো কাল রাতের নাটকের উদ্দেশ্য কি?'

বোকার মতো মুখ করে চেয়ে আছে ও এন্টেরিকের দিকে। মাথা নাড়তে গিয়েও হঠাৎ কি মনে করে শক্ত হয়ে গেল ওর দেহ। 'এন্টেরিক! বুঝতে পারছি! কিন্তু তুমি একটা জিনিস ভুল করে ফেলেছো।'

'ভুল করেছি, আমি!' হো হো করে হেসে উঠলো এন্টেরিক, 'কি ভুল বলো তো?'

'শহরের হোটেলে ফ্রককোট পরা লোকটা একটা রুম ভাড়া করেছিল।'

Boighar.com

'ঠিক,' সায় দিলো এন্টেরিক, 'তাতে কি ?'

'বুঝছো না কেন ? ওর মালপত্র আছে ওখানে। বাড়তি বুলেট থাকাও বিচিত্র নয়। অথচ···'

'বাড়তি বুলেট ? আছেই তো, ওয়াল্টার।'

'তার মানে, দু'জনেই এখন সশস্ত্র। আর ওদের হাত নিশ্চয়ই আমাদের গুলোর চেয়ে অনেক ভালো।'

'তাই তো হবার কথা মাই ফ্রেণ্ড।' হাসলো এন্টেরিক। সান্ত্বনা দেয়ার ভঙ্গিতে পিঠ চাপড়ে দিলো ওয়াল্টারের, 'তুমি সবই খেয়াল করেছো, কিন্তু একটা কথা বেমালুম ভুলে গেছো।'

'বুঝতে পারছি না।' অসহায়ভাবে মাথা নাড়লো ওয়াল্টার। 'একটু বুঝিয়ে বলো আমাকে—নইলে মাথা খারাপ হয়ে যাবে আমার।'

'একটা কথা বুঝতে চেষ্টা করো,' শান্ত কণ্ঠে বললো এন্টেরিক, 'মৃত লোকেরা লুটের ভাগ নিতে আসে না।'

চোদ্দ

বিস্ময়ে মুখ হাঁ হয়ে গেল ওয়াল্টারের 'মানে···'

'এখন বুঝতে পারছো নিশ্চয়ই।'

'ওরা মারা পড়লে পুরো লুটের ভাগীদার হবো শুধু আমরা দু জন। পুরো দশ লাখ ডলার!' বিস্ময় হজম করতে পারছে না ওয়াল্টার কিছুতেই। 'কিন্তু আমাদের লোকের সংখ্যা তেরো আর ওরা মাত্র দু'জন। যদি দু'জনই মারা পড়ে?'

'শোন, ওয়াল্টার,' এন্টেরিক বললো, 'ওরা দু'জন মারা গেলে, আমাদের লোকেরা ওদের মৃতদেহ নিয়ে এখানে আসবে, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'আর, আমাদের লোকেরা মারা পড়লে, ওরা দু'জন আসবে, ঠিক কি না?'

'হ্যাঁ!' উত্তরোত্তর বিস্ময় বৃদ্ধি পাচ্ছে ওয়াল্টারের।

হাসলো এন্টেরিক, 'যারাই আসুক না কেন এসে আমাদের পাবে না এখানে। আমি আর তুমি সব নিয়ে স্রেফ কেটে পড়বো এখন। বুঝতে পারছো তো!' পিঠ চাপড়ালো আবার ওয়াল্টারের, 'যাও, সব গোছগাছ করে নাও। আর দেরি করা যাবে না।'

চললো ওয়াল্টার, ঘরের দিকে। হঠাৎ একটা শিসের মতো শব্দ এলো। ওয়াল্টারের চোখের কোণে ধরা পড়লো, চকচকে কি যেন একটা ছুটে আসছে ডান দিক থেকে। নড়ার সময় পেলো না ও। ঘ্যাঁচ করে শব্দ হলো একটা। ওয়াল্টারের বিশাল দেহটা টলমল করে এগুলো দু'পা। তারপর কাটা কলাগাছের মতো আছড়ে পড়লো। ডান দিকে গলায় বিঁধে গেছে একটা ছুরি। এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে গেছে। ছুরির ফলাটা বেরিয়ে আছে বাঁ-দিক দিয়ে।

দেয়ালের দিক থেকে নির্দেশ দিলো ক্রেগ, 'নড়ো না, এন্টেরিক। নড়লে মারা পড়বে। অবশ্য খালি রিভলভার দিয়ে কিই-বা করবে। এতো বুদ্ধি তোমার! অথচ একটা লোককে মারার জন্যে সব গুলি খরচ করে ফেললে। আর খালি রিভলভার রেখে দিলে হোলস্টারে!' মাথা নাড়লো ক্রেগ, 'খুব খারাপ, খুব খারাপ। এ-রকম অন্যমনস্কতা বিপদ ডেকে আনে, চীফ!' ব্যঙ্গ ঝরে পড়লো ওর কণ্ঠ থেকে।

গেট দিয়ে ঢুকলো ক্রেগ। নিজের জায়গায় যেন জমে গেছে এন্টেরিক। ক্রেগ এগিয়ে এলো সাবধানে। এন্টেরিকের রিভলভারটা তুলে নিলো হোলস্টার থেকে। বললো নরম কণ্ঠে, 'এবার তোমার চালাকি খাটলো না, চীফ।'

'ওদের সাথে যাওনি কেন?' জিজ্ঞেস করলো এন্টেরিক বিস্ময় কাটিয়ে।

'কারণ, আমি ওদের মতো বোকা নই। প্রথমেই সন্দেহ হয়েছিল আমার। আর এখন তুরুপের সব তাস আমার হাতে।

সুতরাং…'

'জাহান্নামে যাও,' গর্জে উঠলো এন্টেরিক।

'না, এন্টেরিক। তোমাকে পাঠানোর আগে যাচ্ছি না কিছুতেই। এখন চলো। তোমার চেস্ট খুলে টাকা-কড়ি বের করো সব। টাকাগুলো হাতে পেয়ে নিই, তারপর তোমার সাথে বোঝাপড়া।'

হাতটা তুলতে গিয়ে থেমে গেল। ক্রেগের রিভলভার চেয়ে আছে সোজা ওর বুকের দিকে। হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গি করলো ও. 'ঠিক আছে, হার মানলাম তোমার কাছে।'

'বা-বা, এতো তাড়াতাড়ি বুঝে গেছো! নাঃ, ঠিক তোমার মতো শোনাচ্ছে না কথাগুলো,' বললো ক্রেগ, 'যাই হোক, এখন চলো। আগে কাজ; তারপর কথা।'

'দ্যাখো, ক্রেগ,' বললো এন্টেরিক অনুনয়ের সুরে, 'মেনে নিলাম তুমি জিতেছো। কিন্তু এই টাকা লুটের ব্যাপারে আমার অবদানের কথা ভোলা কি ঠিক হবে? আমিই পুরো প্ল্যান করেছি। আমারো দাবী আছে এই টাকায়।'

'দাবীর কথা তুলো না। দাবীদার সবাইকেই তো প্রায় যমের দুয়ার দেখিয়ে দিয়েছো। শুধু পারলে না আমাকে।'

'চলো,' বললো এন্টেরিক, 'আমরা দু'জনে সব নিয়ে পালিয়ে যাই। আমি জানি, কোথায় গেলে নিরাপদে থাকা যাবে আজীবন। তুমি একা গেলে কোথাও না কোথাও ফেঁসে যাবে। পুরো প্ল্যান আছে আমার মাথায়। আমাকে ছাড়া বড়জোর এক সপ্তাহ টিকবে তুমি। তারপর…'

Boighar.com

মাথা নাড়লো ক্রেগ। 'আমি বিশ্বাসও করতে পারছি না, এন্টে-রিক কাউকে অনুরোধ করে! কিন্তু তোমাকে বিশ্বাস করা আর একটা বিষধর র‍্যাটলকে বিশ্বাস করা একই কথা। আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবতে হবে না তোমার। এক সপ্তাহ বাঁচলেই আমি ধন্য। ওই টাকা নিয়ে মৌজ করবো। তারপর বাঁচলেই কি মরলেই বা কি!'

হঠাৎ সিরিয়াস হয়ে উঠলো ক্রেগ। রিভলভারের নল নেড়ে চলবার নির্দেশ দিলো এন্টেরিককে, 'চলো, কথা বলে সময় নষ্ট কোরো না। তোমাকে বাঁচানোর মতো কেউ নেই আর। ধীরে ধীরে হাঁটবে। সন্দেহজনক নড়াচড়া দেখলেই গুলি করবো আমি।'

আগে আগে হাঁটছে এন্টেরিক। পেছনে রিভলভার হাতে ক্রেগ। নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে হাঁটছে ও, এন্টেরিককে বিশ্বাস নেই। চাবি বের করলো এন্টেরিক। খুললো সাময়িক স্ট্রংরুমের দরজা। দরজার পাশেই রাখা এক মোমবাতি ধরালো। ভেতরটা অন্ধকার। জ্বলন্ত মোমবাতি হাতে ধরে ঘরে ঢুকলো এন্টেরিক।

এক কোণে চেস্ট। ওর ভেতরেই লুটের ডলার, সোনা সব আছে। ক্রেগ দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রইলো। এন্টেরিক ধীরে ধীরে চেস্টের চাবিটা খুললো গলার চেন থেকে। ক্রেগ ওর প্রতিটা অঙ্গভঙ্গি লক্ষ্য করছে সতর্ক চোখে। তাড়া দিলো ও, 'কই, খোলো চেস্ট!'

তালার ভেতর চাবি ঢোকানোর শব্দ হলো। ঘুরলো চাবিটা। খুলে গেল তালা। হ্যাণ্ডেল ধরে চেস্টের ডালা টান দিলো এন্টে-রিক। তাকিয়ে রয়েছে ও বাক্সটার দিকে। স্থির হয়ে গেছে।

বইঘর.কম

হঠাৎ প্রবল হাসিতে ফেটে পড়লো এন্টেরিক। হাসির দমকে কাঁপছে ওর বিশাল দেহ। উন্মাদের মতো হাসছে, দুলে দুলে।

কর্নেল উইলসন এক হাঁটু গেড়ে বসে ব্যাগ হাতড়ে চলেছেন। শেষ পর্যন্ত পেলেন জিনিসটা। উঠে এলেন টেবিলের কাছে, হাতে ওঁর বিশালাকৃতির বাইবেল একটা। মোটা চামড়ার মলাটে বাঁধাই। ওপরে সোনালী অক্ষরে লেখা। ভুরু কোঁচকালো অজ্ঞাতনামা শিকারী বাইবেলটা দেখে। কিন্তু কিছু বললো না।

'একজন মানুষের জীবনে,' বললেন কর্নেল, 'অন্তত: একটা জিনিস থাকা দরকার, যাকে বিশ্বাস করা যায়। আমি এই বাইবেলটার ওপর আস্থা রেখে ঠকিনি কখনো। অনেক বিপদ থেকে উৎরে গেছি এর সাহায্যে। এটা সঙ্গে থাকলে নিজেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ মনে করি আমি।'

ঘাবড়ে গেল শিকারী। যাঃ, বাবা, ধর্মকথা শোনাতে বসলো নাকি বুড়ো। মাথা ঠিক আছে তো! নাকি মার-টার খেয়ে বিগড়ে গেছে একেবারে!

পাতা ওল্টাতে লাগলেন কর্নেল। এপাতা থেকে একটা শ্লোক পড়ছেন, ওপাতা থেকে আরেকটা। আরো কয়েকটা পাতা ওল্টানোর পর দেখা গেল শাদা পাতা। ছাপা নেই কিছু। পরের কয়েকটা পাতাও শাদা। আরো কয়েকটা পাতা ওল্টাতেই ভূত দেখার মতো চমকে উঠলো শিকারী।

'এই ব্যাপার···!'

বাইবেলের পাতাগুলোর মাঝের অংশ সুন্দর করে কেটে একটা

Boighar.com

খাপের মতো বানানো হয়েছে। ওর ভেতর নিশ্চিন্তে শুয়ে আছে দু'টো ছোট্ট সিঙ্গল শট ডেরিঞ্জার পিস্তল। বাঁট মুক্তোখচিত। স্প্রিংয়ের ক্লিপ ধরে আছে পিস্তল দুটোকে। কর্নেল একটা দিলেন তাঁর সঙ্গীকে। একটা গুঁজে রাখলেন নিজের ভেস্টের পকেটে।

'বলা যায় না, কোন কাজে লেগে যেতে পারে এগুলো,' সত্যিই উপদেশ দিতে শুরু করেছেন, কর্নেল, 'কেউ বলতে পারে না কখন কোনটা কাজে লাগে। আর আজকের দিনটা ভালো নয় মোটেও।'

উঠে দাঁড়ালো শিকারী। হাসলো একটু, 'আমাদের চিন্তা প্রায় একই রকম।' বলে পনচোটা ওঠালো। ওরও ভেস্টের ভেতরে একটা ছোট পকেট। তাতে একটা ডেরিঞ্জার, কর্নেলেরটার মতোই। 'কাল রাতে একবার এটা ব্যবহার করবার ইচ্ছা হয়েছিল। কিন্তু দেখলাম, একটা গুলিতে মাত্র একজনকেই মারা সম্ভব। তাই··· থামলো একটু। জিজ্ঞেস করলো, 'কিন্তু কর্নেল, ওরা ছেড়ে দিলো কেন? ওখানেই তো মারতে পারতো আমাদের।'

'তা পারতো। তবে আমার মনে হয়, এর পেছনে এক্টেরিকের কোন মতলব আছে। দেখা যাক, কি হয়।'

পুব আকাশে সূর্য দেখা দিয়েছে লাল হয়ে। চারদিক ভরে গেছে উজ্জ্বল আলোয়। এমন সময় শোনা গেল অনেকগুলো খুরের শব্দ। জানালার দিকে ছুটে গেলেন কর্নেল।

'আসছে ওরা। এবার তৈরি হও। জবর ফাইট হবে মনে হচ্ছে। আকর্ণ বিস্তৃত হাসি উপহার দিলেন কর্নেল।

'এরই জন্যে তো অপেক্ষা করছি। এবার বোধ হয় আমার র‍্যাঞ্চ মালিক হবার স্বপ্নটা সার্থক হবে, কর্নেল।'

বইঘর.কম

'আমারও অপেক্ষার শেষ বোধ হয়,' বললেন কর্নেল রিভলভার পরীক্ষা করতে করতে, 'চলো, নিচে নামা যাক। নাকি, ওরা এখানে পৌঁছা অবধি অপেক্ষা করবে? আরো এক পেগ হুইস্কি হয়ে যাক, কি বলো?'

Boighar.com

পনেরো

দুই লাফে পৌঁছে গেল ক্রেগ এন্টেরিকের পাশে। মন থেকে সব সাবধানতা উড়ে গেছে এন্টেরিকের হাসি দেখে। দেখলো, চেস্টের ভেতর কিছু নেই, একটা পোস্টার ছাড়া। পোস্টারে এন্টেরিকের ছবি। ছবিতেও হাসছে ও।

মেঝেতে পা ঠুকলো ক্রেগ। গাল দিলো। রাগে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়েছে। চিৎকার করে উঠলো, 'কোথায় গেল সবকিছু? কোথায় লুকিয়েছিস ওগুলো? বল!'

'আমি ধরিনি, জানি না কিছু।' হাসি চাপার চেষ্টা করছে ও। চোখের দু'কোল গড়িয়ে পানি নেমেছে। 'দারুণ দেখিয়েছে বটে! বুঝতে পারছো না, ক্রেগ! জোক করে গেল ওরা আমাদের সাথে! ওরা দু জন সব টাকা নিয়ে গেছে। রেখে গেছে পোস্টারটা। ওঃ, এরকম ঠাট্টা কেউ কোনদিন করেনি আমার সাথে।' আবার হাসিতে ফেটে পড়লো এন্টেরিক।

'মিথ্যে কথা,' পাগলের মতো চেঁচিয়ে উঠলো ক্রেগ, 'চাবি ছিলো তোমার কাছে। তালা ভাঙা হয়নি। তাহলে? তাহলে, ওরা কি করে নেবে?'

এন্টেরিকের জ্যাকেটের কলার চেপে ধরলো ক্রেগ বাঁ-হাতে। টেনে হিঁচড়ে নিয়ে এলো কয়েক হাত। ঝাঁকুনি দিলো কয়েকটা, 'গেল কোথায় টাকাগুলো, বলো। কি—করে—বেরুলো—ওগুলো' প্রবল উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছে শরীর।

অনেক কষ্টে নিজেকে সামলালো ক্রেগ। 'তাহলে, এন্টেরিক! টাকাগুলোও পিকোলার ছুরির মতোই আচরণ করলো! তুমি জানো না, অথচ টাকা উধাও। ব্যাপারটা কি? কথা বলো। আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি, এন্টেরিক, কথা বলো।'

আরেকদফা হাসলো এন্টেরিক উরু চাপড়ে। তারপর বললো, 'আমাকে জিজ্ঞেস করছো কেন? ওদের জিজ্ঞেস করো. ওই দুই বাউন্টি শিকারীকে। ওরা এখনো বোধ হয়—ভেগে পড়তে পারেনি। ওদের জিজ্ঞেস করো। ওরা নিশ্চয় জানে, গেছে কোথায় টাকাগুলো।'

খেপে উঠলো ক্রেগ। ঘরের চারদিকে ছুটে বেড়াচ্ছে। লাথি মারলো একটা খালি কাঠের বাক্সকে। ছিটকে দূরে মেঝের ওপর গিয়ে পড়লো ওটা। সামনে যা পড়ছে তার ওপর চাপড় মারছে সে।

এন্টেরিক হাঁটু গেড়ে বসে আছে মেঝেতে চুপচাপ। দেখছে ক্রেগের কাণ্ড। এখনো হাসছে। চোখের কোল গড়িয়ে নামছে জলের ধারা।

হঠাৎ গুলির শব্দ শুনে চমকে উঠলো দু'জনেই। দূর থেকে গুলির শব্দ হলো, পরপর কয়েকটা। বোধ হয় আগুয়া ক্যালিয়েন্টের দিক থেকেই আসছে শব্দ।

Boighar.com

'এখনো সময় আছে, ক্রেগ,' বললো এন্টেরিক, 'চলো, পালিয়ে যাই। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা পৌঁছে যাবে এখানে।'

'কোথাও যাবো না আমি,' চেঁচিয়ে উঠলো ক্রেগ, 'দশ লাখ ডলার না উদ্ধার করা পর্যন্ত যাচ্ছি না। খুঁজে দেখবো, কোথায় লুকিয়ে রেখেছো। তার আগে তোমাকে ঘরে আটকে যাবো। কোন চালাকি করলে খুন করবো তোমাকে।'

'পালাবো না,' শান্ত কণ্ঠে বললো এন্টেরিক।

'তা জানি। আসলে, পালাতে পারবেও না। সকালে তোমার ঘোড়ার দড়ি কেটে ভাগিয়ে দিয়েছি আমি। এখন পালাতে হলে, স্রেফ হাঁটতে হবে।' দরজার দিকে চললো ক্রেগ, 'শুধু আমার ঘোড়াটাই আছে এখানে। লুকিয়ে রেখেছি অবশ্য।'

সাধারণ মানুষের কানে এত ক্ষীণ আওয়াজ পৌঁছানোর কথা নয়। কিন্তু অজ্ঞাতনামা শিকারীর কথা আলাদা। পায়ের শব্দ পেয়েছে ও। একটা বাড়ির দেয়ালের পাশে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়েছে। হাতে রিভলভার। পা টিপে টিপে কে যেন আসছে ওদিক থেকে।

এক গড়ান দিয়ে দেয়ালের কাছ থেকে সরে গিয়েই রিভলভার তুললো। নামিয়ে নিলো আবার। 'ঘোড়ার ডিম! এভাবে তো আমরা দু'জনেই মারামারি করে মরবো।' কর্নেলকে দেখে বললো ও।

'ঠিক,' বললেন কর্নেল, 'তার চেয়ে এখন থেকে বরং আমরা এক সাথেই থাকি। তাহলে সুবিধে হবে।'

'না, আমি থাকি রাস্তার এপারে। আপনি ওপারে। তাহলে

বইঘর.কম

আমি আপনার পেছনটা সামলাতে পারবো আর আপনি আমার পেছন…'

'গুড,' খুশি হয়ে উঠলেন কর্নেল। 'ওরা শহরের প্রান্তে থেমে গেছে। এখন চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে সুতরাং…'

ডাইভ দিয়ে কর্নেলকে নিয়ে মাটিতে পড়লো শিকারী। গুলির শব্দ হলো। দেয়ালের ইট গুঁড়ো হয়ে ঝরে পড়লো ওদের ওপর। কর্নেল যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন, ঠিক সেখানে, তাঁর বুক সমান জায়গায় গুলি লেগেছে। একটা গড়ান দিয়েই দ্রুত গুলি করলো শিকারী রাস্তার ওপাশে একট ঘরের ছাদের ওপর থেকে গড়িয়ে পড়লো একজন ওর রিভলভারটা পড়লো পরে, প্রাণহীন দেহের ওপর।

উঠে দাঁড়ালো দু'জনেই। শিকারী তার রিভলভারে একটা গুলি ভরে নিলো তাড়াতাড়ি।

'ধন্যবাদ, মাই বয়' বললেন কর্নেল।

'ধন্যবাদের দরকার নেই। কাজ নিয়ে কথা। এক হাজার হলো।'

'হিসাব তুমিই রাখো। আমার এসবে দরকার নেই। শিকারীর সুর নকল করে বললেন কর্নেল।

'মাঝে মধ্যে আপনার কথা বড়ো দুর্বোধ্য ঠেকে,' বললো শিকারী নিরুত্তাপ কণ্ঠে।

আলাদা হয়ে গেল ওরা। রাস্তার দু'পাশে দু'জন। দেয়ালের আড়ালে আড়ালে গার্ড নিয়ে চলছে। প্রত্যেকটা ঘরের সামনে দিয়ে যাবার সময় পরীক্ষা করে দেখছে কেউ আছে কি না

শিকারীর ঠিক পেছনেই একটা দরজা একটু ফাঁক হলো। দেখা

Boighar.com

গেল, একটা রিভলভারের নল বেরিয়ে এসেছে। রাস্তার ওপর থেকে কর্নেলের রিভলভার গর্জে উঠলো, পরপর দু'বার। অদৃশ্য হয়ে গেল রিভলভারটা। দরজার গায়ে দু'টো ফুটো হয়ে গেছে।

পাঁই করে ঘুরলো শিকারী। দেয়াল ঘেঁষে সাবধানে এগুলো দরজাটার দিকে। রিভলভারের নল দিয়ে পাল্লাটা খুললো আস্তে করে। নিজে দেয়ালের আড়ালেই রয়েছে। এক লাফে ঘরে ঢুকলো, হাতে উদ্যত রিভলভার। ঢুকেই বুঝলো অতো সাবধান হবার দরকার নেই। কর্নেলই কাজ সেরে ফেলেছেন।

খুশি হয়ে উঠলো ও। 'আরো এক হাজার,' চেঁচিয়ে বললো শিকারী। ঘর থেকে বেরুলো। আর কারো সাড়া-শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। 'এরপর, কর্নেল?'

'আমি ওই ঝুপড়িগুলো দেখতে যাচ্ছি।' বলে রাস্তার ডানে একটু সামনের বস্তিগুলোর দিকে দেখালেন।

'ঠিক আছে, আমি এখানেই থাকি। তাহলে, দু'দিক কভার করতে পারবো।'

হারিয়ে গেলেন কর্নেল বিল্ডিংয়ের কোনায়। পরপর কয়েকটা গুলির শব্দ হলো। তারপর সব নিরব। সামনে এগিয়ে খোঁজ নেবে কি না ভাবছে শিকারী, এমন সময় দেখলো রাস্তার ওপর দু'জন। দু'জনেরই হাতে রাইফেল। কোন সুযোগ দিলো না ওদের। প্রায় একই সঙ্গে লুটিয়ে পড়লো ওরা রাস্তায়।

পনচোতে টান লাগলো যেন। অল্পর জন্যে বেঁচে গেছে। একটা গুলি বেরিয়ে গেছে ডান হাতের পাশ দিয়ে। পনচোতে ছিদ্র রেখে গেছে বুলেটটা। চকিতে ঘুরে ডাইভ দিয়ে মাটিতে পড়েই গুলি

বইঘর.কম

করলো ও একটা দরজার আড়ালে ছিলো লোকটা। দরজা খুলে রাস্তায় এসে লুটিয়ে পড়লো। একটু ছটফট করে থেমে গেল।

আবার কর্নেলের চেহারা দেখলো ও। সাবধানে এগিয়ে আসছেন বস্তির দিক থেকে।

স্ট্রংরুমের দরজা খুলে ক্রেগ ঢুকলো ভেতরে। ডান হাতে এখনো ধরে আছে রিভলভার। চোখেমুখে বন্য ছায়া।

এন্টেরিক একই জায়গাতে বসে আছে। নড়েনি একটুও। কিন্তু এখন ওর চেহারা শান্ত, চোখ উজ্জ্বল। ডান হাতের ওপর ভর দিয়ে আছে ও বাঁ-হাত দেখা যাচ্ছে না, চেস্টের আড়ালে।

'কিছু পেলে না শেষ পর্যন্ত,' শান্ত কণ্ঠে বললো এন্টেরিক, 'আমি বলেছিলাম না? ওরা দু'জনই নিয়ে গেছে সব কিছু।'

'এন্টেরিকের কথা যেন শুনতেই পায়নি ক্রেগ। আশাভঙ্গের বেদনায় চেঁচিয়ে উঠলো ও, 'আমার ঘোড়াটাও পাচ্ছি না! চলে গেছে! এন্টেরিকের দিকে তাকালো ও, 'বুঝতে পারছো কিছু। ফাঁদে আটকা পড়ে গেছি আমিও।'

কান পেতে দূর থেকে ভেসে আসা গুলির শব্দ শুনছে এন্টেরিক। আওয়াজ থামতেই বলে উঠলো ও, 'তাহলে এসো, আমরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বন্ধ করি। ওরা দু'জন এলে লড়বো একসাথে।'

'তাই,' বললো ক্রেগ, 'তাই হোক, এন্টেরিক। আর ঝগড়া করার আছেই বা কি! এই নাও···' বলে কামরে গোঁজা এন্টেরিকের রিভলভারটা ছুঁড়ে দিলো। এন্টেরিক ডান হাতে খপ করে

Boighar.com

ধরে ফেললো রিভলভারটা। বঁ-হাত বের করে আনলো চেস্টের আড়াল থেকে। তাতে শোভা পাচ্ছে একটা ছোট পিস্তল। ওটা দেখে মুখ ঝুলে পড়লো ক্রেগের। বোকা বনে গেছে ও। পিস্তলটা সোজা ওর বুকের দিকে তাক করা।

'আমি আগেই বলেছি, ক্রেগ, তুমি একটা গাধা। এখন বুঝতে পারছো নিশ্চয়ই। একমাত্র গাধারাই হোলস্টার থেকে রিভলভার ছিনিয়ে নিয়ে ভাবে, শত্রু নিরস্ত্র। জ্যাকেটের নিচে বেল্টেও যে একটা পিস্তল গোঁজা থাকতে পারে সেটা জানা দরকার। এই জন্যেই বলেছিলাম, আমার সাহায্য ছাড়া তুমি এক সপ্তাহের বেশি টিকবে না।'

উঠে দাঁড়ালো এন্টেরিক। রিভলভারটা হোলস্টারে ফেললো। পিস্তলটাও গুঁজে রাখলো কোমরে। ক্রেগের মনে স্বস্তি ফিরে এলো খানিকটা। জিজ্ঞেস করলো, 'কি করবো, এখন?'

'ওদের মোকাবিলা করার জন্যে প্ল্যান করেছি একটা দেখা যাক কি হয়।'

ষোলো

লাশগুলো টেনে এনে সেলুনের সামনে জড়ো করছে শিকারী। গুনলো। মাথা চুলকে বললো, 'এন্টেরিককে বাদ দিয়েও আরো দু'জনকে দেখা যাচ্ছে না এদের মধ্যে। একজন ওয়াল্টার, অন্যজন ক্রেগ। এদের টিকিটিরও পাত্তা পেলাম না। গেল কোথায় ব্যাটারা।'

'এন্টেরিকের সাথে ওর আস্তানাতেই আছে বোধ হয়,' কর্নেল বললেন।

'এবার তাহলে ওদিকেই যাওয়া যাক,' বললো শিকারী।

'চলো।'

ক্রেগ জানালায় ওঁৎ পেতে বসে আছে। ডান হাতে রিভলভার। মুখ শাদা হয়ে গেছে হতাশায়, অনিশ্চয়তায়। দরদর করে ঘামছে। ওর পেছনেই এন্টেরিক বসে, একটা বাক্সের ওপর। হাতে পকেট ঘড়িটা। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছে। বোতামটা টিপে দিতেই ডালা খুলে গেল। টুংটাং ধ্বনিতে ভরে গেল ঘর।

মাথা ঘোরালো ক্রেগ ওর দিকে। একটু রাগতঃ স্বরে বললো, 'তুমি আর তোমার ঘড়ি! কি যে আনন্দ পাও সারাক্ষণ ওই টুংটাং

শুনে, বুঝলাম না।'

কোন জবাব দিলো না এন্টেরিক। ওর চোখ দুটো বোঁজা। আত্মমগ্ন হয়ে আছে ও। চোখে ভাসছে, এক যুবতীর দেহ। ছেঁড়া রোব। ছটফট করছে মেয়েটা। তারপর হঠাৎ গুলি। ওর দেহের নিচে চমকে উঠলো মেয়েটার দেহ। এতো কাছ থেকে গুলির শব্দ আর কোনদিন শোনেনি ও। রক্তে ভেসে গেল বিছানা। এদিকে ঘরের মাঝখানে পড়ে আছে আরেকটা মৃতদেহ, পুরুষের। মেয়েটার স্বামী নিশ্চয়ই। দেখে মনে হচ্ছিল, নতুন বিয়ে হয়েছে।

তাড়াহুড়ো করে চলে এসেছিল এন্টেরিক। রিভলভারটা ফেলে এসেছিল ভুল করে। বাঁটে খোদাই করা ছিলো ওর নাম।

ক্রেগের ঝাঁকুনি খেয়ে ধ্যান ভাঙলো এন্টেরিকের। চিৎকার করছে ও, 'ওঠো, ওঠো!' ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রয়েছে এন্টেরিক ওর দিকে। 'বুঝতে পারছো না আমার কথা? ওরা আসছে, দু'-জনই।'

দূর থেকেই ওয়াল্টারের দেহ দেখতে পেলো শিকারী। এন্টেরিকের সাময়িক আস্তানার কাছে পৌঁছে গেছে ওরা। দেয়ালের কাছে গেল সাবধানে। দেখলো, ওয়াল্টারের ঘাড়ের পাশ দিয়ে বেরিয়ে আছে ছোরার বাঁট।

'ওয়াল্টারও বাদ,' বললো ও, 'জীবিতদের তালিকা থেকে। একটা বুলেটও খরচ করতে হলো না এই পাঁচ হাজার ডলারের জন্যে, আফসোস।' মাথা নাড়ছে ও, হতাশার ভান করছে।

কর্নেল তাকালেন ওর দিকে। চেহারায় আলাদা এক গাম্ভীর্য

বইঘর.কম

ফিরে এসেছে। চোখের দৃষ্টিও অন্যরকম। ওর কোন কথা শুনতে পেয়েছেন বলে মনে হচ্ছে না। চোয়াল শক্ত।

'শোন,' বললেন কর্নেল দৃঢ় অথচ চাপা কণ্ঠে, 'পুরস্কার নিয়ে মোটেও মাথাব্যথা নেই আমার। শুধু বলছি এন্টেরিক আমার, একা আমার। বহু বছর ধরে অপেক্ষা করছি আমি এই দিনটির জন্যে। অনেকগুলো রাত কেটেছে নির্ঘুম। এন্টেরিক ও আমার মাঝে নাক গলাবে না তুমি নাক গলালে, সে যেই হোক, স্রেফ মারা পড়বে আমার হাতে, বুঝেছো।'

হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালো শিকারী। 'আচ্ছা মুশকিল হলো তো! সেই তখন থেকে বলছেন, এন্টেরিক আমার, এন্টেরিক আমার। আমি কি নিষেধ করেছি। যা খুশি করুন না আপনি ওকে নিয়ে। আমার দরকার টাকা।' পিছিয়ে গেল ও। কর্নেল উইলসন আঙিনায় ঢুকলেন আগে। পেছনে ও।

চিৎকার করে ডাকলেন কর্নেল, 'এন্টেরিক, আমি উইলসন, কর্নেল উইলসন বলছি।'

অপেক্ষা করলেন কয়েক মুহূর্ত। কোন জবাব না পেয়ে আবারো ডাকলেন, 'এন্টেরিক, শুনতে পাচ্ছো! আমাকে তুমি চিনবে না, অন্তত: নামে। কিন্তু একটা কথা মনে করিয়ে দিচ্ছি তাহলেই বুঝতে পারবে সবকিছু। মনে পড়ে তোমার, বহু বছর আগের কথা? এক নববিবাহিত দম্পতির ঘর। মেঝেতে ছেলেটার মৃতদেহ। বুকে গুলি লেগেছিল। আর মেয়েটা, ধর্ষিতা! মাথা চুরমার হয়ে গেছে, বুলেটের আঘাতে। ওটা ছিলো ওদের ফুলশয্যার রাত।'

কোন সাড়াশব্দ নেই ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছেন কর্নেল।

Boighar.com

'তুমি ঘড়িটা নিয়ে এসেছিলে। ওটা উপহার দিয়েছিল ওর ভাই। একই রকম দু'টো ঘড়ি কিনেছিল সে। একটা নিজের জন্য, অন্যটা বোনের জন্যে। মনে পড়ে ঘড়িটার কথা! রিভলভার ফেলে এসেছিলে তুমি। ওতে তোমার নাম খোদাই করা ছিলো!

অন্ধকার ঘর। এন্টেরিক উঠে দাঁড়ালো। দরজার দিকে চলতে শুরু করলো ও। বাঁ-হাতে ধরা ঘড়িটা। সোনার চেনের সাথে ঝুলছে। ওর মুখটা ঝুলে গেছে কেমন যেন। দৃষ্টি ফাঁকা। ডান হাতে রিভলভার। একবার রিভলভার, একবার ঘড়িটা দেখছে। যেন জীবনে এই প্রথম এই রকম জিনিস দেখছে।

ওর দিকে তাকিয়ে মাথা খারাপ হয়ে গেল যেন ক্রেগের। চাপা গলায় বললো, 'এন্টেরিক! হচ্ছে কি! কি ভাবছো? ঈশ্বরের দোহাই, মাথা ঠিক করো। কোথায় তোমার প্ল্যান! এভাবে বেরুলে মারা পড়বে তো!'

ক্রেগের কথা শুনতে পায়নি যেন এন্টেরিক। রিভলভারটা পরীক্ষা করলো একবার। সিলিণ্ডার ঘুরিয়ে দেখে নিলো গুলি ভরা আছে কি না, তারপর মুখ তুলে তাকালো ক্রেগের দিকে। আতঙ্কে, উত্তেজনায় কাঁপছে ক্রেগ।

নির্দেশ দিলো ও, 'দরজা খুলে দাও, ক্রেগ।'

'না, এন্টেরিক, না,' আর্তনাদ করে উঠলো ক্রেগ। 'তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। ওদের সাথে পারবে না তুমি। তোমাকে মেরে ওরা এসে আমাকেও মারবে।' মাথা নাড়ছে ক্রেগ, 'মাথা খারাপ হয়ে গেছে তোমার, এন্টেরিক। হা ঈশ্বর, এক উন্মাদ আর দুই খুনের মাঝখানে ফাঁদে আটকা পড়ে গেছি আমি। এখন কি

বইঘর.কম

হবে ?'

হঠাৎ পেছনের জানালার দিকে ছুটে গেল ক্রেগ। ঝাঁপ দিয়ে পড়লো বন্ধ জানালার ওপর। জানালা ভেঙেচুরে বাইরে গিয়ে পড়লো ও। কয়েকটা গড়ান দিয়ে উঠেই ছুট দিলো দালান আর স্টেবলের মাঝ দিয়ে পালাবার চেষ্টা করছে ক্রেগ শিকারীর রিভলভার গর্জে উঠলো দু বার গুলির ধাক্কায় আরো কয়েকহাত ছুটে গেল সে তারপর পড়ে গেল মাটিতে মুখ থুবড়ে। মেরুদণ্ডের দু'পাশে দুটো গুলি ঢুকেছে। চলে গেল ক্রেগ, ওর দশ লক্ষ ডলারের স্বপ্ন নিয়ে। ওটা এন্টেরিক নয় নিশ্চিত হবার পরই গুলি করেছিল শিকারী। নইলে বিপদ হতো।

গুলির শব্দে আত্মস্থ হলো এন্টেরিক। জ্বলে উঠলো দু'চোখ। সামনের জানালার দিকে এগুলো ও শার্টারের ফাঁক দিয়ে দেখলো, ফ্রককোট পরিহিত দীর্ঘদেহী লোকটা দাঁড়িয়ে উঠোনে। অপেক্ষা করছে। ডান হাতে রিভলভার, মাটির দিকে চেয়ে আছে ওটা।

অনেকক্ষণ সময় নিলো এন্টেরিক লক্ষ্য স্থির করতে। গুলি করলো শার্টারের ফাঁক দিয়ে ঠং করে শব্দ হলো ঝাঁকুনি খেলো কর্নেলের ডান হাত। লম্বা ব্যারেলের রিভলভারটা উড়ে গেল হাত থেকে, কয়েক ফুট দূরে গিয়ে পড়লো।

দড়াম করে জানালা খুললো এন্টেরিক। ওর রিভলভার চেয়ে আছে কর্নেলের দিকে। নির্দেশ দিলো, 'নড়বে না, খবরদার!'

জানালা পথে লাফ দিয়ে মাটিতে নামলো এন্টেরিক। কর্নেলের কয়েকহাত সামনে এসে দাঁড়ালো। বাঁ-হাতে তুলে ধরলো ঘড়িটা।

Boighar.com

'তাহলে, তুমিই সেই ভাই। ভালো, ভালো।' ব্যঙ্গ ঝড়ে পড়ছে যেন ওর কণ্ঠ থেকে।

'ঠিক আছে, কর্নেল। এবার ডুয়েল লড়বো আমরা,' রিভলভারটা হোলস্টারে ফিরিয়ে দিলো এন্টেরিক। ঘড়িটা দেখালো কর্নেলকে। 'টুংটাং শব্দ শুরু হলেই প্রতিযোগিতা শুরু হবে। থামা মাত্র গুলি করবো। দেখো, এর মধ্যে তোমার রিভলভার তুমি তুলে নিতে পারো কি না। সুযোগ দিলাম তোমাকে।'

কর্নেলের ঠাণ্ডা চোখ ঘুরে এলো কয়েক ফুট দূরে পড়ে থাকা রিভলভারটার ওপর থেকে। দূরত্ব মাপছেন যেন। হাসলো এন্টেরিক, 'কি পারবে, কর্নেল?'

গোপন বোতামে চাপ দিতেই খুলে গেল ঘড়ির ডালা। টুংটাং ধ্বনি শুরু হলো। স্টেবলের কোণ থেকে বেরিয়ে এলো নাম না জানা লোকটা। রিভলভার তুলে লক্ষ্য স্থির করলো। ওর বাঁ-হাতের মুঠোয় কি যেন একটা ধরে আছে, দেখা যাচ্ছে না

'কর্নেলের রিভলভার কুড়িয়ে আনার দরকার নেই, এন্টেরিক।'

সপাং করে চাবুক কষালো কে যেন ওর পিঠে। এন্টেরিকের হাত হোলস্টারের কাছাকাছি গিয়েও থেমে গেল ঘাড় ফিরিয়ে দেখলো ও লোকটা কে। সেই সিনর নো-নেম। ভুলেই গেছিল ওর কথা এন্টেরিক উত্তেজনার মাথায়। কর্নেলের পাশে এসে দাঁড়ালো ও। কর্নেলকে বললো, 'আপনার রিভলভারটা বোধ হয় কাজ করবে না। আমারটা নিন।'

পনচোর ভেতর হাত ঢুকিয়ে বেল্ট খুললো শিকারী। হোলস্টারে আরেকটা রিভলভার। তুলে দিলো বেল্টটা কর্নেলের হাতে।

বইঘর.কম

ওর দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে এন্টেরিকের ওপর। নিজের বেল্টটা খুলে ফেলে দিলেন কর্নেল। পরলেন ওঁর সঙ্গীরটা। কয়েকবার হোলস্টার থেকে রিভলভার তুললেন, আবার রাখলেন। গতি ঠিক আছে কি না পরীক্ষা করে নিলেন।

'অসুবিধে হচ্ছে না তো, কর্নেল?'

'না।'

'আরেকটা কথা,' বললো লোকটা, 'এবার সময় রাখবো আমি, এন্টেরিক। এটা দিয়েই সুবিধে হবে, তাই না?'

বাঁ-হাতের মুঠো খুললো ও। ঝিক্ করে উঠলো সোনালী ঘড়িটা, সূর্যের আলোয়। এটাও এন্টেরিকের হাতের ঘড়িটার মতোই। কর্নেল তাড়াতাড়ি ভেস্টের পকেটে হাত ঢোকালেন। শুধু চেনটা উঠে এলো, ঘড়ি নেই। রাগতঃ দৃষ্টিতে তাকালেন সঙ্গীর দিকে।

'আজ ভোরে মেরে দিয়েছিলাম, কর্নেল। খুব পছন্দ হয়ে গিয়েছিল ঘড়িটা আমার,' হাসলো শিকারী, 'কিন্তু এখন বুঝতে পারলাম, এই ঘড়ির পেছনে একটা ইতিহাস আছে। তাই…'

এন্টেরিক একবার নিজের হাতের ঘড়িটা দেখছে, আরেকবার অন্যটা।

বললেন কর্নেল, 'একই কোম্পানীর তৈরি, এন্টেরিক। আগেই বলেছি, একসাথেই কিনেছিলাম। এই পৃথিবীতে বেলিণ্ডা আমার সব চেয়ে প্রিয় মানুষ ছিলো, এন্টেরিক। সেই প্রিয় জিনিসটা কেড়ে নিয়েছো তুমি। এখন আমি তোমার প্রিয় প্রাণটা কেড়ে নেবো।'

Boighar.com

কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম জমে উঠেছে এন্টেরিকের। ঠোঁট কাঁপছে। ওর হাতের ঘড়ির ডালাটা বন্ধ করে দিলো।

এক পা পেছনে সরে গেল অজ্ঞাতনামা শিকারী। 'শুরু হচ্ছে,' শান্ত কণ্ঠে বললো ও, 'তৈরি হয়ে নাও। শোনো, তাড়াহুড়ো কোরো না, এন্টেরিক। তোমার নিয়মেই, অর্থাৎ টুংটাং শব্দ শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে শব্দ শেষ হবার সাথে সাথে গুলি চলবে।'

প্রতিপক্ষের হোলস্টারে রিভলভার আছে এই তথ্যটা এন্টেরিকের মনে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করছে। টুংটাং শব্দ শুরু হবার সাথে সাথে প্রবল উত্তেজনা ঘিরে ধরলো ওকে। পা দুটো একটু ফাঁক করে দাঁড়ালো ও। ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলছে দৃষ্টি কর্নেলের স্থির শীতল চোখের ওপর।

কর্নেল দাঁড়িয়ে মূর্তির মতো। চেহারা ভাবলেশহীন।

শিকারীর দৃষ্টি এন্টেরিকের ওপর। জ্বলজ্বল করছে ওর গভীর নীল চোখ। টুংটাং ধ্বনির লয় ক্রমশ ধীর হয়ে আসছে। থেমে থেমে শব্দ হচ্ছে এখন। শেষ টুং শব্দটা মিলিয়ে যেতে না যেতেই এন্টেরিকের হাত সাপের মতো ছোবল দিলো কিন্তু টাইমিংয়ে একটু গোলমাল হয়ে গেছে ওর।

কোমরের কাছ থেকেই গুলি করেছেন কর্নেল রিভলভার বেশি তুলবার চেষ্টা করেননি। তাতেই বাড়তি সুবিধেটুকু পেয়ে গেছেন।

বুকে বুলেটের ধাক্কা খেয়ে পেছনে উলটে পড়লো এন্টেরিক। হাত থেকে খসে পড়েছে রিভলভার। একবার হাতড়ালো চারদিকে রিভলভারের খোঁজে, শেষ চেষ্টা করতে চায়। খুঁজে পেলো।

বইঘর.কম

বাঁটের ওপর হাতটা পড়েই স্থির হয়ে গেল।

রিভলভার হোলস্টারে রেখে দিলেন কর্নেল। নিজেরটা কুড়িয়ে নিলেন মাটি থেকে।

'নাঃ, কোন ক্ষতি হয়নি। ট্রিগার গার্ডে লেগেছিল গুলিটা। ভাগ্য ভালো, আঙুলটা উড়িয়ে নিয়ে যায়নি বুলেট,' বললেন কর্নেল উত্তেজনার লেশমাত্র নেই ওঁর কণ্ঠে। এন্টেরিকের বাঁ-হাতের মুঠো থেকে ঘড়িটা খুলে নিয়ে পকেটে ঢোকালেন।

অজ্ঞাতনামা শিকারী ওর হাতেরটা কর্নেলের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, 'কর্নেল আমার রিভলভার আর গানবেল্টের বিনিময়ে এটা আমি চাই।'

দরকার নেই বিনিময়ের,' বললেন কর্নেল, 'তোমাকে ওটা উপহার দিলাম, মাই বয়।'

'ধন্যবাদ, কর্নেল।'

Boighar.com

সতেরো

'চলুন, কর্নেল,' বললো শিকারী, 'এবার আমাদের পুরস্কারের টাকা সংগ্রহ করতে হবে।'

এরই মধ্যে সব কটা লাশ একটা ওয়াগনে বোঝাই করেছে ওরা। চারদিকে ভিড় জমিয়েছে আশুয়া ক্যালিয়েন্টের লোকজন। শান্তিপ্রিয় লোকেরা গণ্ডগোলের আশঙ্কায় গোড়াতেই শহর থেকে এদিক ওদিক সরে পড়েছিল। ডাকাত দলের সবাই মারা পড়ায় লোকজন খুশি। বাহবা দিয়েছে ওরা এই দুই বাউন্টি শিকারীকে। ওরা টাকার ব্যাগও উদ্ধার করেছে। ওটা ফিরিয়ে দিলে পুরস্কার পাবে চল্লিশ হাজার ডলার।

কর্নেল বললেন, 'শেষ পর্যন্ত তোমার স্বপ্ন সার্থক হলো, মাই বয়। বড়লোক হয়ে গেলে তুমি '

ঝট করে ফিরলো শিকারী ওঁর দিকে, 'আপনি বোধ হয় বলতে চাইছেন, আমরা বড়লোক হলাম।'

হাসলেন কর্নেল, 'না, ওগুলো সব তোমার। তুমি জয় করে নিয়েছো পুরস্কারের সব টাকা। আমার টাকার দরকার নেই। একা জীবন, যা আছে তাতেই চলে যাবে। আমার শুধু একটা প্রতি-

শোধ নেয়ার দরকার ছিলো—নিয়েছি।' বলে আকাশের দিকে তাকালেন কর্নেল। শেষের দিকে ওঁর কথায় করুণ সুর বেজে উঠলো।

'কিন্তু, আমাদের পার্টনারশীপ··

'ক্যান্সেল করে দিলাম। চলি তাহলে তোমার র‍্যাঞ্চ কেনার স্বপ্ন সার্থক হোক বলে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিলেন কর্নেল রওনা হলেন ধীরে ধীরে।

ডাকলো ও, 'কর্নেল, আমার নামটা জেনে গেলেন না!'

না ঘুরেই জবাব দিলেন কর্নেল, 'আমার জীবনে নাম না জানা একটা স্মৃতি হয়ে থাকবে তুমি।'

মরিয়া হয়ে উঠলো শিকারী, 'আবার দেখা হবে, কর্নেল?'

দূর থেকে ভেসে এলো কণ্ঠ, হতেও পারে, মাই বয়'

বিমূঢ় দেখাচ্ছে শিকারীকে, দু'চোখ ভেজা ভেজা, চেয়ে আছে কর্নেলের দীর্ঘ অপসৃয়মান অবয়বের দিকে।

Boighar.com

আলোচনা

[এই বিভাগে রহস্য সংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য, মজার আলোচনা, মতামত, নিজের কোন রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত সমস্যা, সুরুচিপূর্ণ কৌতুক (jokes), ধাঁধা ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারেন।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের একপিঠে লিখবেন। নিজের পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। খাম বা পোস্টকার্ডের উপর 'আলোচনা বিভাগ' লিখবেন।

আলোচনা ছাপা না হলে জানবেন স্থান সংকুলান হয়নি, মনোনীত হয়নি, বা বিষয়বস্তু পুরনো হয়ে গেছে—দয়া করে তাগাদা বা অনুযোগ করে চিঠি লিখবেন না।

কা. আ. হোসেন]

মোঃ শামসুল আলম (উল্কা)

উল্কা কটেজ, নিউ মার্কেট, পঞ্চগড়-১

আলীমুজ্জামান-এর ওয়েস্টার্ন-২১ 'মরুসৈনিক' পড়লাম। সত্যি, এক কথায় দারুণ। বইটি পড়তে পড়তে বারবার চমকিত, শিহরিত ও আনন্দিত হয়েছি। লেখক সুন্দর লিখেছেন। এরকম একটি গল্প উপহার দেয়ার জন্য লেখককে এবং প্রচ্ছদের জন্য প্রচ্ছদ শিল্পী শরাফত খানকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে দেবেন। লেখকের কাছ থেকে আরো ওয়েস্টার্ন আশা করছি।

আবু জাকারিয়া (জাকারিয়া), বদরুল আলম (পাপু)
নারায়ণগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়।

আমি আপনার প্রকাশনীর অনেক বই পড়েছি, পড়ছি এবং পড়বো বলে আশা রাখি। কয়েকদিন আগে আমি একটি বই কিনেছিলাম। নাম 'সুইস ফ্যামিলি রবিনসন'। বইটা আমার কাছে খুব ভাল লেগেছে। বইটি পড়তে পড়তে যখন শেষ পাতায় আসলাম তখন আমার খুব দুঃখ লাগছিল। বইটা পড়া শেষ, তখন আমি অনুভব করলাম আমার চোখে জল এসে গেছে। যাহোক, বইটা আমার খুব ভাল লেগেছে। আমি এই ধরনের আরো বই চাই।

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান ও ফাহমিদা রহমান
ন্যাশনাল জুট মিল, ঘোড়াশাল, ঢাকা।

রহস্যোপন্যাস লিখতে লিখতে আপনি আসলে নিজেই একজন রহস্যময় ব্যক্তি হয়ে গেছেন। আপনার অতিরিক্ত রাখ্ ঢাক্ গুড় গুড় সত্যিই আমাদের সব্বারই খারাপ লাগে। 'মরুসৈনিক'-এর আলোচনা বিভাগ পড়ে আমাদের তো আক্কেল গুড়ুম। আপনি 'ফেনী'র রেজাউল আলমের প্রশ্নের জবাবে বলেছেন, '... কিন্তু রওশন জামিলকে লেখিকা ভাবছেন কেন? তিনি একজন লেখক —এক ছেলের বাপ !!!' রওশন জামিল 'লেখিকা' এ ভুল ধারণা শুধু রেজাউল আলম সাহেবের কেন 'সেবা'র অনেক পাঠক-পাঠিকারই ছিল। এবং এ ব্যাপারে সমস্ত দোষ আপনার। কী, চমকে গেলেন নাকি? জ্বী না, স্যার, মিথ্যে অপবাদ দিচ্ছি না, সত্যি কথাই বলছি। আমাদের স্পষ্ট মনে আছে 'সেবা'র কোন এক বইয়ের [এ মুহূর্তে নামটা মনে নেই] আলোচনা বিভাগে কোন

Boighar.com

এক পত্রলেখক আপনাকে প্রশ্ন করেছিলেন—'সেবা'র লেখক রওশন জামিল ও অভিনেত্রী রওশন জামিল কী একই ব্যক্তি? জবাবে আপনি শুধু বলেছিলেন, 'না।' শুধু 'না' বলেই খালাস। কেন, আপনি বলতে পারলেন না যে, 'সে প্রশ্ন উঠতেই পারে না, কারণ রওশন জামিল পুরুষ মানুষ।'? তাহলে তো আর আমরা এই ভুল ধারণা নিয়ে বসে থাকতাম না। হায়রে! তাই তো বলি রওশন জামিলের লেখাগুলো এমন পুরুষালী পুরুষালী কেন?

* হাঃ হাঃ হা!

মোঃ আতিকউর রহমান

নীলক্ষেত কলোনি, ২২/T পাঁচতালা, ঢাকা।

আমার এক পরিচিত বন্ধুর কাছ থেকে শুনলাম যে, মরুসৈনিক নামে একটি বই বের হয়েছে। একটু আলসে ভাব নিয়ে বইটি কিনে ফেললাম, একটু পড়েই আমার আলস্য কেটে গেল। দারুণ উৎসাহে বইটি শেষ করলাম। মরুসৈনিকের মত একটি বই লেখার জন্য লেখক আলীমুজ্জামানকে আমার ধন্যবাদ জানাবেন। ভবিষ্যতে আরও এরকম বই আশা করি।

তৌহিদুল ইসলাম রাজু

পোঃ খলিলগঞ্জ, জেলা কুড়িগ্রাম।

কাজি মাহবুব হোসেনের ওয়েস্টার্ন কাহিনী 'আবার এরফান' পড়লাম। এ ধরনের ওয়েস্টার্ন নিঃসন্দেহে সেবার মাইলস্টোন হিসেবে থাকবে। কাহিনী আশ্চর্য প্রাণবন্ত। বিশেষ করে শেষের দিকে বয়েড-ডাওটির মিলন রোমিও-জুলিয়েটের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। লেখককে আমার অভিনন্দন।

বইঘর.কম

কৌতুক

'বাবা, আমি এই কলমটা আজকে দৌড় প্রতিযোগিতায় প্রথম হওয়ার জন্য পেয়েছি।'

'বাহ্, বেশ বেশ। তা, তোমার পেছনে আর কয়জন ছিল?'

'দুইজন। একজন পুলিশ আর একজন কলমের মালিক।'

সংগ্রাহক—পাপ্পু

৩৯-জি, আজিমপুর এস্টেট, ঢাকা-৫।

সাজেদুল আলম

কালির ছড়া, কক্স বাজার।

অনেকদিন বাদে আবার আপনাকে লেখার সুযোগ হলো। এর মধ্যে সেবা প্রকাশনীর অনেক বই বেরিয়ে গেছে। এবং আলোচনা বিভাগও। ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও অংশগ্রহণ করতে পারিনি। ব্যস্ততাই প্রধান কারণ। এরই ফাঁকে সেবার দু'টি বই পড়েছি। হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড-এর 'শী' এবং 'দ্য রিটার্ন অভ শী'। এই দু'টি বই প্রকাশ করে সেবা প্রকাশনী প্রমাণ করলো—মানের বিচারে সেবা সেবাই। লেখক পরিচিতি দিয়ে বিশেষ করে আমাকে খুশী করেছেন। কারণ কোন লেখক সম্বন্ধে না জেনে, কোন লেখা পড়বার ইচ্ছেই করে না। এটা আমার বাতিক বলতে পারেন। স্কুলে কুয়াশা, কলেজে মাসুদ রানা, চাকরী জীবনে রানা, অনুবাদ ও অন্যান্য সিরিজ···এই ভাবে জীবনের অবসরগুলো যাক না কোন একটা খাতে।

পাপ্পু

টিনপট্টি, বগুড়া।

Boighar.com

প্রহরী, মরুসৈনিক, নেশা, চিলড্রেন অভ দ্য নিউ ফরেস্ট পড়লাম। খুব ভাল লাগল। তবে নেশা এবং চিলড্রেন অভ দ্য নিউ ফরেস্ট বেশি ভাল লেগেছে। লেখক নিয়াজ মোরশেদ ও খসরু চৌধুরীকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাবেন। কিশোর ক্লাসিক এবং তিন গোয়েন্দার পরবর্তী বইগুলি কি? এবং কবে পাচ্ছি?

* কিশোর ক্লাসিক 'দ্য প্রিন্স অ্যাণ্ড দ্য পপার', কিশোর থ্রিলার 'প্রেতসাধনা'। ···শীঘ্রিই।

এনজেল

ঈশ্বরবসু রোড, বরিশাল।

সেবার সদ্য প্রকাশিত 'আবার এরফান' পড়লাম। খুব ভাল লেগেছে। বইটির লেখক কাজি মাহবুব হোসেনকে শুভেচ্ছা জানাই।

মো: গোলাম মইনুদ্দিন হাসু

শালগাড়ীয়া, হাসপাতাল পাড়া, পাবনা।

একটা কথা না বলে পারছি না। সেবা থেকে যে সমস্ত পেটমোটা বই বের হয় সেগুলো একবার পড়ার পর ছ্যাড়াব্যাড়া হয়ে যায়। বিশেষ করে মোটা বইগুলির বাঁধাইয়ের দিকে আরো একটু নজর দেওয়া উচিত, কারণ বই তো আর সিগারেটের প্যাকেট নয় যে ভিতরের বস্তু শেষ হয়ে গেলেই ফেলে দেয়া যায়। বরং ওটা আলমারিতে সযত্নে তুলে রাখার জন্য। কারণ কোন বই-ই জীবনে একবার পড়ে আশ মেটে না। অবশ্যই যদি ভাল বই হয়। আশা করি ব্যাপারটা সম্পর্কে ভেবে দেখবেন।

আমি রহস্য পত্রিকায় অনুবাদ গল্প পাঠাতে চাই। কি করতে

বইঘর.কম

হবে, জানালে খুশী হবো।

* লিখুন, তারপর পাঠিয়ে দিন। পাণ্ডুলিপির একটি কপি নিজের কাছে রেখে দেবেন—কারণ, অমনোনীত লেখা ফেরত দেয়া যাবে না। ...বাঁধাইয়ের ব্যাপারে আরও যত্ন নেয়া হবে, তবে আপনি নিজেও একটু যত্ন নিলে নষ্ট কম হবে।

কৌতুক

শোনা যাচ্ছে, অদূর ভবিষ্যতে সবকিছু অটোমেটিক, এমনি একটা প্লেন বেরুবে। মানে, প্লেনে চড়ে আপনি একটি বোতাম টিপবেন, সঙ্গে সঙ্গে সীট বেরিয়ে আসবে। সিটের বোতাম টিপ্‌বেন, সঙ্গে সঙ্গে বালিশ বেরিয়ে আসবে। বালিশের বোতাম টিপ্‌বেন, সঙ্গে সঙ্গে এয়ার হোস্টেস বেরিয়ে আসবে। হোস্টেসের একটি বোতাম টিপ্‌বেন, সঙ্গে সঙ্গে আপনার দাঁত বেরিয়ে আসবে। বলাবাহুল্য, বোতাম টেপার সঙ্গে সঙ্গে হোস্টেস মেয়েটি ৮২ সিক্কা ওজনের এক চড় কষাবে, আর স্বভাবতঃই তাতে আপনার দাঁত খুলে বেরিয়ে আসবে।

—সংগ্রাহক
মোঃ আখতারুজ্জামান (তুহিন)
উপশহর—বি ৩৪৮ নং বাসা, সপুরা, রাজশাহী।

Boighar.com

বই পেতে হলে

আমরা চাই, ক্রেতা-পাঠক তাঁদের নিকটস্থ বুকস্টল থেকেই সেবা প্রকাশনীর বই সংগ্রহ করুন। কোনো কারণে তাতে ব্যর্থ হলে আমাদের ডাকযোগে খুচরো বই সরবরাহ ব্যবস্থার সাহায্য নিতে পারেন।

আজই মানিঅর্ডার যোগে ৫০.০০ টাকা পাঠিয়ে সেবা প্রকাশনীর গ্রাহক হয়ে যান। নতুন বই প্রকাশের সাথে সাথে পৌঁছে যেতে থাকবে আপনার ঠিকানায়। ইচ্ছে করলে শুধু মাসুদ রানা, ক্লাসিক বা অনুবাদের গ্রাহক হতে পারেন। বিস্তারিত নিয়মাবলী ও বিনামূল্যে ক্যাটালগের জন্যে সেলস ম্যানেজারের কাছে লিখুন।

নিজের ঠিকানা ও চাহিদা পরিষ্কার অক্ষরে লিখবেন।

আগামী বই

আত্মোন্নয়ন সিরিজের নবম গ্রন্থ

স্বর্ণশিখর

রচনা : বিশু চৌধুরী

মূল্য : পনের টাকা

বিষয় : ধাপে ধাপে কিভাবে সুখ সমৃদ্ধি ও উন্নতির স্বর্ণশিখরে আরোহণ করবেন এবং সেইসাথে জীবনের সার্থকতা ও শান্তি অর্জন করবেন সে সম্পর্কে প্রাঞ্জল আলোচনা আপনাকে নতুন দিক দেখাবে।

বইঘর.কম